Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান (প্রথমাংশ)

Volume	43
Issue	3
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v43i3.421
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.421
Pages	69-156
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৭ ॥ জুন ২০০০ (প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০১)

Check for updates

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান

কাজী রফিকুল হক*

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা ভাষার জন্ম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে সপ্তম শতকে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম শতকে। তখনকার বাংলা ভাষার ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল। ফলে সেকালের বাঙালিরা তাদের কথা সহজ ভাষায় বলতে পারেনি, একটু রহস্যের আড়াল অবলম্বন করতে হয়েছিল। *চর্যাগীতিকার* ভাষা রহস্যময় সন্ধ্যা ভাষা।

তারপর বাংলাদেশ বিজিত হলো তের শতকের শুরুতেই বহিরাগত তুর্কি সেনাদের দ্বারা। তুর্কিরা ছিল ধর্মে ইসলাম অনুসারী, সংস্কৃতিতে পারসিক বা ফারসি। তাঁরা ঘরে তুর্কি ভাষা বলতেন, কিন্তু সরকারিভাবে ফারসি ভাষা ব্যবহার করতেন। আর ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা আরবি ভাষা চালাতেন। এমনিভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজা সাধারণের ওপর পড়তে শুরু করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ থেকে।

আমরা জানি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজারা, বাংলাদেশে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেখাননি। রাজসভায় কবিরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশ মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর (১২০১ সালে, মতান্তরে ১২০৩ সালে)। অবশ্য তখনও সমগ্র বাংলাদেশ বিজিত হয়নি। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আরো প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৩০১ সালে দিল্লির ফিরোজ শাহ্ যখন বাংলার সুলতান হলেন, তখন সমগ্র বাংলাদেশ বিহারসহ মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। কিন্তু অন্তর্কলহে এই অবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৩২৮ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের আমলে বাংলাদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটাও বেশিদিন টিকল না। ১৩৫২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরিচালনায়। ১৫৭৬ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খাঁন কররানীর পতন পর্যন্ত গৌড়ের দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কদর ছিল প্রভূত। সেই সময়ে স্থানীয় জনগণের সাথে শাহী দরবারের লোকজনদের ওঠা-

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সরকারি বি. এল. কলেজ, খুলনা।

বসা, লেন-দেন, ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। সে-কারণেই মনে হয়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ।

বাংলার স্বাধীনতার যুগে গৌড়ের সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বহুলভাবে করতে থাকেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) পারস্যের কবি হাফিজকে (১৩২০-৮৯) বাংলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৮০-১৪৬০) ও বাংলার কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরও সুলতান কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছিলেন।

স্বাধীন বাংলার প্রথম শতাব্দীর শেষ আটাশ বছর (১৪১৪-১৪৪২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতে রচিত ধর্মকথা বাংলা ভাষায় লেখার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন বাঙালি কবি কৃত্তিবাস। ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজাধারীদের ফতোয়া 'রৌরবং নরকং ব্রজেৎ' অগ্রাহ্য করে কৃত্তিবাস বাল্মীকির *রামায়ণ*কে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং গৌড়ের সুলতানের সম্মান অর্জন করেন। কৃত্তিবাস প্রকৃতই সেই যুগে 'বিদ্রোহী' ছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৪২ সালে দ্বিতীয় বার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের (১৪৪২-১৪৮৭) সুলতানগণের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বাংলা ভাষায় পাই মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, কবি জৈনুদ্দীনের *রসুল-বিজয়* এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের *মহাবংশাবলী*। শেষের গ্রন্থটি একটি বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাস। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা সামাজিক স্তরে প্রবেশ করেছে। তারপর হোসেন শাহী বংশের পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যা করেছে, তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ খাঁটি আরব হলেও বাঙালি পরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বাংলার জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এর পরিণাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য শুভ হয়েছিল। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* (১৪৮৪) জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহের ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গলে* (১৪৯৫) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর *মহাভারত পাঁচালী* রচনা করেন যা 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। তাঁর আমলে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত' প্রচার করতে থাকেন। এই ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা নতুন দিকের সূচনা করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা শুরু হয়। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম কবিও পদাবলী রচনা করেছেন। যেমন– চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী।

বাংলার সুলতানদের এবং দরবারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রেরণায় জনসাধারণ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চাতে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। সংস্কৃত যদিও রাজভাষার মর্যাদা হারাল তবু মুসলমানগণ সংস্কৃত শিখতেন; সংস্কৃতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করাতে উৎসাহ জোগাতেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কবীন্দ্রের *মহাভারত* হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই সমাদৃত হয়েছিল। *নবী বংশ* রচয়িতা সৈয়দ সুলতানের উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাই। মুসলমানগণ উদারমনা ছিলেন বলেই সংস্কৃতে রচিত ধর্মগ্রন্থগুলো বাংলা

ভাষায় অনূদিত হতে পেরেছিল। তবে সংকীর্ণমনা কিছু মওলানা ইসলামী ধর্মগ্রন্থসমূহের বাংলায় অনুবাদ অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। ফারসি ভাষায় আল্-কুরআন অনুবাদ করতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) একদল মৌলভী কর্তৃক প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি।

যাহোক, বাঙালি মুসলমানদের দেশীয় সাহিত্য রচনায় তাদের আরবি-চর্চার প্রভাব দেখা যায়। বাংলা ভাষায় যেসব আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে, তা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবি ভাষাচর্চার ফল। মুসলমানগণ ইসলামী শরা-শরিয়ত সম্বলিত কাব্য এবং মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য রচনায় হাত দেন। এ-সমস্ত কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠান যুগ অবসানের পর (১৫৭৬) বাংলায় মোগল রাজত্বের শুরু। এই রাজত্ব ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে শেষ হয়। মোগল যুগে ফারসি ভাষার চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্রায় ১৮০ বছর ধরে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফারসি ভাষার চর্চা করতে থাকে। সে যুগের মুসলিম কবিরা জনগণের সাহিত্যরস পিপাসা নিবৃত্ত করতেন ফারসিতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করে। এ-ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), আবদুল হাকীম (আনুঃ ১৫৭৫-১৬৫০) ও আলাওল (১৬০৭-১৬৮০) প্রমুখর নাম চিরস্মরণীয়।

মোগল আমলে ফারসি ছিল রাজভাষা। রাজার ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু জনগণ পিছিয়ে ছিলেন না। মুসলমানদের মত হিন্দুরাও 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে কেতাব পড়া শুরু করতেন। 'বিসমিল্লায় গলদ' বাগধারাটি তার প্রমাণ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা থেকে তা জানা যায়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ফারসির চর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসি, মসজিদ-গাত্রে ফারসি, গৃহ-নির্মাণ লিপিতে ফারসি, শাহী ফরমানে ফারসি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসি, রাজস্ব বিভাগে ফারসি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসি দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরি-বাকরি, এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসি হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসি শিখিতে শুরু করিলেন। (দ্রঃ *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য*, ১৯৫৭, পৃ. ১৩৪)

সতের শতকের কবি আবদুল হাকীম আরবি-ফারসি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে যেকথা বলে গেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আরবি পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবি প্রধান॥
আরবি পড়িতে যদি না পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
ফারছি এলেম হয় আরবি তনয়।
আরবির অনুরূপ ফারছি লিখয়॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন॥

এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার॥
[ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক; *মুসলিম*
বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ২১১-১২]

তিনি দেশি ভাষা বাংলার বিরোধীদের সম্বন্ধে বেশ কড়া কথা লিখেছেন।

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

[পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮]

এ যুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ শক্তিধর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এই ভাষাকে 'যাবনী মিশাল' বলেছেন। তিনি লিখেছেন–

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবি ফারসি হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি ;
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
[মানসিংহ ও ভবানন্দ উপাখ্যান, পৃ. ৪২]

এমনিভাবে বাংলাদেশে আরবি-ফারসির প্রভাব অব্যাহত থাকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত, তথা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত। সে-বছর ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হলো রাজভাষা। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন, তখনও ফারসি ভাষার প্রভাব স্তিমিত হয়নি।

বাংলা ভাষায় হিন্দি-উর্দুর আমদানি মোগল আমলের শেষে। সতের শতকের শেষে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের *কালিকামঙ্গল*, *রায়-মঙ্গল*, *শীতলা-মঙ্গল*–এ হিন্দি বা উর্দু বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– *কালিকা-মঙ্গলে* কোটালের উক্তি:

কহি হায় মেরি আওত দড়বড়
ভাটকি মোক উখাড়ো
খঞ্জর ছেদে ছির উতারই
এক সাথ দোনো গাড়ো

রায়-মঙ্গলে গাযীর উক্তি :

আমল না পাঙ হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্লুক কিয়া হাথ।
চকমক ইতি তৈরি বাঁসো পাড়ো এতি বেরি
আওরত মরদ এক সাথ।
[ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড; ১৯৬৫, পৃ. ২৮৬]

কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। তখন থেকে আধুনিক যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের' যুগ। সেই সাহিত্য মূলত মুসলমান কর্তৃক রচিত। পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবি-ফারসি-হিন্দি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। পুঁথি সাহিত্যকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' বলেছেন। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।" [*বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫]

এই শতকেই দুজন হিন্দু কবির কাব্যেও মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। একজন কবি ভারতচন্দ্র যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে— আর একজন হলেন *ধর্মমঙ্গলের* সেরা কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

বলছিলাম দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কথা। পুঁথি সাহিত্য শুধু মুসলমানরাই লিখেছিলেন তা নয়. একজন হিন্দু কবির কাব্যও পাওয়া গেছে। কবির নাম রাধাচরণ গোপ। কাব্যের নাম *ইমামের কেচ্ছা*। কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক আঠারো শতক। কাব্যটি জঙ্গনামা জাতীয়। জঙ্গনামার বিষয় কারবালার বিষাদাত্মক করুণ কাহিনী। এই কাব্যে কবি রাধাচরণ (সংক্ষেপে রাধা গোপ) ইমাম হাসান-হোসায়েনের শাহাদতে বিবি ফাতেমার শোক এভাবে বর্ণনা করেছেন–

বিবির আহাদে ধরণী তখন নড়ে,
ওপরে আছমান যেন কুমারের চাক ঘোরে।
আরস্ কোরস্ সব আগুন জ্বলে যায়,
তক্তে বার দিতে আর না পারেন খোদায়।

রচিল রাধাদাস শুন হকীকত
সেই হৈতে হইল ইমামের জীআরত।
এলাহি আলমিন আল্লা আপনে জানিঞা,
অনেক সাধ পএদা আমি করিলাম দুনিয়া।
বসিতে না পারি আমি তক্তের উপরে,
আছমান জমিন বিবি সব জ্বালাইতে পারে।
ইলাহি কহেন জীবরিল কর আর কি?

আছমান জমিন ডুবাইছেন রছুলের ঝি।
সিতাব করিঞা এখন দুনিয়াকে যাও;
বিবি ফাতেমাকে তুমি যাইঞা সমজাও।

[ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮]

এখানে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ, করার মত। এই সাহিত্যের ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণে হিন্দি-উর্দু শব্দের প্রয়োগ। যেমন– 'তেরা', 'মেরা', 'এয়ছা', 'যেয়ছা', 'মুঝে', 'তুঝে', 'বিচে' (মধ্যে), 'সেওয়া' (বিনা)' প্রভৃতি। এমনকি ক্রিয়াপদেও হিন্দি-উর্দুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– 'নিকালিয়া', 'গোজারিয়া', 'ওতারিল', 'খেলাইল', 'বখ্শিল' প্রভৃতি। দোভাষী সাহিত্যের আদি লেখক হাওড়া জেলার শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা এ ধরনের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন। দুজনের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

(১) বদর বলেন শুনে বড়খাঁ মেরা ভাই।
এখন সামাল মর্দ্দ তোমাকে সমজাই ॥
ফকিরী আজব চীজ সমজাই তোমারে।
মরিয়া না মরে ফকির দুনিয়া মাঝারে ॥
মাহিনা বৎসর তুঝে বসে সমজাইনু।
ঘরের বাহির তুঝে করিতে নারিনু।।

[শাহ্ গরীবুল্লাহ; *ইউছুফ জোলেখা*। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৯২]

(২) গোর আজাবের কথা শুনে লাগে ডর।
কিরূপে আজাব হবে গোরের ভিতর ॥
গন্ডী গাছে উখ পীড়ে যেমন প্রকার।
পিষা যাবে আমি এয়ছা কত গোনাগার ॥

... ...

তার পরে দেখাইয়া দেবে পুলছেরাত।
যাও বান্দা পার হইয়া যাবে কেয়ছা ভাঁত।।

[সৈয়দ হাম্‌যা; *হাতেম তাই*। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২]

পুঁথি সাহিত্যের ভাষা এরূপ হলেও সেই সময়ে হিন্দু সমাজ দলিল-দস্তাবেজ ও কথাবার্তায় অনেকটা অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করত। মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার রাজধানী হলো, তখন থেকে বাংলা ভাষায় ফারসি ও উর্দুর প্রভাব বৃদ্ধি পেল। মুর্শিদাবাদের নবাবী দরবারে উর্দু ভাষার চল্ ছিল বেশি।

মুর্শিদাবাদ তার গৌরব হারালো আঠারো শতকের শেষাশেষি। বাংলার বড়লাট তখন লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস। এই সময়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। এর আগেই বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা ঘটে। মন্বন্তরের পেছনের কারণ ছিল 'দ্বৈত শাসন'। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অন্যদিকে নায়েবের

দিওয়ানী শাসন। তারপর শুরু হলো ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। ফলে মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। অবস্থা আরো সংকটজনক হলো ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহারে এবং ফারসি ভাষার বিদায়ে। বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবন ও জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যহারা ও ভাষাহারা মুসলমান বিদেশি ভাষা ইংরেজিকে গ্রহণ করতে পারল না। অথচ হিন্দুরা আগে যেমন ফারসি ভাষা শিখেছিল, এখনও তারা ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করল। ফলে তারা উন্নতি করতে লাগল। ইতোমধ্যে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ওই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়াম কেরী। এসময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। পাশাপাশি 'সংস্কৃত কলেজ'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে। ফলে ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা জোরদার হলো, কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) থাকা সত্ত্বেও ফারসির প্রভাব সংকুচিত হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ- গোষ্ঠী বাংলা ভাষায় গদ্য প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কেরী বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করলেন। শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক লেখা শুরু হলো। এ সময়কার বাংলা গদ্য ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন রামরাম বসু। তাঁর *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* বইটিতে তিনি বিষয়োপযোগী আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতো, বঙ্কিমের ভাষায়, 'দেড়গজী' সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহার করেননি।

বাংলা গদ্যকে যথার্থ শিল্পসম্মত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর শেষের দিকে লেখা বইগুলোর ভাষা মৌখিক বুলির মতই সরল এবং তাতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বিদ্রূপাত্মক রচনাকে কত প্রাণবন্ত ও মর্মভেদী করতে পারে বিদ্যাসাগরের তর্ক-বিতর্কমূলক বইগুলো তার প্রমাণ। আরবি-ফারসি শব্দের রসময় প্রয়োগ টেকচাঁদ ঠাকুরও করেছেন তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থে (১৮৫৮তে প্রকাশিত)। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে রীতি প্রবর্তন করে গেছেন, তা আজও অনুসৃত হচ্ছে।

এমনিভাবে মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের ব্যবহার কবিতা থেকে গদ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। গদ্যের শৈশব-কৈশোর অবস্থা ভালভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে তা যৌবন প্রাপ্ত হলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগরের এই কৃতিত্বকে "... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এই ভাষা অনন্যসাধারণ রূপ পায়। বাংলা ভাষা বিবিধ ভাব-কল্পনার বাহন রূপে গড়ে ওঠে; তাঁর ভাষা হয় সংগীতময় ও সংকেতময়। তিনিও রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। তাঁর সমসমায়িককালে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে কাব্য রচনা করে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তো অত্যন্ত সার্থকতার সাথে কাব্যে-সংগীতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। শব্দগুলো এমন সুপ্রযুক্ত হয়েছে যে ওটাই যেন বাংলা ভাষা। এমন বলিষ্ঠ প্রয়োগ আগে দেখা যায়নি। কবি ফররুখ আহমদও সার্থকভাবে আরবি-

ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যে শওকত ওসমান নানান বিষয়ের উপযোগী লঘু-গুরু ঘটনাবহ সৃষ্টির জন্যে আরবি-ফারসি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) তার প্রমাণ।

আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ফলে বাংলা ভাষায় আলোচ্য বিদেশি শব্দ প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায়নি। উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকগণ কম-বেশি এই শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের প্রতিভা বিকশিত করেছেন। বাংলা ভাষার শরীরে আলোচ্য বিদেশি শব্দগুলো উট্‌কো ঝামেলা নয়, বরং স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া একটা ভাষা যে জীবন্ত তার প্রমাণও এটা। যে গ্রহণ করতে পারে, সে বেঁচে থাকে। আর যে গ্রহণ করতে পারে না, সে মরে যায়। দুনিয়ার বুকে এমন অনেক ভাষা আছে, যা আজ মৃত: যেমন– সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মৈথিলী, তুখারীয় প্রভৃতি। এসব ভাষা কোনো কোনো অঞ্চলে এক সময় কথিত হতো। কিছু লিখিত সাহিত্যও পাওয়া গেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে ভাষাগুলো আর টিকে থাকেনি। তাদের গ্রহণ ক্ষমতা ছিল না বলে মৃত ভাষার শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। বাংলা ভাষা জীবন্ত বলেই তার জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির শব্দ নিজের ভাষাগত কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই গ্রহণ করেছে এবং এখনও করছে।

তবে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ এসেছে বার বার। তার স্বাভাবিক গতিকে কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা অতীতে চলেছে। রোমান কিংবা আরবি ও উর্দু হরফে বাংলা ভাষা লেখার অযৌক্তিক ও হীন ষড়যন্ত্রও হয়েছে। এমনকি, পুরো বাংলা ভাষাটিকেই নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু একটা জীবন্ত ভাষাকে কখনই হত্যা করা যায় না। বর্তমান যুগে ইংরেজি ভাষাকে কেউ হত্যা করতে চাইলে পারবে না। কারণ এ-ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। চীনা, জাপানি, জার্মান ভাষাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। কারণ এসব ভাষায় লক্ষ লক্ষ লোক কথা বলে ও সাহিত্য রচনা করে। বাংলা ভাষার স্থান বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ।

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দাবলির অনুপ্রবেশ কল্যাণকর হয়েছে। যাঁরা বাংলা ভাষা থেকে এসব শব্দ ছেঁটে ফেলতে চান, তাঁদেরকে মুনীর চৌধুরী 'হয় অজ্ঞানী নয় বিকারগ্রস্ত' বলেছেন। এসব শব্দ বাংলার প্রকৃতির মজ্জায় মিশে গেছে। এমনও হয়েছে যে, অনেক খাঁটি বাংলা শব্দ আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাবে বিতাড়িত হয়েছে। যেমন– জাহাজ (বুহিত), নালিশ (গোহারী), জমি (ভূঁই), লাল (রাতা, রাতুল), মোরগ (কুকড়া), বাজপাখি (শয়চান), গরম (তাতা), দোকান (পশার), পশম (রোঁয়া) ইত্যাদি। অনেক সময় মূলভাষার কৃতঋণ শব্দটি বাংলায় এসে তার আগের উচ্চারণ হারিয়েছে। যেমন– বিদায় (আ. আল্‌বিদা), মলম (আ. মরহম), ময়নাতদন্ত- Post-mortem (আ. মু'আইনহ্), আক্কেল (আ. আ'ক্বল), কায়দা (আ. কাএদহ্) খরিদ্দার (খদ্দের) < ফা. খরীদদার, তক্‌মা (আ. তগ্‌মা) ইত্যাদি।

আইন-আদালত ও রাজস্ব ক্ষেত্রে আমাদের আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওটাই এখন বাংলা ভাষা।

হিন্দু-মুসলিম সমাজে নামের সাথে যেসব উপাধি ব্যবহৃত হচ্ছে তার অনেকগুলোই তো আরবি-ফারসি-তুর্কি জাত। যেমন– খান (তুর্কি, বখ্‌শী (তুর্কি), মল্লিক (আরবি), মুনশী (আরবি),

মজুমদার, তালুকদার, হালদার (হাওলাদার) (আরবি ও ফারসি) ইত্যাদি। গালাগালি করতে গেলেও অনেকে ফারসি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে। যেমন– বদমাশ, হারামজাদা, পাজী, আহম্মক, বজ্জাত ইত্যাদি। তবে আরবি থেকে শয়তান ও ইবলিশ আমদানি করা হয়েছে।

শুধু শব্দ নয়, ফারসি থেকে কিছু প্রত্যয় ও উপসর্গও বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন–

তদ্ধিত প্রত্যয়

- খোর	গাঁজাখোর, গুলিখোর, তামাকখোর ইত্যাদি।
- দার	ঠিকাদার, থানাদার, আড়তদার ইত্যাদি।
- দান	আতরদান, পানদান, বাতিদান ইত্যাদি।
- সই	চলনসই, জুৎসই, দশাসই ইত্যাদি।

উপসর্গ

বে -	বেহাত, বেনামী, বেমানান, বেধড়ক ইত্যাদি।
গর -	গরমিল, গরহাজির, গররাজী ইত্যাদি।
ব -	বকলম, বনাম।
না - :	নাহক, নাবালক, নাছোড়।

আমরা কথায়-কথায় 'বাড়িওয়ালা', 'ফেরিওয়ালা', 'দোকানওয়ালা' শব্দসমূহ ব্যবহার করি। এখানে 'ওয়ালা' একটি প্রত্যয়। এই প্রত্যয় হিন্দি ভাষাজাত।

হিন্দি সাহিত্য থেকে অনুবাদমূলক কাব্য আমরা মধ্যযুগে পাই। হিন্দি কবি মনঝনের *মধুমালতী*, কবি সাধনের *মৈনাসত*, কবি কুত্বনের *মৃগাবতী*, মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদুমাবৎ* ইত্যাদি কাব্য বাংলায় অনুবাদ বা রূপান্তর করেন যথাক্রমে মুহম্মদ কবীর, দৌলত কাজী, মুহম্মদ খাতের এবং আলাওল। এসব কাব্যেও আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

জাতি বিচারে উর্দু আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা হলেও উনিশ শতকের আগে এ-ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন গিলখ্রাইস্টের প্রবর্তনাতেই উর্দু ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। উর্দু ভাষার জন্ম সেনা শিবিরে। 'উর্দু' শব্দের অর্থও 'সৈন্যশিবির'। আঠারো শতকে উর্দু গদ্য 'হিন্দি' নামে এবং উর্দু কবিতা 'রিখ্তা' নামে পরিচিত ছিল। হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে রেষারেষি ছিল উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। মোগল যুগের শেষে সামান্য কিছু উর্দু শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। ইদানীংকালে উর্দু ভাষায় ইসলামী শাস্ত্র ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে (আগের পূর্ব পাকিস্তান) বাংলা ভাষাকে সরিয়ে উর্দু ভাষা চালু করতে চেয়েছিল, যদিও উর্দু তাদের কারোরই মাতৃভাষা ছিল না। এটা ছিল এক ধরনের ষড়যন্ত্র। উর্দু ভাষায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাহিত্যচর্চা করেছেন। অভিজাত মুসলিম পরিবারে এক সময় উর্দু ভাষার ব্যবহার ছিল। তাঁরা বাংলা ভাষার নামে নাক সিটকাতেন। কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দি-উর্দু ভাষার কয়েকটি শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। সতের শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্য চরিতামৃত* কাব্যে আত্মীয়তাবাচক কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী মোর হয় চাচা।

...

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।

[ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬]

চাচা, চাচি নানা, নানি, মামু, মামি, বুবু, ফুফা, ফুফু, দাদা, দাদী, ভাবী ইত্যাদি আত্মীয়তাবাচক শব্দ হিন্দি-উর্দু জাত।

এছাড়া অন্য ধরনের শব্দও হিন্দি-উর্দু থেকে এসেছে। যেমন– খাটা (টক), ধুপ (রোদ), আন্ডা (ডিম), দুলা (বর), জাড় (শীত), রুই (তূলা) ইত্যাদি।

কয়েকটি হিন্দি-উর্দু প্রবাদ বাক্যও বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন– (১) এক্ হাত্ সে তালী নহী বজ্‌তী— এক হাতে তালি বাজে না। (২) ভূত ভী মার্ সে ভাগতা হৈ— মারের চোটে ভূত ভাগে। (৩) পহ্‌লী বিস্‌মিল্লাহ্‌হী গলদ্ হুই— বিস্‌মিল্লায় গলদ। (৪) জিস্‌কা কাম উসী কো ছাজে, আওর করে তো ঠেঙ্গা বাজে— যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে ইত্যাদি। [ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬]

মোগল দরবারে শিয়া নবাব ও রাজকর্মচারীদের প্রভাবে সুন্নী মুসলমানদের অনেকে শিয়া আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। নামের শেষে তারা আলী, হায়দর, হাসান, হোসেন প্রভৃতি উপনামও যুক্ত করেন। এই শিয়াদের প্রভাবেই বাংলায় কারবালা কাহিনীর উদ্ভব।

সবশেষে বলতে হয়, ভাষা তার নিজস্ব গতিতে চলে। কারো চোখ রাঙানির পরোয়া করে না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সে ভিন্ন সংস্কৃতির শব্দাবলিও গ্রহণ করে। ষোল শতকে এদেশে পর্তুগীজরা এসেছিল। তারা চলে গেছে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় প্রায় শ'খানেক শব্দ উপহার দিয়ে গেছে। এগুলোকে বাংলা ভাষা থেকে বাদ দেয়া যায় না। যেমন– বাল্‌তি, জানালা, চাবি, সাবান, পাউরুটি, আনারস ইত্যাদি। এমনিভাবে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দ প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো প্রবেশ করেছে। আমরা সেগুলো গ্রহণ করেছি এবং ব্যবহার করছি প্রতিনিয়ত।

সাংকেতিক চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা

আ. = আরবি
ফা. = ফারসি
তু. = তুর্কি
হি/উ. = হিন্দি/উর্দু
এক. = একবচন
ব.ব. = বহুবচন
আল. = আলংকারিক
বাং = বাংলা
সং = সংস্কৃত
ইং = ইংরেজি

অচিন্ত্য = অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অবনীন্দ্র = অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমৃত = অমৃতলাল বসু
আ. উ. = আকবর উদ্দীন
আকরম = মাওলানা আকরম খাঁ
আ. কা. = ড. আব্দুল কাদের
আ. কা. শা. = আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আ. জলীল = আবদুল জলীল
আজহার = আজহারুল ইসলাম
আজাদ = আলাউদ্দীন আল-আজাদ
আতাউর = আতাউর রহমান
আ. দীন = আজহার উদ্দীন
আনিস = আনিস চৌধুরী
আফসার = আফসার আলী
আবু রুশদ = আবু রুশদ মতিনউদ্দীন
আবুল কালাম = শামসুদ্দীন আবুল কালাম
আ. রব = আবদুর রব চৌধুরী
আলাওল = কবি আলাওল
আশরাফ = সৈয়দ আশরাফ আলী
আসকর = আসকার ইবনে শাইখ
আ. হক = আবদুল হক
আহসান = আহসান হাবীব
আহসানউল্লাহ = নবাব আহসানউল্লাহ্
আ. হা. = আবুল হাশেম
ইজদানী = রওশন ইজদানী
ইব্রাহিম = ইব্রাহিম খাঁ
ইমদাদ = কাজী ইমদাদুল হক
ইসহাক = আবু ইসহাক
ঈশ্বর = ঈশ্বরগুপ্ত
এনামুল = ড. মুহম্মদ এনামুল হক
এয়াকুব = এয়াকুব আলী চৌধুরী
এস. ওয়াজেদ = এস. ওয়াজেদ আলী
ওদুদ = কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়েদ = ওবায়েদুল হক
ওয়ালি = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ওয়াসেক = আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী
ওহীদ = ওহীদুল আলম
কঙ্কণ = কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কা. দী. মু. = ড. কাজী দীন মুহম্মদ
কাদের = এম. এ. কাদের
কানাই = কানাইলাল
কান্তিঘোষ = কান্তিদেব ঘোষ
কায়কোবাদ = কাজেম আল কোরেশী কায়কোবাদ
কালাম = আবুল কালাম শামসুদ্দীন
কালী সিং = কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশী = কাশীরাম দাস
কুমুদ = কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কেদার = কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃত্তিবাস = কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণদাস = কৃষ্ণদাস কবিরাজ
ক্ষেমা = ক্ষেমানন্দ
গরীব = শাহ্ গরীবুল্লাহ্
গিরিশ = গিরিশচন্দ্র সেন
গো. দা. = গোবিন্দ দাস
গৌরী = গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
গৌরীশংকর = গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
ঘন = ঘনরাম চক্রবর্তী
চণ্ডী = চণ্ডীমঙ্গল
ছদর = ছদরুদ্দীন
জয়েন = জয়েনউদ্‌দীন
জসীম = জসীমউদ্‌দীন
জাফর = আবু জাফর
জাহানারা = জাহানারা আরজু
জীবন = জীবনানন্দ দাশ
জুলফিকার = সুফী জুলফিকার হায়দর
জোবেদা = জোবেদা খানম
টেকচাঁদ = টেকচাঁদ ঠাকুর/প্যারীচাঁদ মিত্র
তারিণী = তারিণীচরণ মিত্র
তালিম = তালিম হোসেন
দীনবন্ধু = দীনবন্ধু মিত্র
দী. হা. = দীওয়ানে হাফিজ /নজরুল
দৌলত = দৌলত কাজী
দ্বিজেন্দ্র = দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নজরুল = কাজী নজরুল ইসলাম
নজিবর = নজিবর রহমান
নরেন্দ্র = নরেন্দ্রনাথ দেব
নাহার = বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ
নী. র. রা. = নীহাররঞ্জন রায়
পরশু = পরশুরাম (রাজশেখর বসু)
পূ. গী. = পূর্ববঙ্গ গীতিকা
প্র. না. বি. = প্রমথ নাথ বিশী
প্রমথ = প্রমথ চৌধুরী
প্রা. পত্র = প্রাচীন পত্র
প্রেমেন্দ্র = প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফকির = ফকির গরীবুল্লাহ্
ফজল = আবুল ফজল
ফজলল = শেখ ফজলল করিম
ফয়জুল্লাহ্ = শেখ ফয়জুল্লাহ্
ফররুখ = ফররুখ আহমদ
ফরিদী = আবদুল হক ফরিদী
বঙ্কিম = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বজলু = বজলুর রহমান
বন্দে = বন্দে আলী মিয়া
বড়ু চণ্ডী = বড়ু চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
বরকত = মোঃ বরকতউল্লাহ্
বাহরাম = দৌলত উজীর বাহরাম খান
বাহার = হাবীবুল্লাহ্ বাহার
বিজয় = বিজয়গুপ্ত
বিদ্যা = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিদ্যাপতি = কবি বিদ্যাপতি
বিভূতি = বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণু = বিষ্ণু দে
বুদ্ধদেব = বুদ্ধদেব বসু
বেনজীর = বেনজীর আহমদ
বোরহান = বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর
বৃন্দাবন = বৃন্দাবন দাস
ভবানন্দ = ভবানন্দ মিশ্র
ভবানী = ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত = ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

মঈন = মঈনুদ্দীন
মওদুদ = আবদুল মওদুদ
মনসুর = আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ = মনোজ বসু
মশাররফ = মীর মশাররফ হোসেন
মহী = মহীউদ্দীন
মাইকেল = মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মা. গা = মানিকচন্দ্রের গান
মান্নান = কাজী আবদুল মান্নান
মাহবুব = মাহবুবুল আলম
মুজতবা = সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিবর = মুজিবর রহমান
মুর্তজা = গোলাম মুর্তজা
মুনীর = মুনীর চৌধুরী
মুফাখখার = মুফাখখারুল ইসলাম
মুস্তাফিজ = মুস্তাফিজুর রহমান
মৈ. গী. = মৈমনসিং গীতিকা
মোজাম্মেল = মোজাম্মেল হক
মোতাহের = মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোস্তফা = গোলাম মোস্তফা
মোহিত = মোহিতলাল মজুমদার
যাযাবর = বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রঙ্গলাল = রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রজনী = রজনীকান্ত সেন
রবীন্দ্র = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রশীদ = আবদুর রশীদ খান
রাজিয়া = রাজিয়া খান
রাজীব = রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রাজ্জাক = আবদুর রাজ্জাক
রাম রাম = রাম রাম বসু
রোকেয়া = বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লুৎফর = ডাঃ লুৎফর রহমান
শওকত = শওকত ওসমান
শরৎ = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরীফ = আহমদ শরীফ
শামসুদ্দীন = শামসুদ্দীন আবুল কালাম
শা. হক = শামসুল হক
শাহাদাত = শাহাদাত হোসেন
শাহেদ = শাহেদ আলী
সিরাজী = সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
শেখ হাবিব = শেখ হাবিবর রহমান
সগীর = শাহ্ মুহম্মদ সগীর
সত্যেন্দ্র = সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সুকুমার = সুকুমার রায়
সুধীন = সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুফিয়া = বেগম সুফিয়া কামাল
সুফী মোতাহার = সুফী মোতাহার হোসেন
সুলতান = সৈয়দ সুলতান
সৈ. আ. আ. = সৈয়দ আলী আহসান
হাই = মুহম্মদ আবদুল হাই
হাকিম = আবদুল হাকিম
হামজা = সৈয়দ হামজা
হারামণি = মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণি
হাশিম = আবুল হাশিম
হাসান = হাসান হাফিজুর রহমান
হেম = হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হেয়াত = হেয়াত মামুদ

[অ]

অইরান—১বিণ. বিরান, জনমানবশূন্য; ২বিণ. ধ্বংস প্রাপ্ত। [বীরান ویران ফা.]

অওরত— দ্র. **আওরত**।

অওসৎ— দ্র. **আওসত**।

অংগুস্তানা, অঙ্গুস্তানা—১বি. আঙুলাবরণ, সেলাইয়ের সময় সূঁচের খোঁচা হতে বাঁচার জন্য আঙুলে ব্যবহৃত আচ্ছাদন বি:। ২.বি. চামাটি। ৩. মেজরাব। [আংগুশ্‌তানহ্ انگشتانه। ফা.]

অকবজ—বিণ. অনায়ত্ত, অনধিকৃত। [অ+ কব্‌য্ قبض আ.]

অকল—দ্র. **আকল**।

অকলমন্দ—দ্র. **আকল**।

অকসর—দ্র. **আকসার**।

অকীক—দ্র. **আকিক**।

অকু, অকুআত— বি. ঘটনা, দুর্ঘটনা, অপরাধ-মূলক কার্য, হাঙ্গামা। [ওয়াকূ وقوع আ. +আত্ ات বহু.] **অকুস্থল, অকুস্থান**-১বি দুর্ঘটনাস্থল, যেস্থানে দুর্ঘটনামূলক বা অপরাধমূলক কার্য সংঘটিত হয়েছে। [— আ. + স্থল, স্থান (বাং)]

অকুফ, অকুব—বি. বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ('তোমার বেটার নাহি আক্কেল অকুফ'—গরীব)। ওয়াকূফ وقوف -আ.]

অকুস্থল, অকুস্থান—দ্র. **অকু**।

অক্‌ফ—দ্র. **ওয়াক্‌ফ**।

অক্কা—বি. প্রভু, মালিক। [আক্বা اقا ফা.]

অক্ত—দ্র. **ওক্ত**।

অখুশি, অখুশী—১বি. অসন্তোষ। ২বি. অসন্তুষ্ট [অ+খুশী خوشی ফা.]

অছি, অছী, অসি, অসী, ওছি, ওছী— বি. অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, trustee; নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক (সেই উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে—আলাল)। [ওয়াসী وصی আ.]

অছিঅত, অছিঅতি, অছিয়ত, অছিয়ত নামা, অছিয়তি—দ্র. অসিয়ত।

অছিলা, অছীলা—দ্র. **অসিলা**।

অজবুক— দ্র. **উজবক**।

অজিফা, অজীফা, অজাপা (বিরল) **ওযীফা**—১বি. প্রাণীদের শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ ক্রিয়ারূপে জপিত হয় এমন মন্ত্র, স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য মন্ত্র ("অজাপা জপএ নিত্য নিঃশব্দে নীরব"—বাহরাম)। ২বি. খোরপোশ, ভরণপোষণ। [ওয়াযীফহ্: وظیفه আ.]

অজু, উযু, ওজু, ওযু—বি. শরীর ও মনের পবিত্রতা বিধানের জন্য প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়া কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মুখ মণ্ডল ধোয়া, দুই হাত কনুইসহ ধোয়া, মাথা মসেহ্ করা, দুই পায়ের পাতা গিরাসহ ধৌত করা। [ওয়াযূ وضو আ.]

অজুরদার—বি. মজুরি গ্রহণকারী মজুর, শ্রমিক [আজ্‌র اجر আ. +দার دار ফা.]

অজুরা—দ্র. **আজুরা**।

অজুহাত, ওজুহাত—১বি. কারণ, হেতু, ছুতা, বাহানা। ২বি. ওজর, আপত্তি [ওয়াজুহাত وجوهات আ.]

অদরকারী—বিণ. অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় [অ+দরকার درکار ফা.+ই, ঈ]।

অদলবদল—১বি. পরিবর্তন, ওলটপালট (পূর্বাপর একই রকম থেকে যেতো তার মতিগতিতে যদি কোনো অদলবদল না হোত—ওবায়েদ)।

২বি. বিনিময়, এক জিনিস দিয়া অন্য জিনিস লওয়া।

['উদুল্ عدول আ.+বদল্ بدل আ.]

অদুল, অদূল—বি. বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, প্রত্যাবর্তন, পরিবর্তন, বদল। ['উদূল عدول আ.]

অনক্ত—বি. অসময় (অনক্তে কি ছেলে ঘরের বার করতে হয় ?—মোজাম্মেল)। [অন্+ওয়াক্ত্ وقت আ.]

অনারাম—বি. অসুখ, অশান্তি (শরীরের পক্ষে এমন অনারামের—বুদ্ধদেব)। [অন্+আরাম آرام ফা.]

অন্দর, আন্দর—১বি. ভিতর, অভ্যন্তর (জলের তলে পাহাড় ছিল লাগল বুকের অন্দরেতে—রবীন্দ্র)। ২বি. অন্তঃপুর, অন্দরমহল [অন্দর اندر ফা.]। **অন্দর-মহল**—বি. অন্তঃপুর। [ফা. অন্দর+মহল محل আ.]।

অপলক—বিণ. অপলক, নির্নিমেষ [অ+পলক پلك ফা.]

অপহুজুর—বি. অন্যায় অধিকারী বা জবরদখলকারী কর্তা। [অপ+হুযূর حضور আ.]

অফিসার—বি. পদস্থ কর্মচারী, আফসর [officer ই.; তুল. افسر ফা.]

অব—অব্য. (ক্রি-বিণ.) এখন (সখি অব কি করব উপদেশ—গো.দা)। [اب হি.]

অবজর (ম-বা)—বিণ. মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল বা সোনালী (কুকুরের গলে যেন অবজর ভূষণ— বাহ্‌রাম)। [অব্‌যর্ آب زر ফা.]

অবরে, সবরে, অবুরে, সবুরে—ক্রি.বিণ. কালেভদ্রে, সময়ে সময়ে, মধ্যে মধ্যে, কখনো কখনো (অবশ্য উৎপাত ঘটে অবরে সবরে—শওকত)। [অবর ابر (= بر) ফা.+সবর صبر আ.]

অমজবুত—বিণ. অদৃঢ়, অপোক্ত, দুর্বল (বনেদ হয়েছে অমজবুত—সত্যেন্দ্র)।[অ+মযবুত مضبوط আ.]

অম্বর—বি. একপ্রকার দাহ্য গন্ধদ্রব্য, ambergris ['অম্বর عنبر আ.]

অম্বরি, অম্বুরি, ওম্বুরি—১বি. অম্বর দ্বারা সুবাসিত (এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণধারা বেরচ্ছিল—প্রমথ)। ২বি. উগ্রতাহীন সুগন্ধী মিঠা তামাক (অম্বুরি অথবা ভেলসায় মানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল—টেকচাঁদ)। ['অম্বরী عنبری আ.]।

অয়ি, অয়ে (বিরল)—অব্য. ভক্তি প্রেম বা স্নেহসূচক সম্বোধন বিশেষ (অয়ি ভুবনমোহিনী! .... জননী—রবীন্দ্র) [আয় اے ফা.]

অরাজি, অরাজী—বিণ. রাযী নয় এমন, গররাজী (তিনি স্বরাজী না অরাজী—পরশু)। [অ+রাজী راضی আ.]

অর্সা, অর্শা, / অর্সানো, অর্শান/ অর্শানো— ক্রি. বর্তান, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বা অধিকারে আসা (অলিখিত অবস্থায় পিতা থেকে পুত্রে অর্শাতে চললো— অবনীন্দ্র; কাছারের সিংহাসন

আমাকে অর্শে—দীনবন্ধু)। [ওয়ার্‌স ورث আ. + আন]।

অলি, অলী, ওলি—১বি. অভিভাবক, অছি। ২বি. দরবেশ (কত অলি দরবেশ, এমন কি কত নবী-রসুলের পবিত্র জীবনী—আকরম)। ৩বি. রক্ষক [ওয়ালী ولی আ.]। **অলি-অসি, অলি-অছি, ওলি-ওছি**—বি. নাবালকের অভিভাবক বা সম্পত্তির রক্ষক (যদি নাবালক পুত্রে অলি-অছি পদ বহাল থাকে তবে ত মঙ্গল, না থাকিলে ভরাডুবি, একেবারে বিসর্জন—মশার্‌রফ)। [ওয়ালী-ওয়াসীولی وصی আ.]

অলিমা, ওয়ালিমা, ওলিমা, ওলীমা—১বি. মুসলমানদের বৈবাহিক ভোজ, বিবাহ উৎসবে প্রদত্ত ভোজ। ২বি. বিবাহোপলক্ষে বরপক্ষের আয়োজিত ভোজের অনুষ্ঠান (হজরতের গৃহেও অলিমার খানা প্রস্তুত হইতে লাগিল—আকরম)। [ওয়ালীমাহ্‌ ولیمه' আ.]

অলুফা, আলুফা—১বি বিনামূল্যে প্রাপ্তখাদ্য। ২বিণ. সহজলভ্য। [আলুফাঃ الوفه আ.]

অলুফাদার, আলুফাদার—বি., বিণ. লোভনীয় পদের অধিকারী। [—আ.+দার دار ফা.]

অশুমার—বিণ. অসংখ্য. অফুরান, অঢেল, বেশুমার [অ+শুমার شمار ফা.]

অসওয়াসা, ওয়াসওয়াসা—বি. কুমন্ত্রণা (খান্নাসের অসওয়াসা চিরদিন চেয়েছে যেমন—ফররুখ; বেশক দুনিয়ার ধনদওলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা—মনসুর)। [ওয়াস্‌ওয়াসঃ وسوسه আ.]

অসিয়ত, অছিয়ত, অছিঅত, ওসিয়ত, ওছিয়ত—১বি. অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ। ২বি. উইল (বহু দরকারী বিষয়ে অসিয়ত করিলেন—বাহার)। [ওয়াসীয়ৎ وصية আ.]। **অসিয়ত নামা, অছিয়ত নামা, ওসিয়ত নামা**—বি. অছি নিয়োগপত্র, অন্তিম নির্দেশপত্র, লিখিত উইল। [وصية+নামহ্‌ نامه ফা.]। **অসিয়তি, অছিয়তি, অছিঅতি, ওসিয়তি**—বি. সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবকত্ব (সে অছিঅতি হইতেও খারিজের দরখাস্ত করিবে—মশার্‌রফ)। [ওসীয়তী وصيتى আ.]

অসিলা, অসীলা, অছিলা, অছীলা, উছিলা, ওছিলা—১বি. উপলক্ষ, মাধ্যম। ২বি. ওজর, অজুহাত, বাহানা (তোরা হাজার ছল-ছুতো অসিলা করে বললেও—নজরুল; আসগরের অছিলা নিয়েই এসেছিল দুপুরে—শা. হক)। [ওয়াসীলঃ وصيله আ.]

অসী—দ্র. অছি।

অস্তর, আস্তর—১বি. পলস্তারা, চুন-সুরকি-বালি ইত্যাদির প্রলেপ। ২বি. জামা টুপী ইত্যাদির লাইনিং বা ভিতর দিকের কাপড়। [আস্তর استر ফা.]

অহি—দ্র. **ওহি**।

অহী—দ্র. ওহি।

[আ]

আইন, আঈন—১বি. নিয়ম, বিধান, কানুন। ২বি. সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিধি, রাজবিধি, সরকারি বিধান। ৩বি. ওকালতি বিদ্যা (আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কি বোঝ—রবীন্দ্র)। [আ'ঈন آئین ফা.]। **আইন-উজির**—বি. আইন দফ্‌তরের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। [—وزیر ফা.]। **আইন-কানুন**—বি. বিধিব্যবস্থা (বন সংক্রান্ত ভীষণ আইন-কানুন শিকারীর হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছে— শেখ হাবিব)। [ক্বানূন قانون আ.]। **আইন পেশা**—বি. ওকালতি, মোক্তারি প্রভৃতি পেশা(আইন পেশার পেশকারিতে মানটা গেল ঘেটে—হেম)। [—পেশাহ্ پیشه ফা.]। **আইনবাজ**—বি. আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, আইনজ্ঞ (যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন—মনোজ)। [—বায় باز ফা.]। **আইনমাফিক, আইন মোতাবেক**—১বিণ. আইন অনুযায়ী, আইনানুগ। ২ক্রি. বিণ.— আইনমতে, আইন অনুসারে (আইন মোতাবেক চললে মোকর্দ্দমা একরূপ দাঁড়ায়— দীনবন্ধু)। [মুওয়াফিক্ব موافق আ.; মুতাবিক্ব مطابق আ.]

আইন্‌কা— দ্র. আন্‌কা।

আইন্দা—দ্র. আয়েন্দা।

আইয়াম, আয়াম—১বি. দিনগুলি। ২বি. সময়, ঋতু। ৩বি. উপযুক্ত সময়। [আয়্যাম ایام আ.]। **আইয়ামবেজ, আইয়ামবীজ**—বি. শুক্লপক্ষীয় দিবস।

আউওল—দ্র. **আউয়াল**।

আউয়াল, আওয়াল, **আউওল, আওল** (বিরল)—১বিণ. প্রথম, আদি (সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি—বিভূতি)। ২বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (আউয়াল জমি)। ৩ক্রি.বিণ. প্রথম, প্রারম্ভ (আওয়ালে আল্লার নূর—মনসুর) [অও্ওয়াল اول আ.]। **আউয়াল ওক্ত, আওয়াল ওক্ত**—বি. প্রথম সময় (আওয়াল ওক্তে ফজরের নামাজ—মনসুর)। [—আ. + ওয়াক্বত وقت আ.]

আউরত—দ্রঃ **আওরত**।

আউল—বি. সহজপন্থী সাধক সম্প্রদায়ের লোক। [আওলিয়া اولیاء আ.]।

আউলিয়া, আওলিয়া/আউল্যা (বিরল)—বি. সিদ্ধ তাপস বা দরবেশ (কে যে ছিলে তুমি জানি নাক কেহ দেবতা কি আওলিয়া—নজরুল; শত শত আউল্যা বন্দো মস্তকের পাগে—ক্ষেমা)। [আওলিয়া اولیاء আ.]

আএন্দা—দ্র. আয়েন্দা।

আএব—দ্র. **আয়েব**।

আএমা, আয়মা, আয়েমা, আয়ামা—বি. মুসলমান বাদশাহ্‌গণ কর্তৃক ধর্মপ্রচার বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ মৌলবীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর বা নামমাত্র করবিশিষ্ট ভূ-সম্পত্তি, জায়গীর (চাকরাণী আয়মা ... সে আছে। -প্রা-পত্র)। [আইমাহ্ ائمه আ. এক. امام ইমাম]। **আএমাদার, আয়মাদার**—বি. ধর্মপ্রচার, শিক্ষকতা ও দাতব্য কার্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর অথবা নামমাত্র করবিশিষ্ট জমি যে ভোগ করে; আএমাদারি জমি যে ভোগ করে। **আএমাদারি**—বি. আএমা জমির ভোগদখল। [—+দার دار ফা.+ই.]

আওকাত—বি. অবস্থা, দশা, হাল (নিজের আওকাতের কি সে আন্দায পাইছিল না—মনসুর)। [আওক্বাত اوقات আ.; এক. وقت]।

আওতা—বি. পরিধি, পাল্লা, বেষ্টনী। [এহাত: احاطه আ.]

আওয়াজ, আবাজ (বিরল)—১বি. শব্দ, ধ্বনি (আওয়াজ তুলি' প্রলয় ডাকে নিদ্রা গভীর ভাঙবো তোমার)। **২বি. কণ্ঠস্বর**

(আওয়াজটা ছোট করিয়া বলিলেন—বঙ্কিম)। [আওয়াজ آواز ফা.]।

আওয়াজি—বি. দেওয়ালের উপরের দিকের ছোট জানালা। [আওয়ায آواز ফা.]।

আওয়াম—দ্র. **আম**।

আওয়ারা—বি. ভবঘুরে [আওয়ারাহ্ آواره ফা.]। **আওয়া-আওয়ারী**—ক্রি-বিণ. ঠিকানাহীন অবস্থায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনুসন্ধান (শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, যায় যত বিঙ্গাচিঙ্গা, সাথেসাথে আওয়াআওয়ারী—কঙ্কণ)।

আওয়াল১, আওয়াল ওক্ত—দ্র. **আউয়াল**।

আওয়াল২—দ্র. **আহ্ওয়াল**।

আওর—১অব্য. এবং, আর, ও (দধি আওর ঘোল—বড়ু চণ্ডী)। ২অব্য. অতঃপর (আওর কী কহব সিনেহ তোর—বিদ্যাপতি)। [সং অপর > অবর > আওঅর > আওর: اور হি.]

আওরং—বি. সিংহাসন। [আওরং اورنگ ফা.]

আওরত, আউরত, অওরত—১বি. মহিলা, স্ত্রীলোক, নারী (আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন রব পেশ—নজরুল)। ২বি. পত্নী, স্ত্রী। [আওরৎ عورت আ.]

আওল—দ্র. **আউয়াল**।

আওলাত, আওলাৎ—১বি. স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। ২বি. ফলবান বৃক্ষাদি (সুবর্ণ রেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী—কালী সিং)। [হওয়ালাঃ حواله আ.]

আওলাদ, আউলাদ—বি. সন্তান-সন্ততি (কারবালাজয়ী হোসেনের আওলাদ—তালিম)। [আউলাদ اولاد আ.]।

আওলিয়া—দ্র. **আউলিয়া**।

আওসত, আওসৎ, অওসৎ, ওসৎ—বি. মধ্যবর্তী স্বত্ব, বড় জমিদারির অধীন খাজনা করা ভূসম্পত্তি (আওসৎ তালুক)। [আউসৎ اوسط আ.]।

আওহাল—দ্র. **আহ্ওয়াল**।

আংগস্তরি, আংগস্তরী, আঙ্গস্তরী—বি. আংটি, অঙ্গুরীয় (মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার, কোন্ কুহকিনী আঙ্গস্তরী স্মৃতি ঢেকেছে আমার মুক্ত নীল কিনার—ফররুখ)। [আঙ্গশ্তরী انگشتری ফা.]

আংগুর, আঙুর, আঙ্গুর—বি. সুমিষ্ট রসাল ফল বিশেষ [আঙ্গুর انگور ফা.]।

আঃ—'আলাইহিস্ সালাম'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হোক—রসূল এবং নবীদের নামের পরে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। [عليه السلام আ.]।

আঁসু—বি. অশ্রু, আঁখিজল, চোখের পানি (শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর—নজরুল)। [আঁসু آنسو হি.]।

আকচার, আকছার—দ্র. **আকসার**।

আকন—দ্র. **আখন্দ**।

আকনি—দ্র. **আখ্নি**।

আকবত, আকেবত্, আকিবত—১বি. পরিণাম (আপনা ঈমান গুণে, দুঃখ পায় জনে জনে, আকবতে হবে পেরেশান—হামজা)। ২বি. ভবিষ্যত (আকবতে মুমিনদিগের হবেই হবে দিগ্বিজয়—হামজা)। ৩বি. পরকাল, আখেরাত (তাতে আর কারুর আকবতের কাজ হবেনা—ইমদাদ]। [আক্বিবৎ عاقبت আ]।

আকবর—১ বিণ. মহান, মহত্তম। ২বিণ. বৃহৎ, বৃহত্তম [আকবর اکبر আ.]।

আকবরনামা—বি. আবুল ফজল কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের ইতিহাস-গ্রন্থ [আকবর اکبر আ. + নামহ্ نامه ফা.]

আকবরী, আকব্বরী, একাব্বরী—বিণ, মোগল সম্রাট্ আকবরের নামাঙ্কিত বা আমলের (আকব্বরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে—টেকচাঁদ)। [আকবর اکبر আ.+ঈ]। **আকবরী পোলাও**—বি. বিশেষভাবে প্রস্তুত পোলাও (আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম, আজ তা পেটে গেল—নজিবর)। [—পোলাও پلاؤ তু.]

আকরোট—দ্র. **আখরোট**।

আকল, অকল—১বি. বুদ্ধি, জ্ঞান। ['আক্বল্ عقل আ.]। **আকলমন্দ, অকলমন্দ**—বিণ. বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ। **আকলমন্দি**—বি. বুদ্ধিমত্তা, চতুরতা, বিচক্ষণতা। [আক্বল্ عقل আ.+ মন্দি مندی ফা.]।

আকসার, আকছার, আকচার, অকসর (বিরল)—ক্রি. বিণ. সর্বদা, সচরাচর, প্রায়ই (বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর আকছারই দু'একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন—মুজতবা; এখন তো আকচার হচ্ছে—মনোজ)। [আক্সর্ اکثر আ.]।

আকসির, আকসীর— ১বি. মহৌষধ, সুধা (তার শ্রান্তির আকসির জানো তুমি—ফররুখ)। ২বি. পরশমণি (এই তৌহিদের কল্যাণে মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত— মোস্তফা)। [অক্সীর اکسیر আ.]।

আকা—১বি. প্রভু, মালিক। ২বি. খোদা [আক্বা آقا ফা.]।

আকামত—১বি. প্রতিষ্ঠা, উদ্বোধন (বিপুল সমারোহের সহিত নূতন মসজিদের 'আকামত' পর্ব শেষ হইল—ইমদাদ)। ২বি. নামাজ শুরুর জন্য দাঁড়াইয়া আজানের অনুরূপ শব্দাবলি উচ্চারণ। [ইক্বামত اقامت আ.]।

আকামৎ—দ্র. **একামত**।

আকায়িদ—দ্র. **আকায়েদ**।

আকায়েদ, আকায়িদ—বি. ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাসের ধারাসমূহ, articles of faith (আকায়েদে হবে তারা নবীর বরাবর—মোস্তফা। [আক্বাইদ عقائد আ.; এক, 'আকীদা]।

আকারিব—বি. নিকট-আত্মীয়বর্গ। [আক্বারিব اقارب আ.; এক.—আক্বরব]।

আকিক, আকীক, অকীক—বি. মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, agate(আকিক জ্যোতিঃ মন্ত অতি— আলাওল; কালো আকীকের মতো নিকষ দরিয়ার বুক — ফররুখ)। [আক্বীক্ব عقیق আ.]

আকিকা—দ্র. **আকীকা**।

আকিদা, আকীদা, একিদা—১বি. ধর্ম-বিশ্বাস (ইংরেজী শিখিয়া লোকের আকীদা' খারাব হইয়া যাইতেছে—ইমদাদ)। ২বি. নিষ্ঠা, একাগ্রতা (কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে—টেকচাঁদ)। ['আক্বীদাঃ عقیده আ.]।

আকিবত—দ্র. **আকবত্**।

আকীক—দ্র. **আকিক**।

আকীকা, আকিকা—বি. নবজাত শিশুর নামকরণ, কেশকর্তন এবং সেই উপলক্ষে ছাগল জবেহ্ করে উৎসব অনুষ্ঠান (আসিল 'আকিকা' উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত—নজরুল)। ['আক্বীক্বাঃ عقيقه আ.]

আকীদা—দ্র. **আকিদা**।

আকেবত—দ্র. **আকবত**।

আকোন—দ্র. **আখন্দ**।

আক্‌তা—দ্র. **আখ্‌তা**।

আক্‌দ, আক্ত—১বি. বিবাহ, বিবাহবন্ধন। ২বি. গ্রন্থি, চুক্তি। [আক্বদ عقد আ.] **আক্‌দখানি**—বি. কলেমা পড়াইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে বিবাহবন্ধনের অনুষ্ঠান। [—+খ্বানী خوانى ফা.] আক্‌দ-রসুমাত—বি. বিবাহবন্ধন ও বিবাহের পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান (আক্‌দরসুমাতের দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষ বর্ধন করুন—মুজতবা)। [আক্বদ عقد আ. রসূমাত رسومات আ.]

আকরোট— দ্র. **আখরোট**।

আক্‌সা, আক্‌সী—বি. ফটোর সাহায্যে ব্লক করিয়া মুদ্রিত (একটা আক্‌সা কোরআন দেওয়া হয়েছে—ইমদাদ)। [আকসী عكسى আ.]

আক্কেল—১বি. বুদ্ধি, বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান। ২বি. জ্ঞান। ৩বি. শিক্ষা, শাস্তি (কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি—টেকচাঁদ)। [আক্বল্ عقل আ.]।

আক্ত—দ্র. **আক্‌দ**।

আক্তা—দ্র. **আখ্‌তা**।

আখ্‌ছা-আখছি, আখ্‌জা-আখ্‌জি—বি. পরস্পর বৈরভাব, রাগারাগি (কাজের নেশাতে এততেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা-আখছি—প্রেমেন্দ্র)। [اخذ আ.]।

আখজ, আখেজ, আখুজী (বিরল), **আখুচী**—১বি, আক্রোশ, শত্রুতা, হিংসা (কোন্‌না আখেজে হায়রে জাত্তি মারিল—পূ.গী.; আখুজী করিল বেনে তাহার কারণে—কঙ্কণ)। ২বি. ইচ্ছা, আগ্রহ (আখেজ মিটাইয়া খাও)। [আখ্য্ اخذ আ.]।

আখ্‌তা, আক্‌তা, আক্তা—১বিণ. খাসী, খোজা, পুরুষত্বহীন (বিটী আখ্‌তা ভাতারের মাগ— দীনবন্ধু)। ২বি. মুষ্কহীন অশ্ব। [আখ্‌তহ্ اخته ফা.]

আখতার—বি. তারা।[আখতার اختر ফা.]

আখন—দ্র. **আখন্দ**।

আখ্‌নি, আকনি—বি. পোলাও পাক করিবার জন্য মসলা-সিদ্ধ পানি। [য়খ্‌নী يخنى ফা.]।

আখন্দ, আখন, আকন, আকোন (বিরল)—১বি. উপাধি বিশেষ। ২বি. শিক্ষক (এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্সি পড়িতে হয়—টেকচাঁদ)। [আখুন্দ اخوند ফা.]।

আখবার—বি. খবরের কাগজ, news-paper। [আখবার اخبار আ.; এক. خبر]।

আখরোট, আকরোট—বি. পার্বত্য অঞ্চলের ফলবিশেষ, walnut। [আখরোট اخروٹ হি.]।

আখলাক—১বি. আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার (আদব, কায়দা, লেহাজ, তমিজ, তাহ্‌জিব, আখলাক সমস্তই শিখে—শিরাজী)। ২বি. চরিত্র, স্বভাব। [আখলাক্ব اخلاق আ.]।

আখির, আখিরি—দ্র. **আখের**।

আখিরাত—দ্র. **আখেরাত**।

আখুচী, আখুজী—দ্র. **আখজ**।

আখুঞ্জি—বি. উপাধিবিশেষ। [আখুন্দ اخوند +জাদা: زاده ফা.]।

আখের, আখির—বিণ. শেষ (আখের মোকাম ফেরদৌস খোদার আরশ যথায় রয়—নজরুল; আমার প্রায় আখির হইয়া আইল—রামরাম)। [আখির آخر আ.]। **আখেরি, আখেরী, আখিরি**—বিণ. শেষ, অন্তিম (উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু—নজরুল)। **আখেরি চাহার শম্বা**— বি. সফর চাঁদের শেষ বুধবার। **আখেরি জমানা, আখেরি জামানা**—১বি. অন্তিমকাল। ২বি. পৃথিবীর শেষ যুগ (আখেরী জামানার আলামত—ছদর)।

আখেরাত, আখিরাত—বি. পরকাল, পরজীবন। [আখিরাৎ آخرت আ.]

আখেরি, আখেরী—দ্র. **আখের**।

আগ—বি. আগুন, অগ্নি, অনল (পশ্চিমে নীল লোহিতের খুনজোশীতেরে লাগে আগ—নজরুল)। [আগ آگ ফা.]।

আগড়-বাগড়—১বি. নানাবিধ বাজে জিনিস, অখাদ্য। ২বি. আবোল তাবোল বা অসংলগ্ন কথা। [অগড়-বগড় اگڑ بگڑ হি.]।

আগড়ম-বাগড়ম—বি. অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা। [অগড়ম-বগড়ম اگڑم بگڑم হি.]।

আগর১—বি. অগুরু, গন্ধকাষ্ঠ বি. (নানা পুষ্পমালা আর আগর চন্দন—দৌলত)। [আগর اگر ফা.]।

আগর২—অব্য. যদি। [আগর اگر ফা.]।

আগরওয়ালা—বি. দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। [আগরওয়ালা اگروالا হি.]।

আগা—বি. প্রভু, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আগা সাদেক রোড, আগা মসীহ্ লেন)। [আগা آغا তু.]।

আগাজ—বি. আরম্ভ, শুরু। [আগায্ آغاز ফা.]।

আচকান—বি. লম্বা জামা বিশেষ, শেরোয়ানী (ভুঁড়ির পরে জগত-জোড়া আচকানেরে লয় সে টানি'—জসীম)। [আচকান اچکن হি.]।

আচানক—১বি. অপরিচিত, আজগবি (আচানক পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী—মৈ. গী.)। ২ক্রি. বিণ. অকস্মাৎ, হঠাৎ (আচানক সাধুর ডিঙ্গা কোথা হইতে আইল—পূ.গী.)। [আচানক اچانک হি.]।

আচার—বি. তৈল-মসলা যোগে আম-লেবু-কুল-জলপাই প্রভৃতি ফলে প্রস্তুত মুখ-রোচক চাটনি। [আচার, اچار ফা.]।

আচ্ছা—১অব্য. হ্যাঁ, সম্মতি বা স্বীকার-সূচক। ২অব্য. বেশ, খাসা, চমৎকার (আচ্ছা সাজিয়াছে)। ৩অব্য. খুব, ভাল (আচ্ছা করে পড়)। [আচ্ছা اچھا হি.]।

আছওয়ার—দ্র. **আসোয়ার**।

আছমান—দ্র. **আসমান**।

আছর—দ্র. **আসর১** ও **আসর২**।

আছান—দ্র. **আসান**।

আছালতন—দ্র. **আসালতন**।

আছুদা, আসুদা—বিণ. তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট (আছুদা হইয়া সবে খাও নিয়ামত—হামজা)। [আসূদহ آسوده ফা.]। **আছুদগী**—বি. পরিতৃপ্তি, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি।

আজকার, আযকার—বি. আল্লাহের নাম স্মরণ (তিনি বেশির ভাগ সময় জেকের-আজকারেই কাটান)। [আয্কার اذکار আ.; এক. ব. যিক্র ذکر]।

আজখোদ, আযখোদ—১অব্য. নিজে, স্বয়ং। ২অব্য. নিজ হইতে, বিনা পরোয়ানায় (আজখোদ হাজির)। [আয্খোদ ازخود ফা.]।

আজগবি, আজগবী—দ্র. **আজগুবি**।

আজগুবি, আজগুবী, আজগবি, আজগবী—১বিণ. অদ্ভুত, অপূর্ব (কালরাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজগবি—মোহিত)। ২বিণ. অবিশ্বাস্য। ৩বিণ. বানানো, ভিত্তিহীন (ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ আবেগ ও অনুভূতি অনেক সময়ে আজগুবী বিকৃত ও মৌলিক ধর্মাদর্শ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেছে—আনিস)। ৪বিণ. অদৃশ্য, আকাশ হতে প্রাপ্ত, আকাশ ফোঁড়া। [আয از ফা.+ গয়বী غیبی আ.]।

আজদা—দ্র. **আজদাহা**।

আজদাহা, আযদাহা, আজদা (বিরল)—১বি. অজগর, বড় সাপ বি. (রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা—ফররুখ)। ২বিণ. বিরাট, ভীষণ (আজিম আজদাহা সাপ পৌঁছিল আসিয়া—হামজা)। [আয্দহা اژدها ফা.]।

আজনবী—বি., বিণ. বিদেশী, অপরিচিত, আগন্তুক। [আজনবী اجنبی আ.]।

আজব, আজায়েব—১বিণ. অদ্ভুত, আশ্চর্য, অসাধারণ (গজব করিলে তুমি আজব কথায়—ভারত)। ২বিণ. অলৌকিক। [আজব عجب আ.; বহু. 'আজাইব عجائب আ.]। আজবঘর, **আজবখানা, আজায়েবখানা**—বি. যাদুঘর, প্রত্ন শালা, museum।

আজবক—দ্র. **উজবুক**।

আজবতর—বিণ. বিস্ময়কর (বিধাতার এক এক আজবতর সৃষ্টি—মোজাম্মেল)। ['আজব عجب আ.+তর تر ফা.]।

আজম$_1$—বি. আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশ বা তাহার অধিকারী (আরব ও আজম)। ['আজম্ عجم আ.]।

আজম$_2$**, আযম**—বিণ. সর্বপেক্ষা বৃহৎ, সবচেয়ে মহান। [আ'যম اعظم আ.]।

আজমত—দ্র. **আযমত**।

আজমায়েশ—দ্র. **আযমাইশ**।

আজমুদা—বিণ. পরীক্ষিত। [আয্মুদাহ ازموده ফা.]।

আজরাইল, আযরাঈল—বি. প্রাণহরণকারী ফিরিশ্তা, মালেক-উল-মৌত, যমদূত [আযরাঈল عزرائیل আ.]

আজল—দ্র. **আযল**।

আজাজীল, আযাযীল—বি. শয়তান, ইবলিস ['আযাযীল عزازیل আ.]।

আজাদ, আযাদ—১বিণ. স্বাধীন, মুক্ত। ২বিণ. মুক্ত, নিষ্কৃতি প্রাপ্ত (পেরেশানি হৈতে, দেল হইতে আজাদ—হামজা)। [আযাদ آزاد ফা]।

আজাদ-দিল—বি. মুক্ত হৃদয়, স্বাধীন চিত্ত। [—দিল دل ফা.]।

আজাদী, আযাদী—বি. মুক্তি, স্বাধীনতা। [আযাদী آزادی ফা.]

আজান, আযান—বি. নামাজ পড়িতে আসার জন্য আহ্বান (আজানের প্রতিশব্দ পীযূষ বর্ষণ করিতো সেখানে—কায়কোবাদ)। [আযান اذان আ.]

আজাব, আযাব—বি. শাস্তি, সাজা(দোজখের আজাব হতে রেহাই কি চাও?—জসীম)। [আযাব عذاب আ.]।

আজায়েব, আজায়েবখানা —দ্র. **আজব**।

আজার, আযার—বি. দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা (ইউছুফ পুছিল তুঝে কী আছে আজার — গরীব)। [আযার آزار ফা.]।

আজারী, আযারী—বিণ. ব্যথিত, রুগ্ন [আযারী آزاری ফা.]

আজিজি, আজেজী, আজিযী, আযিযি—বি. অনুনয়, বিনয়, বিনম্র প্রার্থনা (আজিজি করিনু তব না রাখিলা বাত—হামজা)। ['আজিযা عاجیز আ.+ ই,ঈ]।

আজিম, আযীম—১বিণ. বিরাট, অত্যন্ত বড় (আজিম দরক্ত এক দেখিবারে পায়—হামজা)। ২বিণ. শ্রেষ্ঠ। ['আযীম عظیم আ.]। **আজিমুশ্‌শান**—বিণ. মস্ত-বড়, সুবিশাল, জাঁক-জমকপূর্ণ, গৌরব মণ্ডিত। [আযীমুশ্‌শান الشان عظیم আ.]।

আজিয—দ্র. **আজেজ**।

আজিযী—দ্র. **আজিজি**।

আজীজ, আযীয—১বিণ. শক্তিশালী। ২বিণ. প্রিয়। ৩বিণ. সম্মানিত। ['আযীয عزیز আ.]

আজীজ মেসের—বি. মিসরের মন্ত্রী বা শাসনকর্তা। [আযীয মিস্‌র عزیزمصر আ.]।

আজুড়ে, আজাড়ে—বিণ. অত্যধিক, বেহুদা (তোমার যত আজুড়ে ভয়—রাজিয়া খান)। [আযার آزار ফা.]।

আজুরা, অজুরা (বিরল)—বি. মজুরি, পারিশ্রমিক, বেতন (আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে— আলাওল)। [আজ্‌র اجر আ.]।

আজেজ, আজিয—১বিণ. কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবুদ্ধি (আজেজ হইল মর্দ হয়-বতে পড়িয়া—হামজা)। ২বিণ. সহায়হীন, অসমর্থ, অক্ষম। ['আজিয عاجز আ.]।

আজেজী—দ্র. **আজিজি**।

আজ্জান, আজ্জানো, আর্‌যান, আর্‌যানো—১ক্রি. চাষাবাদ করা। ২বি. চাষাবাদ, বপন বা রোপণ। ৩বিণ. বপনকৃত, রোপিত (নিজের আজ্জানো ধান)। [আর্‌য্ ارض (ভূমি) আ.+ আন (=ভূমিতে চারা রোপণ)]।

আঞ্জা—বি. এক সন্তানের জন্ম হইতে পরবর্তী সন্তানের জন্ম পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় (সকল স্ত্রীলোকের আঞ্জা হয়না)। [অন্‌জনা انجنا হি.]।

আঞ্জাম, আন্‌জাম, আমজাম (অ-প্র.)—১বি. আয়োজন, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত (চলে আঞ্জাম, দোলে তাঞ্জাম—নজরুল)। ২বি. সমাপ্তি, নির্বাহ, পালন (কার্যের আঞ্জাম করাইতে—রামরাম)। ৩বি. সামগ্রী, দ্রব্য সম্ভার, উপকরণ (তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এযে কিছুই রাখোনি বাকী—নজরুল) [আন্‌জাম انجام ফা.]।

আঞ্জির, আঞ্জীর—বি. ডুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফলের গাছ ও উহার ফল (শুনেছি সুদূর আঞ্জির শাখে মাতানো

দোলার গান— ফররুখ)। [আনজীর انجیر ফা.]।

আঞ্জুমন, আঞ্জুমান—বি. সমিতি, সভা, মজলিস (এখানকার আঞ্জুমানের তরফ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছি—ইমদাদ)। [আনজুমন انجمن ফা.]

আড়ং, আড়ঙ, আড়ঙ্গ, আরঙ্গ (বিরল)—১বি. হাট, গঞ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান। ২বি. মেলা (আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই—জসীম; ভাদ্দর মাসের আড়ঙ্গটি বড় ধুমে হইয়া যাবে—টেকচাঁদ)। ৩বি. কারখানা, গোলাঘর। [ফা. আওরঙ্গ اورنگ >আড়ং]।

আড়গড়া, আড়গাড়া—১বি. কাঠগড়া বেষ্টিত স্থান, বেষ্টন (কাস্‌টম্‌সের আড়গড়া অনতিপরেই—মনোজ)। ২বি. আস্তাবল, ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা (আড়তে না আড়গড়ায় কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই—অচিন্ত্য; নয়া বাজারের আব্বাস কোচম্যানের আড়গড়াতেই তার গাড়ি—মনসুর)। [اڑگڑا হি.]।

আড়ঙ, আড়ঙ্গ—দ্র. আড়ং।

আড়ত, আড়ৎ—বি. ক্রয়-বিক্রয়ের বড় কেন্দ্র, কারবারের স্থান, গঞ্জ, গোলা, depot. [আড়ৎ اڑهت হি.]। **আড়তদার**— বি. যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রাখে এবং দালালী বা কমিশন লইয়া বিক্রয় করিয়া দেয় (রাত্রে এক শালের আড়তদার নিমন্ত্রণ করেছিলেন— মনোজ)। **আড়তদারি**— ১বি. আড়তদারের ব্যবসায় বা পেশা (হঠাৎ সে আড়তদারি ফেঁদে বসলো কিসে ? —মনোজ)। ২বি. আড়তদারের দস্তুরী বা কমিশন। [আড়ৎ +দারী داری ফা.]। **আড়তদারী**—বিণ. আড়তদারের পেশা বা দস্তুরি সংক্রান্ত।

আতর—বি. পুষ্পসার, ফুলের নির্যাস, সুগন্ধি (ফুলের আত্মা আতর হলো, অমর হলো ইঙ্গিতে—সত্যেন্দ্র)। ['ইতর্ عطر আ.]। **আতরওয়ালা**—বিণ. আতর বিক্রেতা, আতরব্যবসায়ী। **আতরদান, আতরদানি** — বি. আতর রাখিবার পাত্র (মুখ নয় যেন আতরদান—নজরুল; আন আতর দানি গুলবাগে—নজরুল)। ['ইতর عطر + দান دان ফা.]।

আতরাফ, আৎরাফ—১বি. নিম্ন সমাজ বা বংশের লোক। ২বি. আশপাশ, অঞ্চল। ৩বিণ. নিম্ন সমাজস্থ, নীচ বংশীয় (দিকে দিকে আশরাফ আতরাফ শিবির দিয়েছে দেখা—আ.হা.)। [আত্‌রাফ اطراف (এক.ব. طرف) আ.]।

আতশ, আতস—১বি. আগুন, অগ্নি (ময়দানের গরমি আতশ যেমন—হামজা)। ২বি. হাউই, তুবড়ি। ৩বি. উত্তাপ। [আতিশ آتش ফা.] **আতশ-পরস্ত**—বি. বিণ. অগ্নিপূজক (সেই হইতে তাহারা আতশপরস্ত নামে অভিহিত হইল—মোজাম্মেল)। [— پرست ফা.]। **আতশবাজি, আতশবাজী**— ১বি. তুবড়ি, হাউই, পটকা প্রভৃতি বাজি, fireworks (তাই দিয়ে বানালাম শুধু আতশবাজি—মনোজ; আপনি অনল হইলা আতশবাজী—ভারত)। **আতশী, আতসী**—বিণ. অগ্নিময়, আগ্নেয় (জিব্রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্—নজরুল)। **আতশী-কাঁচ**—বি. সূর্যের কিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নি উৎপাদনকারী কাঁচ বিশেষ।

আত্তার—বি. আতরওয়ালা, আতর বিক্রেতা। (আত্তারগণ প্রত্যেক লোকের জন্য উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর সাজাইয়া রাখিয়াছে —শিরাজী)। ['আত্তার عطار আ.]

আতা—বি. দান ['আতা عطاء আ.]।

আদ—বি. কোরানোক্ত দক্ষিণ আরবের জাতি বিশেষ (মাথা চাড়া দিয়ে কাঁটা বনে জাগে নতুন আদ-সমুদ—ফররুখ)। ['আদ عاد আ.]

আদত, আদৎ—বি. স্বভাব, অভ্যাস। ২বি. আচার, রীতি, ধরন। ['আদৎ عادت আ.]।

আদদ—১বি. সংখ্যা, গণনা, অঙ্ক। ২বি, বার, দফা। ['আদদ عدد আ.]

আদনা—১বিণ. নীচ। ২ বিণ. সামান্য, তুচ্ছ। [ادنى আ.]।

আদব১—১বি. শিষ্টাচার, ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা (পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে—আলাওল)। ২বি. সম্মান প্রদর্শন (কররে আদব হেথায় হাফিজ—নজরুল)। [আদব ادب আ.]। **আদব-কায়দা, আদব-তমিজ**—১বি. ভদ্র সমাজের রীতি পদ্ধতি। ২বি. ভদ্রব্যবহার, শিষ্টাচার (ছেলেটি বেশ ভালো তো! বেশ আদব-তমিজ—ওবায়েদ)। **আদব-কায়দা দোরস্ত**—১বিণ. আদবকায়দায় সুশিক্ষিত বা অভ্যস্ত। ২ বিণ. শিষ্টাচারসম্মত। **আদবে**—ক্রি-বিণ. বিনয়ের সহিত (দুই জানু চাপি মান্য আদবে বসিল—আলাওল)। **আদবের খেলাপ, আদবের বরখেলাফ**—১বি. শিষ্টাচার লঙ্ঘন। ২বিণ. শিষ্টাচার বহির্ভূত, ভদ্রতা বিগর্হিত।

আদব২—দ্র. আদাব।

আদবে—দ্র. আদব১।

আদম—১বি. প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম (আদিম মানুষ আদমে সৃজিয়া—নজরুল)। ২বি. মানুষ। [আদম ادم আ.]। **আদমখোর**—বিণ. নরখাদক (আদমখোর সাত আদি পাহাড়েতে থাকে—হামজা)। **আদমগাড়ি**—বি. মনুষ্যচালিত রিক্সা (এই রকমে আমার দিনগুলো এখন যাচ্ছে আদম গাড়ির (রিক্‌শ) মতন এক হয়ে—নজরুল)। **আদমশুমারী, আদমশুমার, আদমসুমারী**—বি. লোক গণনা, census (১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেখা যায়—মুর্তাজা)। [شمار، شماری ফা.]।

আদমসুরাত, আদমছুরাত, আদমসুরত, আদমছবি (বিরল)—বি. মানবাকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ, কালপুরুষ (মরু-শর্বরী পাড়ি দিয়ে যবে নেমে এল নীচে আদমসূরত—ফররুখ; জোহরা সেতারা আর আদম ছুরাত মেঘের বন্দর দিয়ে ঘোরে সারারাত—সিদ্দিকী; আমাদের আদমছবি যেন হাত পাও তুলি নাচিছে—মশাররফ)। [—صورت আ.]।

আদমি, আদমী—১বি. মানুষ, লোক (মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—টেকচাঁদ)। ২বি. পতি, স্বামী, (আমার আদমি একথা টের পাল্যি আমাগো দুই জনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে—মাইকেল)। [আদমী آدمی আ.]।

আদল—বি. ন্যায়বিচার (এমন আদলে খুব করেন বাদশাই—গরীব)। ['আদ্‌ল্ عدل আ.]।

আদা—দ্র. আদায়।

আদাই—দ্র. আদায়।

আদাওত, আদাওয়াৎ, আদাওতি—বি. শত্রুতা, বৈরভাব, দ্বেষাদ্বেষী (বস্তি ওয়ালা

লোক সাথে আদাওতি রাখ—হামজা)। ['আদাওয়াৎ عداوت আ.]।

আদাব, আদব—বি. সালাম, অভিবাদন। [আদাব اداب আ.]। **আদাব তসলিমাত** —বি. সালাম ও অভিবাদনাদি (নিচু হয়ে আদাব তস্‌লিমাত জানালুম—মুজতবা)। **আদাব বাজান, আদব বাজান**—ক্রি. কুর্নিশ করা, সেলাম বাজান (রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন—রামরাম)।

আদায়, আদাই, আদা (বিরল)—১বি. উসুল, গ্রহণ (খাজনা আদায় করা)। ২বি. লাভ, সংগ্রহ (আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি—রবীন্দ্র)। ৩বি. পরিশোধ (দেনা আদায় করা)। ৪বি. সম্পাদন, সাধন (নামাজ আদায় করা)। [আদা ادا আ.] **আদায় উসুল করা**—ক্রি. আদায় করিয়া জমাখরচের হিসাব লেখা।

আদালত—বি. বিচারালয়, কাছারি, কোর্ট (দেওয়ানী আদালত)। ['আদালত عدالت আ.]। **আদালত করা**—ক্রি. মোকদ্দমা দায়ের করা। **আদালতী**— ১বিণ. আদালত সম্বন্ধীয়। ২বিণ. ঢিমে তেতালা, দীর্ঘসূত্রী, বেশী ভোগায় এমন (আদালতী কাজ)। ['আদালতী عدالتی আ.]।

আদ্দাশ, আদ্দাস— দ্র. **আর্দাশ**।

আদ্রক—বি. আদা [আদ্‌রক ادرك হি.]।

আন—অব্য. সকল, গণ, আদি, সমূহ প্রভৃতি ফার্সী ভাষার বহুবচনবাচক (শরীক+ আন= শরীকান; মালিক+আন= মালিকান; বেরাদর برادر + আন= বেরাদরান ফা.]।

আনচান—১বিণ. অস্থির, আকুল, উচাটন (দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ, তবু জান আনচান—নজরুল)। ২ক্রি-বিণ. আকুলি বিকুলি, চঞ্চল, উতলা (মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—রবীন্দ্র)। ৩বি. প্রলাপ, বাজে কথা (বোল এ বচন আনচানে—বড়ু চণ্ডী)। [বা: আন (>অন্য) +ফা. چین চয়েন > চন = আনচান]।

আনজাম— দ্র. **আঞ্জাম**।

আনসার—১বি. হিজরতের পর মুসলমানদের সাহায্যকারী মদীনাবাসীগণ। ২বি. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিশেষ। [আনসার انصار আ.]।

আনাজ—বি. সব্‌জি, কাঁচা তরকারি। [আনাজ اناج হি.]।

আনাম—বিণ. আনা, গোটা, আরবি আমান শব্দের বিকৃত রূপ (একটা আনাম রসগোল্লা গিলতে গিয়ে গলায় ঠেকে— ইব্রাহীম)। [আমান امان আ.]

আনার—বি. ডালিম, বেদানা। [আনার انار ফা.]।

আনালহক, আনল হক—আমি সত্য, আমি পরম সত্তা, মনসূর হাল্লাজ 'আনালহক' বলায় প্রাণদণ্ড লাভ করেন (তিনি আনালহক বলিতেন—গিরিশ)। [আ. انالحق]।

আনিস, আনীস—বি বন্ধুবান্ধব, সহচর (আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্ছে—টেকচাঁদ)। আনীস انیس আ.]।

আনীস—দ্র. **আনিস**।

আন্‌কা/আনকো, আন্‌খা, আইন্‌কা—১বিণ. অজ্ঞাত, অপরিচিত (আনকা মানুষদের ছেলেটা যেতে চায়না; আন্‌কা কথা)। ২বিণ. অস্পষ্ট (আন্‌কো আলোয় যায়

দ্যাখা ওই পদ্ম কলির হাই তোলা— সত্যেন্দ্র)। ৩বিণ. অভিনব, অদ্ভুত (সঙ্গী বাবুরা দুই একটা আনখা শব্দ লইয়া রঙ্গ করত— টেকচাঁদ)। ['আনকা' عنقاء আ. انوکھا হি.]।

আন্দর— দ্র. **অন্দর**।

আন্দাজ—১বি. অনুমান,ধারণা (আন্দাজ হয় মৌত নজদিক—টেকচাঁদ; পরীক্ষার্থী আন্দাজের মার মারিলে সুদক্ষ পরীক্ষক সহজেই তাহা ধরিতে পারেন—হাকিম)। ৩বিণ. অনুরূপ, অনুযায়ী, আনুপাতিক, পরিমিত (এক সের ময়দা, সেই আন্দাজ ঘি ও চিনি)। [আন্দায انداز ফা.]। **আন্দাজী**—১বিণ. ভিত্তিহীন, ভুয়া (আন্দাজী খবর)। ২ক্রি-বিণ. অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া (অন্ধকারে আন্দাজী কলম ছুটেছে—মনোজ[اندازی ফা.]।

আন্দেশা, আনদেশ—১বিণ. আশঙ্কা, ভাবনা, সন্দেহ (নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে জাগে আন্দেশা—নজরুল)। ২বি. চিন্তা, কল্পনা (আনদেশে ছুরত তার কহিতে না পারি—পূ-গী)। [আন্‌দীশাহ্ اندیشہ ফা.]।

আপকাওয়াস্তে, আপকেওয়াস্তে—১অব্য. আপনার জন্য। ২অব্য. নিজের জন্য। ৩বিণ. চাটুকার, খোশামুদে। [আপকে ওয়াস্তে آپکے واسطے হি]।

আপস, আপোস, আপোষ—১বি. মিট-মাট, রফা (মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে— রবীন্দ্র : আপোষের মনোভাব নিয়ে বলেন— আবু রুশ্‌দ) ২বি. পরস্পরের মত বিনিময়, উভয় পক্ষের মত বিনিময়, উভয় পক্ষের সম্মতি। **আপসে**—১ক্রি-বিণ. নিজেদের ভিতর, আপনা আপনির মধ্যে (আপসের ঝগড়া করা)। ২ক্রি-বিণ. উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে, পরস্পরের মিলিয়া-মিশিয়া (তারা আপসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে—মুজতবা। ৩ক্রি-বিণ. বন্ধু-ভাবে, সদ্ভাবে। [আপস اپس ফা.]

আপশাজ— দ্র. **আফসান**।

আপসোস—দ্র. **আফসোস**।

আপা১—১বি. বড় বোন। ২অব্য. বয়োজ্যেষ্ঠা অপরিচিতা মহিলা বা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। [আপা آپا তু.]।

আপা২—১বি. জনরব, জনশ্রুতি। বিণ. জনশ্রুতিমূলক (আপা কথা) [আফ্‌ওয়াহ্ افواہ আ.]।

আফওয়াই—বি. জনরব, গুজব, (শহর বাজারে মিলে ওড়িল আফওয়াই— গরীব)। [আফ্‌ওয়াহ্ افواہ আ.; এক. ব. فوہ]।

আফখোরা—দ্র. **আবখোরা**।

আফগান—১বি. আফগনিস্তানের অধিবাসী, পাঠান জাতি বিশেষ (আফগান মোগল পাঠান দলে দলে—দ্বিজেন্দ্র)। ২বিণ. আফগানিস্তানে জাত। ৩বিণ. উক্ত দেশ বা উহার অধিবাসী সম্বন্ধীয়। [افغان ফা.]। **আফগানি, আফগানী**— বিণ. আফগানিস্তানে জাত, কাবুলি। [افغانی ফা.]।

আফজল— দ্র. **আফযল**।

আফত, আফোত—বি. বিপদ, দুঃখ, দুর্দশা, সংকট (আফত ঘটিবে আজ আমা সবাকার— হামজা; বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন—কালী সিং) [আফৎ آفت আ.]।

আফতাব$_1$— বি. সূর্য (উষার আকাশ ম্লানিমায় ছায় আফতাব জ্যোতি ক্ষীণ—শাহাদাৎ)। [আফতাব آفتاب ফা.]।

আফতাব$_2$—দ্র. আফতাবা।

আফতাবা, আফতাব—বি. জলপাত্র বিশেষ, ভৃঙ্গার, গাড়ু (আফতাবা ও চিলুমচি সোনার লিয়া হাতে—হামজা)। [আফ্‌তাবাহ آفتابه ফা.]।

আফযল, আফজল—বিণ. অপেক্ষাকৃত ভাল, উত্তম। [আফ্‌যল افضل আ.]।

আফলাক—বি. আকাশমণ্ডল (বাদশার প্রণয়গর্বে ভিন্ন করি শির তুলে নীল আফলাক—আশরাফ)। [আফ্‌লাক افلاك আ.]।

আফলাতুন—১বি. গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। ২বিণ. বুদ্ধিমান, জ্ঞানী (এ আফলুতন মেয়ের জুলুমে— নজরুল)। [افلاطون ফা.; Plato গ্রী.]।

আফশাঁ, আফশা—বি. সূক্ষ্ম রূপালী বা সোনালী চূর্ণ বিশেষ যা স্ত্রীলোকেরা সজ্জা স্বরূপ মুখে ও মাথায় ব্যবহার করে (আফশাঁ ও চুমকি বসান হইয়াছে—রোকেয়া)। [আফ্‌শান آفشان ফা.; افشاء আ.]।

আফসর—১বি. অফিসার, কর্তা। ২বি. মুকুট [আফসর افسر ফা.]।

আফসান, আফসানো, আপশান/আপশানো—১ক্রি. ছোঁড়া, ছিটান, আস্ফালন করা। ২ক্রি. বিফল মনোরথ হইয়া চাপা ক্রোধ বা খেদ প্রকাশ করা, হায় আফসোস করা। **আপসানি, আপশানি**—১বি. ছোঁড়াছুঁড়ি করণ, আস্ফালন। [আফশান افشان ফা.+ই]।

আফসোস, আপসোস, আপশোষ, আপশস— বি. খেদ, পরিতাপ, অনুতাপ, মনস্তাপ, অনুশোচনা (আফসোস করে দেবরাজ—আলাওল; আমার বড়ই আপশস হইল—বঙ্কিম)। [আফ্‌সুস্‌ افسوس ফা.]।

আফিম, আফিং, আফিংগ (অ-বা), **আফিঙ্গ**—১বি. অহিফেন, পোস্ত ফুলের রস হইতে তৈরী মাদক দ্রব্য। [আফ্‌য়ুন افیون ফা.; ইং opium]। **আফিমখোর, আফিমচি** —বিণ. আফিমের নেশা করে এমন, নিয়মিতভাবে আফিম খায় এমন। [— خور ফা.]।

আফেন্দী—বি. প্রভু, তুর্কী ভাষার সম্মানসূচক উপনাম। [আফন্দী افندی তু.]।

আফ্রিদি, আফ্রিদী—বি. পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহসী জাতি বিশেষ (আফ্রিদি যদি হতাম আমিরে আজ,—বন্দুকবাজ তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ—সত্যেন্দ্র)। [آفریدی আ.]।

আব—১বি. পানি, জল (আবআতশ-খাক-বাদ মিলাইয়া এক সাত গড়াইল মানবদেহ —হারামণি)। ২বি. ঔজ্জ্বল্য (আবদার মুক্তা)। [آب ফা.]।

আব-ই-কওসর—দ্র. **আবে-কওসর**।

আব-ই-হায়াত্‌—দ্র. **আবে-হায়াত**।

আব-ই-জমজম—দ্র. **আবে-জমজম**।

আবওয়াব, আবোয়াব, আবুয়াব—বি. নির্ধারিত কর ব্যতীত অতিরিক্ত দেয় কর, রাজস্ব ব্যতীত অন্যবিধ কর, illegal cess (নবারের পর নবাব শুধু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন—প্রমথ); খাজনার চেয়ে আবুয়াবের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী—ছদর)। [আব্ওয়াব ابواب আ.]।

আবকার, আবগার—১বি. মদ বা মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকারক। ২বি. মদ্যাদি বিক্রয় কারী। ابکار ফা.]। **আবকারি, আবগারি**—বি. মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় [আব্কারী ابکاری ফা.]।

আবখোরা, আফখোরা—বি. পানি পান করিবার পাত্রবিশেষ (সোনার আবখোরাটি যেন সুমেরুর চূড়া —অবনীন্দ্র)। [آبخوره ফা.]।

আবগার, আবগারি, আবগারী—দ্র. আবকার।

আব-জমজম—দ্র. **আবে-জমজম**।

আবজুশ—দ্র. **আবজোশ**।

আবজোশ, আবজুশ—বি. গোশতের শুরুয়া, gravy, ক্বাথ, broth। [আব্জুশ آبجوش ফা.]।

আবদার—বিণ. উজ্জ্বল, চমকদার [আব্দার آبدار ফা.]।

আবদাল—বি. একশ্রেণীর দরবেশ। [আব্দাল ابدال আ.]।

আবনুস, আবলুশ—বি. কালবর্ণ ভারী ও শক্ত কাঠবিশেষ, ebony (আড়াশ আবনুশ কাটে বড় গোয়ালা—কঙ্কণ)। [আব্নুস آبنوس ফা.]।

আবর—বি. মেঘ, হালকা বৃষ্টি (আসমান আবরে আবৃত)। [আব্র্ ابر ফা.]।

আবরওয়াঁ—দ্র. **আবরোঁয়া**।

আবরা—১বি. টুপি বা জামার বহির্ভাগ। ২বি. লেপ বালিশ ইত্যাদি আবরণ। [আব্রা ابرا আব্রহ্ ابره ফা.]।

আবরু, আব্রু—১বি. মর্যাদা, আভিজাত্য, মান সম্ভ্রম (... জীবনে আব্রু, মরণে পর্দা নাই—মোহিত)। ২বি. নারীর সম্ভ্রম, ইজ্জৎ, সতীত্ব। **বেআবরু**—বেইজ্জৎ, অপমান। [বে+আবরু آبرو ফা.]।

আবরুঁয়া—দ্র. **আবরোঁয়া**।

আবরোঁয়া, আবরুঁয়া, আবরওয়াঁ—বি. অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ, মসলিন জাতীয় মিহি কাপড় যা ভিজলে পানির মত দেখায় (আর আকাশের আবরুঁয়াতে—সত্যেন্দ্র)। [আব্-ই-রওয়াঁ آبروان ফা.]।

আবলক, আবলুক—বিণ. চিত্রবিচিত্র, সাদা কালো মিশ্রিত (মুখ কালা অঙ্গ ধলা স্বরূপে আবলক—হেয়াত)। [আব্লক্ব ابلق আ.]।

আবলুক—দ্র. **আবলক**।

আবলুশ—দ্র. **আবনুস**।

আবহাওয়া—বি. জলবায়ু, climate [আব্ ও হাওয়া آب وهوا ফা.]।

আবা—বি. লম্বা জামাবিশেষ [‘আবা عباء আ.]।

আবাজ—দ্র. **আওয়াজ**।

আবাদ—১বি. কৃষিকর্ম, চাষ (ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হলো গঞ্জিকা—সত্যেন্দ্র)। ২বি. কর্ষিত জমি, চাষ ভূমি। ৩বি. জনপদ, বসতি, বাসযোগ্য স্থান

(অল্পদিন পূর্বেই যে এই সমস্ত অঞ্চল আবাদ হইয়াছে—শেখ হাবিব)। [আবাদ آباد ফা.]।

আবাবিল, আবাবীল—১বি. বাবুই জাতীয় পাখি বিশেষ (খোদার সৈন্য আবাবিল তারে ধ্বংস করিল অতর্কিতে—মোস্তফা)। ২বি. ঝাঁকসমূহ—আরবি ভাষায় আবাবিল শব্দটি শুধু এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ একবচন নাই। [ابابيل আ.]।

আবাল—১বি. মূর্খলোক (আবালের সঙ্গে বসতি)। ২বি. উট। ৩ অব্য. বালক পর্যন্ত। [আবাল্ آبال আ.]।

আবিদ, আবেদ— বিণ. উপাসনাকারী. এবাদতকারী, ভক্ত (আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহৎ—আলাওয়াঁল)। ['আবিদ عابد আ.]।

আবির, আবীর—১বি. ফাগ। ২বি. সুগন্ধি রঞ্জক দ্রব্য। ['আবীর عبير আ.]।

আবু—বি. পিতা [আবূ ابو আ.]।

আবুয়াব—দ্র. **আবওয়াব**।

আবে কওসর, আব-ই-কওসর— বি. বেহেশ্‌তের কওসর নামক ঝরনার পানি (ইসলামের অন্তর্বিগলিত সুধা নির্ঝর—মুসলিমের জীবনামৃত আবেকওসর—মোস্তফা)। [আব آب ফা. + কওসর كوثر আ.]।

আবে-জমজম, আবে-যমযম, আব-ই-জমজম আব-এ-জমজম, আব-জমজম—বি. মক্কার পবিত্র জমজম কূপের পানি (আব-এ-জমজম তাঁর নিকট এক শিশি আছে— পরশু; এদেরি চরণাঘাতে আব-জমজম প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে—নজরুল)। [আব্ آب ফা. + যমযম زمزم আ.]।

আবেদ—দ্র. **আবিদ**।

আবে যম্‌যম্—দ্র. **আবে-জম্‌জম্**।

আবে হায়াত, আব-ই-হায়াত্— বি. জীবন-বারি. অমৃতবারি (হারা সম্বিৎ ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো আবেহায়াত—ফররুখ)। [আব آب ফা.+হায়াত حيات আ.]।

আবোয়াব—দ্র. **আবওয়াব**।

আব্বা, আব্বু—বি. পিতা. বাবা। [আব্ اب আ.> ابا ، ابو উ.]।

আব্রু—দ্র. **আবরু**।

আম, আওয়াম—১বি. জনসাধারণ (আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল—আলাওল)। ২বিণ. সাধারণ (আম দরবার)। ['আম্ عام আ.; বহু. 'আওওয়াম عوام। **আমখাস**—বিণ. সাধারণ ও বিশিষ্ট. ছোটবড় ['আম্ + খাস عام خاص]।

আমখাস—দ্র. **আম**।

আমজাম—দ্র. **আঞ্জাম**।

আমদানি—১বিণ. বিদেশ হইতে আনীত (হালের আমদানী বিলাতি ছিটের জ্যাকেট—রবীন্দ্র)। ২.বি. বিক্রয়ের পরিমাণ. আয় (আজকের আমদানি নৈরাশ্যজনক)। ৩.বি আগমন, উপস্থিতি (ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়—টেকচাঁদ)। [আমদানী آمدنی ফা.]। **আমদানি-রপ্তানি**—বি. পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আনয়ন এবং স্বদেশ হইতে বিদেশে চালান দেওন, import and export. **আমদানি শুমার**— বি. মোট আয়, আয়ের মোট হিসাব।

আমদ্‌রপ্ত—১বি. আমদানি রপ্তানি। ২বি. আসা-যাওয়া। [আমদ آمد + রফ্‌ত্ رفت ফা.]।

আমপারা—বি. কোরান মজিদের ত্রিশতম বা সর্বশেষ খণ্ড যাহার প্রথম শব্দ 'আম্‌মা' (একটি ছেলে 'আমপারা' ও 'পান্দেনামা' হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া আসিল— ইমদাদ)। ['আম্‌মা عم আ.+ পারা پاره ফা.]।

আমমোক্তার—বি. বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি, attorney (বন্ধুবর উকিল সাহেবকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি—নজিবর)। ['আম্ عام + مختار আ.]। **আম মোক্তারনামা**—বি. আমমোক্তার নিয়োগের দলিল, যে দলিল দ্বারা আমমোক্তারকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, power of attorney। **আম-মোক্তারি**—বি. আমমোক্তার গিরি।

আময়দা, আমাদা—বিণ. প্রচুর, অপরিমিত (আময়দা আমদানীওলা স্বামীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অন্তরে ভবিষ্যতের... বিভীষিকা—কেদার)। [আমদাহ্ آمده ফা.]।

আমর—বি.আদেশ, অনুজ্ঞা। [আমর امر আ.]।

আমরাস্তা—বি. সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পথ, রাজপথ। ['আম্ عام আ + রাস্তা راسته ফা.]।

আমল—১বি. রাজত্বকাল, শাসনকাল (শাহী আমল)। ২বি. অধিকার, দখল (পরগনা পরগনা হইল আমল—ভারত)। ৩বি. প্রশ্রয় (মরণের কালি হেথা পায়না আমল —সত্যেন্দ্র)। ৪বি. পালন; অনুষ্ঠান (আমল বিহীনে পাঠ গুণহীন ধনু—আলাওল)। ['আমল عمل আ.]।

আমলদস্তক—বি. সম্পত্তিতে অধিকার দানের দলিল বা অনুজ্ঞাপত্র। [আ. 'আমল + دستك ফা.]। **আমলদারি**— ১বি. শাসন। ২বি. রাজস্ব, মালগুজারি। ৩বি. খাজনা আদায়কারীর পদ। [আ. 'আমল +داری ফা.]।

আমলনামা—১বি. বিষয়াধিকারের হুকুমনামা, সম্পত্তি ভোগদখল করার নিমিত্ত মালিকের আদেশপত্র। ২বি. মানুষের পাপ পুণ্যের হিসাবপত্র। (আরেক ফিরিস্তা শাস্তি দিব আমলনামা চাইয়া—হারামণি)। [আ. عمل 'আমল+নামহ্ نامه ফা.]

আমলা—বি. কেরানী, কর্মচারী। [আমলহ্ عمله আ. এক. عامل]। **আমলা-ফয়লা**—বি. ছোট বড় কর্মচারী কেরানী প্রভৃতি (আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ়ধারণা— প্রমথ)। [عمله + ফ'আলহ্ فعله আ.; এক.فاعل আ.]।

আমলা-ফয়লা—দ্র. **আমলা**।

আমলিয়াত—১বি. আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। ২বি. তাবিজ, মাদুলি। ['আমলিয়্যৎ عمليت আ.]।

আমলোক, আমলোগ—বি. সাধারণ লোক, জনসাধারণ। ['আম্ عام+লোগ لوگ হি.]।

আমহুকুম—বি. সাধারণ আদেশ, সার্বিক নির্দেশ। ['আম্ عام + হুক্‌ম্ حكم আ.]।

আমাদা—দ্র. **আময়দা**।

আমান₁—বি. নিরাপত্তা, আশ্রয় (সাবানের চন্দ্রভরি মাগিব আমান—আলাওল)। [আমান امان আ.]।

আমান₂—বিণ. আস্ত, অখণ্ড (বড় বড় আমান হরফে তার কাছে যে পত্র লেখতা—মনসুর)। [আমান امان আ.]।

আমানত, আমানৎ—১বি. গচ্ছিত বস্তু (সমর্পিত তার হাতে নবীজীর পুণ্য আমানত—শিরাজী)। ২বিণ. গচ্ছিত, জমা (সেগুলিতে টাকা-কড়ি আমানত রাখা চলতো—মওদুদ)। [আমানৎ امانت আ.]। বিণ. আমানতি, আমানতী। **আমানতদার**— বি. যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয় [আ. আমানৎ + দার دار ফা.]।

আমামা—বি. পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ (বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা— নজরুল)। ['আমামহ্ عمامه আ.]।

আমারি, আমারী, আম্বারি, আম্বারী (বিরল)—বি. হাতী বা উটের পিঠের আসন বি., হাওদা (শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিত হস্তী বরাবর যাইতে পারে— রামরাম; হাতীর আমারি ঘরে বসিয়া আমীর —ভারত; বস্ত্রাবৃত আম্বারী পৃষ্ঠে করিয়া উষ্ট্র সকল... প্রবেশ করিল —মশাররফ; আম্বারীতে নারীগণ হইলেন্ত আরোহণ— সুলতান)। ['ইমারি عماری আ.]।

আমিন১, আমীন১ —১বি. জমি জরিপকারী কর্মচারীবিশেষ। ২বি. তত্ত্বাবধায়ক, তদারককারী। ৩বি. বিশ্বস্ত (যুবক নবীরে 'আমীন' বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে—নজরুল)। [আমীন امین আ.]।

আমিন২, আমীন২, আমেন—অব্য. প্রার্থনা পূর্ণ হোক, তাহাই হোক, amen (সকলেই আমিন আমিন বলিয়া ..... অশ্বারোহণে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন — মশাররফ; আমরাও দু'হাত তুলে 'আমেন' 'আমেন' (তথাস্তু তথাস্তু) বললুম—মুজতবা)। [আমীন امین আ.]।

আমির, আমীর—১বি. বড়লোক, ধনী, বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আমীর-উমরাহ্ ফকীর বাদশাহ্—নজরুল)। ২বি. সম্পৎশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ৩ বি. কাবুলের শাসনকর্তার উপাধি। [আমীর امیر আ.; বহু. উমারা امراء]। **আমীর ওমরাহ্**—১বি. বড়লোকগণ, ধনী লোকসমূহ। ২বি. উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ৩বি. শাহী দরবারের সভাসদ্। **আমিরজাদা**—১বি আমীরপুত্র। ২বি. আলস্যপরায়ণ, কর্মকুণ্ঠ। [আ. আমীর + যাদহ্ زاده]। **আমিরানা**—বি. বড়লোক, নবাবি। **আমিরি, আমীরি**—১বি. নবাবি, বড় মানুষি (আমার মতো গরীবের পক্ষে অতটা আমীরি পোষায় না—ইমদাদ)। ২বিণ. আমিরের ন্যায়, আমিরসুলভ। ৩বিণ. আমির সম্বন্ধীয়।

আমিরুল মোমিনিন, আমিরুল মুমেনীন— বি. মুমিন বা বিশ্বাসীদের নেতা, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা। [আমীরুল মু'মিনীন اميرالمؤمنين আ.]।

আমিল—বি. কর্মচারী। [আমিল عامل আ.]।

আমীন—দ্র. **আমিন১** ও **আমিন২**।

আমীর—দ্র. **আমির**।

আমেজ—১বি. ঈষৎ প্রকাশ, আদরা, আভাস। ২বি. আভা (নীলের আমেজ)। ৩বি. স্পর্শ, রেশ (গাঢ় শ্যাম ছায়াময় স্বপ্নময় এক আমেজ লাগায় তৃষ্ণার্ত নয়ন মনে— সুফী মোতাহার)। ৪বি. মিশ্রণ। [আমিয آمیز ফা.]।

আমেন—দ্র. **আমিন**।

আমোয়াল—বি. ধনসম্পদ, সম্পত্তি, পণ্য দ্রব্যাদি। [আমওয়াল اموال আ.; এক. مال আ.]।

আম্বর— বি. সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ambergies। ['আম্বর عنبر আ.]।

আম্বরী—বিণ. সুগন্ধী (আম্বরী তামাক)। ['আন্‌বরী عنبری আ.]।

আম্বারি, আম্ভারি—দ্র. **আমারি**।

আম্বিয়া—বি. নবীগণ, পয়গম্বরগণ (লাখো আউলিয়া বাদশাহ্ ফকীর...—নজরুল) [আম্‌বিয়া' انبیاء আ.; এক. نبی]।

আম্মা—১বি. মাতা, জননী। ২বি. মাতৃস্থানীয়া মহিলা (আম্মা, লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া —নজরুল)। [উম্ম ام আ.]।

আযকার—দ্র. **আজকার**।

আযখোদ—দ্র. **আজখোদ**।

আযদাহা—দ্র. **আজদাহা**।

আযম—দ্র. **আজম**$_{২}$।

আযমত, আজমত—বি.মহত্ত্ব। ['আযমৎ عظمت আ.]।

আযমাইশ, আজমায়েশ—বি. পরীক্ষা। [আযমাইশ آزمائش ফা.]।

আযরাঈল—দ্র. **আজরাইল**।

আযল, আজল—১বি. অনাদি, অতীত। ২বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য (আযলের লেখা ঘোরে কিভাবে পশ্চাতে — ফররুখ)। [আযল্ ازل আ.]।

আযাদ—দ্র. **আজাদ**।

আযাদী—দ্র. **আজাদী**।

আযান—দ্র. **আজান**।

আযাব—দ্র. **আজাব**।

আযাযীল—দ্র. **আজাজীল**।

আযার—দ্র. **আজার**।

আযারী—দ্র. **আজারী**।

আযিযি—দ্র. **আজিজি**।

আযীম—দ্র. **আজিম**।

আযীয—দ্র. **আজীজ**।

আয়না—১বি. দর্পণ, আরশি। ২বি. কাঁচ। [আইনহ্ آئنه ফা.]।

আয়ন্দা—দ্র. **আয়েন্দা**।

আয়মা, আয়মাদার—দ্র. **আএমা**।

আয়মাল—বি. গ্রাম, পরগনা। [আ'মাল اعمال আ.; এক. عمل]।

আয়াত—বি. কোরানের বাক্য বা বাক্যাংশ (চোখে যেন দেখি শুধু কোরআনের আয়াত—নজরুল)। [আয়াৎ آیت আ.]।

আয়াম—দ্র. **আইয়াম**।

আয়ামা—দ্র. **আএমা**।

আয়াশ, আয়াস—দ্র. **আয়েশ**।

আয়েন্দা, আয়ন্দা, আএন্দা, আইন্দা—বি. ভবিষ্যৎ, আগামী (আমরা আয়েন্দাতে সেই মতই মেনে চলবো—মনসুর)। আইন্দহ্ آئنده ফা.]।

আয়েব, আএব—১বি. দোষ, ত্রুটি (ভাতের কি কর পান পানির আয়েব— ভারত)। ২বি. কলঙ্ক, অখ্যাতি। ['অয়্‌ব عیب আ.]।

আয়েমা—দ্র. **আএমা**।

আয়েশ, আয়াস, আয়াশ—১বি. আরাম বিলাস, সুখভোগ (আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরি করি আর তোমরা করগো আয়েস —দ্বিজেন্দ্র)। ২বি. আমোদ, স্ফূর্তি (পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েশ জুড়ে দিলেন—কালী সিং)। [আয়্‌শ্ عیش আ.]। **আয়েশী, আয়েশি, আয়েসি**—১বিণ. আরামপ্রিয়, বিলাসী

(আয়েশি মানুষ —মনোজ; পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ—ফররুখ)। ২বিণ. ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ['আয়্যাশ عياش আ.]। **আয়াশী**— ১বি. আরামের জীবন যাপন। ২বি. ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। ['আইয়াশী عياشى আ.]।

আরওয়াহ্, আরোয়াহ্—১বি. আত্মাসমূহ। ২বি. প্রাণী, জীব (এমন কৌশলে শেষ করা যায় যে একটি আরওয়াহ্‌রও খবর হয়না— মশাররফ)।
[আরওয়াহ ارواح আ.: এক. ব. روح]।

আরক—১বি. সার, নির্যাস। ২বি. তীব্র রস, ঝাঁঝওয়ালা নির্যাস (নর্দমার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে জীবাণু মুক্ত করছে—মনোজ)। ৩বি. চুয়ানো মদ (পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি—সত্যেন্দ্র)। ['আরক্ব عرق আ.]।

আরকান—১বি. মৌলিক বিষয়, মৌলিক নীতি। ২বি. কর্মচারীবৃন্দ। [আরকান্ اركان আ.; এক. ركن]।

আরঙ্গ— দ্র. **আড়ং**।

আরজ, আরয—বি. আবেদন, প্রার্থনা (সে যাইয়া আরজ করিল—রামরাম)। ['আরয্ عرض আ.]। **আরজগুজার**—বিণ. আবেদনকারী, নিবেদক। [আ. আরয + গুযার گزار ফা.]। **আরজদাস্ত** — বি. দরখাস্ত, আবেদনপত্র (পুত্রের আরজদাস্তি অনুযায়ী কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন—রামরাম)। [আ. আরয + দাশ্‌ত داشت ফা.]। **আরজবেগ, আরজবেগী**— বি. আদালতের পেশকার, যে ব্যক্তি রাজা বা বিচারপতির সম্মুখে দরখাস্ত দাখিল বা পাঠ করে (রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়, আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় — ভারত)। [আ.. আরয + বেগ بيگ তু.]।

আরজা— বিণ. সস্তা, অল্পমূল্য। [আর্যাঁ ارزان ফা.]।

আরজি, আরজী, আর্জি—১বি. প্রার্থনা, অনুরোধ। ২বি. দরখাস্ত, আবেদনপত্র (নিষ্ঠুর করুণ সে আরজী কানে না শুনলে ওাওর করা অসম্ভব—শওকত)। ['আরয عرض আ.+ ى ফা.]।

আরজু—বি. বাসনা, ইচ্ছা (তাদের মনের আরজু সকল বলল ছেলের ঠাঁই—ইজদানী)। [আর্‌যু آرزو ফা.]।

আরদাশ—দ্র. **আর্দাশ**।

আরফাত, আরাফাত—১বি. মক্কা হইতে প্রায় বার মাইল পূর্বে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান—প্রতি বৎসর জ্বিলহজ্জ চাঁদের নয় তারিখে হাজীগণের এই ময়দানে সমবেত হওয়া হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ২বি. মাঠ, ময়দান (এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত—নজরুল)। ['আরাফাৎ عرفة আ.]।

আরব—১বি. একটি দেশের নাম। ২বি. জাতি বিশেষ। ৩বি. ঐ দেশের অধিবাসী। ['আরব عرب আ.]। **আরবি**—১বি. আরবদেশের ভাষা। ২বি. আরবদেশের অধিবাসী, আরবজাতি। ৩বিণ. আরব দেশজ, আরবদেশে জাত (আরবি ঘোড়া)। ৪বিণ. আরবদেশ সম্বন্ধীয়। **আরব্য**—১বিণ. আরবদেশীয়, আরব-দেশে জাত (তেজস্বী আরব্য অশ্ব—শিরাজী)।

আরবি—দ্র. **আরব**।

আরব্য—দ্র. **আরব**।

আরমান—১বি. বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা (বাদশা বলে কহ বাবা দেলের আরমান —হামজা)। ২বি. দুঃখ, আফসোস (মা-জান্ কত আরমান করতে লাগলেন —নজরুল)।[ارمان ফা.]।

আরয—দ্র. **আরজ**।

আরশ, আরস—১বি. সর্বব্যাপী খোদার আসন, উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান (আরশে থাকিয়া হাসিলেন খোদা—নজরুল)। ['আর্শ্ عرش আ.]।

আরস—দ্র. **আরশ**।

আরা—১বি. করাত। ২বি. কর্মকারের সেলাইয়ের যন্ত্র। [আর্রহ্ اره ফা.]।

আরাকশ, আরাকস—বি. করাতি, যাহারা করাত দিয়া কাঠ চিরিয়া তক্তা তৈয়ার করে।[اره + كش ফা.]।

আরাফাত—দ্র. **আরফাত**।

আরাম১—বি. উপবন, ফলফুলের বাগান, বাগানবাটি। [ইরম ارم আ.]।

আরাম২—১বি. সুখ, আনন্দ, আয়েশ (মরমীর হিয়ার আরাম —সত্যেন্দ্র)। ২বি. বিশ্রাম, শ্রান্তি অপনোদন (তার আরাম এখন হারাম হয়ে গেছে)। [আরাম آرام ফা.]।

আরামকেদারা, আরামকুর্সি, আরামকুর্সী—বি. আরামে বসিবার চেয়ার, arm chair (একখানা আরাম কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন—শিরাজী)। [আরাম্ + কুর্সী كرسى আ.]।

আরাশ—বি. পালিশ, চুনকামের উপর মাজিয়া ঘষিয়া অধিক সৌন্দর্যবিধান করার কাজ। [আরাইশ্ آرائش ফা.]।

আরাস্তা—বি. সুশোভিত, সুসজ্জিত (না-জানা আনন্দে গো আরাস্তা আজ আরবভূমি—নজরুল)। [আরাস্তাহ্ آراسته ফা.]।

আরিন্দা—বি. বাহক, প্রেষ্য, খাজাঞ্চীখানার রাজস্ব বহনকারী। [আরিন্দহ্ آرنده ফা.]। **আরিন্দা খরচ**—বি. পাঠানোর খরচ।

আরেফিন—বি. মারেফতপন্থীগণ (প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে আরেফিন—শাহাদাৎ)। ['আরেফীন্ عارفين আ.; এক. عارف]। **শামসুল আরেফীন**—বি. মারেফৎপন্থী-গণের সূর্য।

আরোয়াহ্—দ্র. **আরওয়াহ্**।

আর্‌যান, আর্‌যানো—দ্র. **আজ্জান**।

আর্জি—দ্র. **আরজি**।

আর্দাশ, আরদাশ, আদ্দাশ, আদ্দাস—১বি. আবেদন, প্রার্থনা (তাদের আর্দাশ নাহি শুনিলেন কানে—ঈশ্বর)। ২বি. অভিযোগ, নালিশ (কান্দিয়া আরদাশ করে খোদাতাল্লার কাছে—পূ.গী; রাজারে আদ্দাশ করি জামাত লুঠিতে— ঘন; আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা—কঙ্কণ)। ৩বি. পরিতাপ, আফসোস (পিঠে চুন মাখি চলে হাটুরে আদ্দাসে—কঙ্কণ)। ['আরয عرض আ. + দাশ্‌ত داشت ফা.]।

আল১, আলি, আইল—১বি. জীবন-সীমা নির্দেশক বাঁধ (কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগ্‌লে দাঁড়ায় আল—নজরুল; ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে—বিদ্যা)। ২বি. উঁচুপথ, জাঙাল (উঠছে আলে নামছে গাড়ায়—সত্যেন্দ্র)। ৩বি. পাড়, তীর (গঙ্গার আলে বসত আমরা বাঙালী—সত্যেন্দ্র)। ৪বি. বাধা, আটক (মুখের আল না থাকা)। [হা'ইল حائل আ.]।

আল২—বি. সন্তানসন্ততি, পরিবার। [আল্ آل আ.]।

আল-আহাদ—দ্র. **আহাদ**।

আলওয়ান—দ্র. **আলোয়ান**।

আলকাতরা—বি. পাথরিয়া কয়লা ইত্যাদি হতে প্রস্তুতকালে ঘন তীব্র গন্ধযুক্ত নির্যাসবিশেষ। [alcatree পো.; আল্-ক্বাৎরঃ القطرة আ.]।

আলকেমী—বি. রসায়ন শাস্ত্র (তিনি আলকেমী সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেছিলেন —মওদুদ)। [আলকিমিয়া الكيمياء আ.]।

আল-কোরান, আল-কুরআন—দ্র. **কোরান**।

আলখাল্লা, আলখিল্লা, আলখেল্লা—বি. লম্বা ঢিলা গাত্রাবরণ বা জামাবিশেষ (গায়ের কালো আলখাল্লা হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে—জাফর)। [আল্-খল্ক্ الخلق আ.]।

আলগরজ, আলগরয্—অব্য. মোট কথা, সংক্ষেপে (আলগরয, ইহাও খোদার এক শানে-আযিম—মনসুর)। [আল্-গরয্ الغرض আ.]।

আলতমগা—১বি. রাজকীয় সহি বা সীল। ২বি. জায়গীর। ৩বি. মেডেল। [আল্-তম্গা التمغا তু.]।

আলতারাপ—দ্র. **আলতারাফ**।

আলতারাফ, আলতারাপ, আলতালা—বি. সিন্দুক আলমারি দেরাজ ইত্যাদির কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইতে তালা লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত খিল বিশেষ। [আল্তরফ الطرف আ.]।

আলফাজ, আলফায—বি. শব্দ (হাদিস কোরানের বাহিরের এক আলফাযও এস্তেমাল করিতেন না—মনসুর)। [আলফায الفاظ আ.; এক. لفظ]।

আলবত, আলবাত, আলবৎ আলবাৎ, আলবত্তা—অব্য. অবশ্য, নিশ্চয় (আলবত দেব—অচিন্ত্য; আলবৎ কাপুরুষ —আবুল কালাম; মেহমানী খাইতে যাবে আলবত্তা বিহানে—হামজা)। [আলবত্তহ্ البته আ.]।

আলবেদা—বি. বিদায় (আলবেদায় ধ্বনিয়া জাহান—শাহাদাৎ)। [আল্বিদা الوداع আ.]।

আলবোলা—বি. দীর্ঘ নলবিশিষ্ট হুক্কাবিশেষ, গুড়গুড়ি, ফরসি (বহু-কুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া —রবীন্দ্র)। [আল্বলা البلا ফা.]

আলম—বি. পৃথিবী, দুনিয়া (ফকির হয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে আলম দেখে বেড়াব—মশাররফ)। ['আলম عالم আ.]। **আলমগীর**—১বি. বিশ্বজয়ী, জগজ্জয়ী। ২বি. বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৩বি. মুঘলসম্রাট আওরংগজেবের উপাধি। আলমপনাহ্, আলমপানাহ্, আলমপানা —বি. বিশ্বের আশ্রয়। ['আলম عالم আ.+পনাহ پناه ফা.]

আলহামদুলিল্লাহ্—১বি. সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্র। ২বি. শুক্র্ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য— ভোজানান্তে, সুসংবাদ শুনিলে বা হাঁচি দিলে ইহা বলিতে হয়। [আল্হামদুলিল্লাহ্ الحمدلله আ.]।

আলহামরা—১বিণ. রক্তবর্ণ, লাল (আলহামরা পাথর)। ২বি. মুসলিমদের স্পেন শাসনামলে সেদেশের একটি বিশ্বখ্যাত প্রাসাদ। [আল্হামরা الحمراء আ.]।

আলহিদা—দ্র. **আলাদা**।

আলহেলাল—বি. নতুন চাঁদ (মুক্তিপথের আলহেলাল — ফররুখ)। [আল্‌হেলাল الهلال আ.]।

আলা$_{১}$—বিণ. সর্বোচ্চ, প্রথম, শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ (উজীরে আলা)। [আ'লা اعلىٰ আ.]।

আলা$_{২}$—দ্র. **ওয়ালা**।

আলাইকুম—দ্র. **আলায়কুম**।

আলাই বালাই—১বি. বিপদ-আপদ, রোগশোক, অমঙ্গল। ২বি. জঞ্জাল। ['ইল্লাৎ علة আ. + বাল' بلا আ. + ই]।

আলাত—১বি. যন্ত্রপাতি। ২বি. সাজসরঞ্জাম। ৩বি. জাহাজের কাছি, মোটা দড়ি (ভাল ভাল আলাত লৈল মোটা সোটা কাছি—পূ.গী.)। [আলাত آلات আ.]।

আলাদা, আলাহিদা, আলহিদা—১বিণ. অন্য, ভিন্ন, পৃথক, স্বতন্ত্র (ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা— দীনবন্ধু; অন্যদিকে মক্কাশরীফের কথা আলহিদা ছিল— মওদুদ)। ['আলাইহিদহ্‌ عليحده আ.]।

আলামত—১বি. চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষণ (এতো মৃত্যুরই আলামত—আশরাফ)। ২বি. অলৌকিক ঘটনা, অবাক কাণ্ড (গাছের উপরে, সন্ন্যাসী তারা দেখিয়াছে আলামত —বন্দে)। জমির সীমানির্দেশক চিহ্ন। ['আলামত্‌ علامة আ.]।

আলায়কাস্‌সালাম, আলেক সালাম—বি. তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সালামের জবাব। ['অলয়-কুস্‌ সালাম عليك السلام আ.]।

আলায়কুম, আলাইকুম—বি. সালামের প্রত্যুত্তর অর্থাৎ আপনাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, সালামের জবাব ['অলয়কুমুস্‌সালাম عليكم السلام আ.]।

আলাহিদা—দ্র. **আলাদা**।

আলি$_{১}$—দ্র. **আলী**।

আলি$_{২}$—বিণ. মহান, উদার, উন্নত (গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে—কালী সিং)। **আলিমেজাজ, আলিমিযাজ**—বিণ. উদারমতি, উন্নতমনা। **আলিশান, আলিছান**—১বিণ. বিরাট, খুব বড় (জমিদার বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে —অচিন্ত্য)। ২বিণ. মহান (ধার্মিক সুজন আলাল গুণে আলিছান— পূ-গী)। ৩বিণ. সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন। **আলিহুকুম, আলীহুকুম**—বি. দরাজ অনুমতি, ঢালাও হুকুম (এত আলিহুকুম/উচিত আজি নয়—ঘন; তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী হুকুম দিয়া দিলেন—রবীন্দ্র)। ['আলী على আ.]।

আলিছান—দ্র. **আলি**$_{২}$।

আলিম—দ্র. **আলেম**।

আলি মিযাজ, আলিমেজাজ—দ্র. **আলি**$_{২}$।

আলিশান—দ্র. **আলি**$_{২}$।

আলিহুকুম—দ্র. **আলি**$_{২}$।

আলী, আলি—১বি. মুসলমানের নামের অংশ বি:। ২বি. ইসলামের চতুর্থ খলিফা, হজরত মুহম্মদ (দঃ) -এর চাচাতো ভাই ও কনিষ্ঠ জামাতা। ['আলী على আ.]।

আলীম— দ্র. **আলেম**।

আলীহুকুম—দ্র. **আলি**$_{২}$।

আলুফা—দ্র. **অলুফা**।

আলুফাদার—দ্র. **অলুফাদার**।

আলুবুখারা—দ্র. **আলুবোখারা**।

আলুবোখারা, আলুবুখারা—বি. অম্ল স্বাদযুক্ত কাবুলী ফলবিশেষ। [আলুবুখারা آلوبخارا ফা.]।

আলেম, আলিম, আলীম—১বি. বিণ. ইসলাম ধর্মতত্ত্বজ্ঞ (মোল্লা আলীম ফকীর—দৌলত; আলিম ওলামা নাহি করেন্ত আদর —আলাওল)। ২বি. বিণ. বিদ্বান। ['আলিম عالم আ.]। **আলেমদার** (বিরল)— বিণ. বিদ্বান, পণ্ডিত। **আলেমুলগায়েব**—বি., বিণ. অদৃশ্য বিষয় যিনি জানেন, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্ আলেমুল গায়েব—মঈন)।

আলোয়ান, আলওয়ান—বি. পশ্মী চাদর বিশেষ, পাড়বিহীন শাল। [আল্ওয়ান الوان আ.]।

আল্লামা—দ্র. **আল্লামা**।

আল্লা—দ্র. **আল্লাহ্**।

আল্লামা, আল্লামা—বি. মহাবিদ্বান, পণ্ডিত (আললামা ইকবাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেছিলেন—ফরিদী)। ['আল্লামহ্ علامه আ.]।

আল্লামী—১বি. মহাবিদ্বান, মহাপণ্ডিত। ২বি. সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রদত্ত তাঁহার উজির আবুল ফজলের উপাধি। ['আল্লামী علامی আ.]।

আল্লাহ্, আল্লা—১বি. খোদা, কোরানোক্ত সৃষ্টিকর্তা — নিরাকার, বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, একক, জাত নহেন, পাপের শাস্তিদাতা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সদাজাগ্রত, অক্লান্ত, পরমদয়ালু, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সর্বজীব ও জগতের পরমপতি। (আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়—নজরুল)। [আল্লাহ্ الله আ.]। **আল্লা-ওয়ালা**— বিণ. আল্লাতে সমর্পিত প্রাণ, ধর্মভীরু, খোদাভক্ত।

আশক—দ্র. **এশ্ক্**।

আশ্কারা, আস্কারা—১বি. প্রশ্রয় (তোমার আস্কারাতেই ও প্রচ্ছন্নে গেছে—প্রেমেন্দ্র)। ২বি. তদন্তের পর রহস্য বা গুপ্ত বিষয়ে প্রকাশ (কিন্তু চুরির আস্কারা হইল না— নজিবর)। [আশ্কার آشكار ফা.]।

আশ্খাস—বি. ব্যক্তিগণ [আশ্খাস اشخاص আ.; এক. শখ্স شخص]।

আশনাই, আসনাই—১বি. প্রেম, প্রণয়, আসক্তি (মন যতো বলে আশা নাই হৃদে ততো জাগে আশনাই—নজরুল)। ২বি. অবৈধ প্রণয়, অসামাজিক প্রণয়। ৩বি. পরিচয় (আপনার নাম কহ, আমাকে আশনাই দেহ—হামজা)। [আশ্নাঈ آشنائ ফা.]।

আশরত—বি. স্ফূর্তি, আমোদ (কেটেছে নরম আয়েশ আশরত বহুদিন—ফররুখ)। ['ইশ্রত عشرت আ.]।

আশরফ—১বিণ. সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, অধিক ভদ্র। ২বিণ. শ্রেষ্ঠ। [আশ্রফ اشرف আ.]।

আশরফি, আশরফী, আসরফি—বি. স্বর্ণ মুদ্রাবিশেষ, প্রায় ষোল টাকা মূল্যের সোনার মোহর (আসরফি বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত—ভারত)। [আশ্রফ اشرف আ. + ঈ ی ফা.]।

আশরাফ—বি. ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আশরাফ আতরাফ)। [আশ্রাফ্ اشراف আ.; এক.

শরীফ شريف]। **আশরাফ-উল-আম্বিয়া**— হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উপাধি বিশেষ—নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এমন। [আশ্‌রাফ-উল-আম্বিয়া— اشرف الانبياء আ.]। **আশরাফুল মখলুকাত** — বিণ. সৃষ্টির সেরা (মানুষ আশরাফুল মখলুকাত) [আশ্‌রাফুল মখলুক্বাত اشرف المخلوقات আ.]।

আশান—দ্র. **আসান**।

আশিক—দ্র. **আশেক**।

আশুরা, আশূরা—বি. মুহররম চান্দ্র মাসের দশম দিন। ['আশুরা عاشوره আ.]।

আশূরা—দ্র. **আশুরা**।

আশেক, আশিক—বি. প্রেমিক, প্রণয়াসক্ত (সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল পিয়াসী ওষ্ঠচুমায়—নজরুল; মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক কসম করেছে হবে শহীদ—নজরুল)। ['আশিক عاشق আ.]।

আশোবার—দ্র. **আসোয়ার**।

আসওয়ার—দ্র. **আসোয়ার**।

আসক—দ্র. **এশ্‌ক্‌**।

আসনাই—দ্র. **আশনাই**।

আসবাব—১বি. গৃহসজ্জার উপকরণ (আসবাব ঠাসা হাঁসফাঁস-করা গুমোট ঘরে—বুদ্ধদেব)। ২বি. উপকরণ, সরঞ্জাম (আসবাব দেখিয়া দেলে হবে বেকারার—হামজা)। [আসবাব اسباب আ.]।

আসমান, আছমান—বি. আকাশ। (নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া—নজরুল)। [আসমান آسمان ফা.]। **আসমান জমিন, আছমান জমীন**—বি. আকাশ ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও ভূলোক (আসমান-জমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্—ফজলল)। **আসমান জমিন ফারাক, আসমান জমিন তফাৎ, আসমান জমিন ফারক**— বি. আকাশ পাতাল প্রভেদ, দুরতিক্রম্য ব্যবধান (বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে উভয়ের আসমান-জমীন ফারাক—বিদ্যা)। **আসমানি, আসমানী**—১বিণ. আকাশের রঙ, হালকা নীল, নীলাভ। ২বিণ. স্বর্গীয়, ঐশী (আসমানী কিতাব)। ৩বিণ. আসমান সম্বন্ধীয়।

আসর$_{১}$—১বি. সভা, মজলিস, বৈঠক (গানের আসর)। ['আশ্‌র عشر আ. (দশ অর্থাৎ দশজনে মিলিয়া সভা)]।

আসর$_{২}$, আছর$_{১}$—১বি. অপরাহ্ন, বৈকাল। ২বি. নমাজের ওক্ত বিশেষ। ['আসর عصر আ.]।

আসর$_{৩}$, আছর$_{২}$—১বি. প্রভাব, চিহ্ন, ফল, ক্রিয়া (জিনের আসর)। [আসর اثر আ.]।

আসরফি—দ্র. **আশরফি**।

আসল—১বিণ. খাঁটি, বিশুদ্ধ, অবিকৃত, নির্ভেজাল। [আস্‌ল্‌ اصل আ.]।

আসহাব—বি. হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দ, সাহাবীগণ (আসহাব সকলে হেনকর জ্ঞান—আলাওল)। [আস্‌হাব اصحاب আ.]।

আসহাবে কাহাফ, আসাব কাহাফ—বি. গুহাবাসীগণ—আল্ কোরআনে আছে যে, সাতজন লোক ঈমান রক্ষার্থে একটি গুহায় প্রবেশ করে বহুকাল ঘুমিয়ে থাকে; যখন জেগে ওঠে তখন দেখে যে দেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। [আসহাব-ই-কাহাফ اصحاب كهف আ.]। **আসাব কাহাফী**— বিণ. আসহাব-ই-কাহাফ সম্পর্কিত (আসাব কাহাফী ঘুম ভেঙে

কেউ আসিবেনা গান গেয়ে—আজহার)। [কাহাফ كهف ফা.+ ী ঈ.]।

আসা, আশা—১বি. দণ্ড, লাঠি (আসা হাতে চলছিল মুসা —শাহাদাৎ; পয়গম্বর মুসার তবুত ছিল আশা অদ্ভুত—নজরুল)। ['আসা عصا আ.]। **আসাবরদার**—বি. রাজদণ্ড বহনকারী, শাসক বা মাতব্বর গোছের লোকদের দণ্ডধারী অনুচর।

[عصا আ.+ بردار ফা.]।

আসান, আশান, আছান—১বি. লাঘব (মুস্কিল আসান)। ২বি. উদ্ধার। ৩বি. রেহাই নিষ্কৃতি, মুক্তি, সুবিধা (কিছুটা আসান পেত নিশ্চয়ই—অচিন্ত্য)। ৪ বি. সান্ত্বনা, নিরাময় (দুঃখের দরদী নাই করিতে আসান —পূ.গী.)। ৫ বিণ. সহজ (আসান কাম)। [আসান آسان ফা.]।

আসানী—বি. সহজভাব, আরাম। [আসানী آسانی ফা.]।

আসাব কাহাফ, আসাব কাহাফী—দ্র. **আসহাবে কাহাফ**।

আসামি, আসামী—১বি. অভিযুক্ত, অপরাধী, প্রতিবাদী। ২বি, খাতক. ঋণী. দেন দার। ৩বি. প্রজা। [আসামী آسامی আ.]।

আসার—১বি. নিদর্শন, চিহ্ন ২বি. প্রাচীন চিহ্ন. প্রাচীন কীর্তি। [আসার آثار আ.; এক. اثر (= চিহ্ন)]।

আসালতন, আছালতন্—অব্য. স্বয়ং, নিজে (বাদীকে আসালতন্ জবাব দিতে হইবে)। [ইসালত اصالة (= মূলত)]।

আসুদা—দ্র. **আছুদা**।

আসেব্—বি. প্রেতাত্মা, ভূত (বলে আসেবের আসর হয়েছে উহার উপরে দেখ চেয়ে —নজরুল)। [আসীব آسیب ফা.]।

আসোবার—দ্র. **আসোয়ার**।

আসোয়ার, আসোবার, আসওয়ার, আছওয়ার, আশোয়ার (বিরল)—১বি., বিণ. আরোহী, আরূঢ় (পলায় তুরঙ্গ কাটা গেলে আসোয়ার—কাশী; বোরাকের পূর্বে নবী হৈল আসওয়ার—হেয়াত)। ২বি. অশ্বারোহী সৈন্য (রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলা রাজ আছওয়ার—আলাওল; দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক —রঙ্গলাল)। [প্রা. ফা. আস্ওয়ার; اسوار অস্ওয়ার ফা.]।

আস্কারা —দ্র. **আশকারা**।

আস্তর—দ্র. **অস্তর**।

আস্তাগফেরুল্লাহ্—আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি—কোনো গুনাহের কাজ করিলে ইহা বলিতে হয়। [আস্তাগ-ফিরুল্লাহ্ استغفرالله আ.]।

আস্তানা—১বি. খানকা. আশ্রম (সম্মুখে একটি পীরের আস্তানা— টেকচাঁদ)। ২বি. আড্ডা, বসত (ঝোপঝাড় কাটিয়া আস্তানা সাজাইবার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল— শামসুদ্দীন)। ৩বি. বাসস্থান, আশ্রয়স্থল (শুধু খোরাকি আর আস্তানা— অচিন্ত্য)। [আস্তানহ্ استنه ফা.]।

আস্তাবল—বি. অশ্বশালা, হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু রাখার স্থান (ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে— নজরুল)। [অসত্বল্ اسطبل আ.]

আস্তিন, আস্তীন— বি. কোট, জামা ইত্যাদির হাতা (আস্তিন ছিড়িল আপনার—হেয়াত; নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন— নজরুল)। [আস্তীন آستین ফা.]।

আস্তে—১ক্রি-বিণ. ধীরে (কাজটা আস্তে কর)। ২ক্রি-বিণ. সযত্নে, সন্তর্পণে। ৩ক্রি-বিণ. অনুচ্চকণ্ঠে, মৃদুস্বরে (আস্তে কথা বল)। ৪ক্রি-বিণ. চুপেচুপে, নিঃশব্দে। [আহিস্তহ্ آهسته ফা.]।

আহ্ওয়াল, আওয়াল, আওহাল, আহোয়াল (বিরল)—বি. অবস্থা, দশা, সমাচার (বুঝাইয়া কহ মোরে তাহার আহওয়াল—হামজা; আমি সকলকে ডেকে বলি যে আমার এই আওহাল—গিরিশ)। [আহ্ওয়াল احوال আ.; এক. হাল حال]।

আহ্কাম— ১বি. আদেশ, আজ্ঞা (হুকুম-আহ্কাম)। ২বি. বিধানসমূহ (কিন্তু কেয়ামে আহ্কামে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়—নজিবর)। [আহ্কাম احكام আ.; এক. হুক্ম্ حكم]।

আহদ— বি. অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। ['আহদ্ عهد আ.]। **আহদনামা**—বি. অঙ্গীকার-পত্র।

আহবাব—বি. বন্ধুবান্ধব। [আহ্বাব احباب আ.; এক. হবীব্ حبيب]।

আহমক—দ্র. **আহাম্মক**।

আহমদ— ১বি. সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। ২বি. হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর অন্য নাম। [আহ্মদ احمد আ.]।

আহল—দ্র. **আহেল**।

আহ্লিয়া—বি. স্ত্রী। [আহ্লিয়হ্ اهليه আ.]।

আহ্লিয়াত—বি. যোগ্যতা। [আহ্লিয়ত اهليت আ.]।

আহ্লে—দ্র. **আহেল**।

আহাদ, আল-আহাদ—বি. আল্লাহ্, খোদা, অদ্বিতীয় সত্তা, একক (আহাদ আছিল এক—দৌলত; আল-আহাদের সন্ধানে কর নাই তিল অবসর—শিরাজী)। [আহদ্ احد আ.]

আহাম্মক, আহাম্মুক, আহমক—বিণ. নির্বোধ, বুদ্ধিহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন (তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ—আমি কি আহাম্মক— মোহিত)। [আহ্মক্ব احمق আ.]। **আহাম্মকি, আহাম্মুকি**—বি. মূর্খতা, বোকামি, নির্বুদ্ধিতা (রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মকি—প্রমথ)।

আহেল, আহেলা, আহেলী, আহ্লে, আহ্ল—১বিণ. খাঁটি, খাস, অমিশ্র, আসল (আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে—প্রমথ; আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোহে—প্রমথ; আহেলী বিলাতি বোল—হেম)। ২বিণ. আনকোরা, নতুন। ৩বি. পরিবার। ৪বি. অধিবাসী (আহলে আরব)। [আহল্ اهل আ.]। **আহেল বিলাত, আহেল বেলাত**— ১বিণ. বিদেশ হইতে নবাগত এবং নতুন দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ (আহেল বিলাত নবিশ সাহেব ধর্ম অবতার— হেম)। ২বি. নতুন দেশ, নতুন রাজ্য (আহেল বেলাত খাস করেছো বাস করে মা থাকো থাকো—ঈশ্বর)। **আহেলে ইসলাম**—বি. ইসলামের অন্তর্ভুক্ত লোক, মুসলিম। **আহলে কিতাব**—১বিণ. প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ অনুসারী। ২বিণ. কেতাবী। ৩বি. ইহুদী ও খ্রীস্টান। **আহেলে জবান**—১বিণ. মাতৃভাষাভাষী। ২বি. ভাষাবিশেষজ্ঞ লোক (আহেল জবানের মত উর্দু বলেন)।

আহোয়াল—দ্র. **আহ্ওয়াল**।

[ই]

ইউনানী—১বিণ. গ্রীসদেশীয়, গ্রীক। ২বিণ. হেকিমী (ইউনানী দাওয়াখানা)। [য়ূনানী یونانی আ.; আইওনিয়ন গ্রীক.]।

ইংকার, ইঙ্কার, ইন্‌কার, এন্‌কার—১বি. অস্বীকার (জামিনদার যদি জামিন ইন্‌কার করে—মনসুর)। ২বি. ঘৃণা, [ইন্‌কার انکار আ.]।

ইকরা—ক্রি. পড়। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে-ওহী নাজিল হয় তাহার প্রথম শব্দ (তার প্রথম কথাই হলো ইকরা—ছদর)। ['ইক্‌রা' اقرا আ.]।

ইকরাম—দ্র. **একরাম**।

ইকরার, ইকরারনামা—দ্র. **এক্‌রার**।

ইকলিম, ইকলীম—১বি. অঞ্চল—প্রাচীন ভৌগোলিকগণ তৎকালে পরিচিত সমগ্র পৃথিবীকে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করিতেন; তাহার প্রত্যেকটিকে ইকলিম বলা হইত। ২বি. রাজ্য, দেশ। ৩বি. ভূখণ্ড, জনপদ। [ইক্‌লিম اقليم আ.]।

ইকসির—দ্র. **ইকসীর**।

ইকসীর, ইকসির—১বি. নির্যাস সুধা, elixir। [ইক্‌সীর اكسير আ.]।

ইকামত—দ্র. **একামত**।

ইখতিয়ার—দ্র. **এখতিয়ার**।

ইখতিলাফ—দ্র. **এখতেলাফ**।

ইঙ্কার—দ্র. **ইংকার**।

ইছবগুল—দ্র. **ইসবগুল**।

ইজতিহাদ—দ্র. **ইজতেহাদ**।

ইজতেহাদ, ইজতিহাদ—বি. গবেষণা, আবিষ্কার। [ইজতিহাদ اجتهاد আ.]।

ইজননামা, এজিননামা—বি. চুক্তিপত্র, সম্মতিপত্র। [ইয্‌ন اذن আ. + নামহ্‌ نامه ফা.]।

ইজ্‌মা—দ্র. **এজমা**।

ইজমালি, ইজমালী—দ্র. **এজমালি**।

ইজলাস—দ্র. **এজলাস**।

ইজহার—দ্র. **এজাহার**।

ইজা—বি. জের, আগের পাতার খরচের সমষ্টি পরের পাতার মাথায় লেখা হলে তাকে ইজা বলা হয়। [আইযান্‌ ایضاً আ.]।

ইজাজত—দ্র. **এজাজত**।

ইজাদ১—বি. আবিষ্কার। [ইজাদ ایجاد আ.]।

ইজাদ২—বি. অতিরিক্ত ভূমি। [আয্‌য়দ ازید আ.]।

ইজাফা—১বিণ. বেশি, অধিক (তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকরে—ঘন)। ২বি. যোগ। [ইযাফ্‌হ اضافه আ.]।

ইজাব—বি. প্রস্তাবে সম্মতিসূচক বাক্য, মুসলমানি বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাপক্ষের প্রস্তাব ও কন্যার স্বীকৃতি। [ঈজাব ایجاب আ.]। **ইজাবকবুল**—বি. গ্রহণ করতে সম্মতি, কন্যাপক্ষের বিবাহ প্রস্তাবে কন্যার সম্মতিসূচক বাক্য ও বরের গ্রহণে স্বীকারোক্তি।

ইজার১—দ্র. ইজারা।

ইজার২, ইজের—বি. পায়জামা, পেন্টলুন (চুড়িদার ইজার—পরশু; কোমরবন্দের নীচে, ইজেরের ভাঁজে —মুজতবা)। [ইযার ازار আ.]। **ইযার-বন্ধ, ইজার-বন্ধ**—বি. কোমরে পায়জামা বাঁধার ফিতা (হুসেনের ইজার বন্দ হাতের অঙ্গুরী—হেয়াত)।

ইজারা, ইজার—১বি. ঠিকা, নির্দিষ্ট খাজনায় জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত, lease. ২বি. স্বত্বদখল, একচেটিয়া অধিকার (ওর ওপর খুকীর তখন ইজারা দখল —নজরুল)। [ইজারহ اجاره আ.]। **ইজারাদার**—বি., বিণ. ঠিকাদার, জমি ইজারা নেয় যে। **ইজারা মহল**—বি. ইজারাপ্রাপ্ত জমিজমা।

ইজাহার—দ্র. **এজাহার**।

ইজের—দ্র. **ইজার্‌হ**।

ইজ্জৎ, ইজ্জত—১বি. মান, সম্মান, সম্ভ্রম (মানুষ বলেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী—সত্যেন্দ্র)। ২বি. নারীর পবিত্রতা, সতীত্ব, আব্‌রু, সম্ভ্রম (শাহ্‌বেগমের ইজ্জৎ কোথা—মোহিত)। ['ইয্‌যত عزة আ.]।

ইঞ্জিল, ইঞ্জীল, ইনজিল, ইনজীল—বি. আরবি ভাষায় বাইবেল বা খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম, Gospel, Newtestament (তওরাত ইঞ্জিল ভরি' শুনিল যাঁর আগমনী — নজরুল)। [ইন্‌জীল انجيل আ.]।

ইতিকাদ—দ্র. **এতেকাদ**।

ইতিকাফ—দ্র. **এতেকাফ**।

ইতিবার—দ্র. **এতেবার**।

ইতিরাজ—দ্র. **এতেরাজ**।

ইত্তিফাক—দ্র. **ইত্তেফাক**।

ইত্তিলা—দ্র. **এত্তেলা**।

ইত্তিহাদ—দ্র. **ইত্তেহাদ**।

ইত্তেফাক, ইত্তিফাক, এত্তেফাক—বি. মিল, ঐক্য। [ইত্তিফাক اتفاق আ.]।

ইত্তেহাদ, এত্তেহাদ, ইত্তিহাদ—১বি. ঐক্য। ২বি. বন্ধুত্ব (সব দরিয়াকে বাঁধবে তোমার ইত্তেহাদ— ফররুখ)। [ইত্তিহাদ اتحاد আ.]।

ইদ, ইদগাহ্‌—দ্র. **ঈদ**।

ইদুজ্জোহা, ইদুলফিতর—দ্র. **ঈদ**।

ইদ্দত, ইদ্দৎ, এদ্দাৎ (বিরল)—বি. বিধবা বা তালাক-প্রাপ্তা নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী শরীয়ত নির্দিষ্ট কাল (এখনও এদ্দাৎ সময় উত্তীর্ণ হয় নাই—মশাররফ)। ['ইদ্দত্‌ عدت আ.]।

ইন্‌কিলাব, ইনকেলাব, এনকেলাব, ইনক্লাব—১বি. বিপ্লব, বিদ্রোহ (এই দুনিয়ায় আসছে আবার নওজমানার ইনকিলাব —মোস্তফা)। ২বি. আন্দোলন। [ইনক্বিলাব انقلاب আ.]।

ইনজিল, ইনজীল—দ্র. **ইঞ্জিল**।

ইনশাআল্লাহ্‌, ইনশাআল্লা, ইনশাআল্লাহ্‌ তায়ালা —অব্য. খোদা চাহেত, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বা কৃপায় (ইনশাআল্লাহ্‌, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে- নেসবতে বায়ান্নাসে তালিম লইবে— মনসুর)। [انشاء لله আ.]।

ইনসান, এনসান—বি. মানুষ (খুদার বান্দা ইনসান সেই নাই তার নিস্তার—মোহিত)। [ইনসান انسان আ.]। ইনসানিয়াত, এনসানিয়াত— বি. মানবতা, মনুষ্যত্ব। **ইনসানে কামিল**—১বি. সমুদয় মানবীয় গুণ যাহার ভিতরে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। ২বি. সিদ্ধপুরুষ (আদর্শ মানব বা 'ইনসানে কামিল' গঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—ফরিদী)।

ইনসাফ, এনসাফ—বি. সুবিচার, পক্ষপাতহীন বিচার, ন্যায়বিচার (হক ইনসাফ, সামান্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা বও—ফররুখ)। [ইনসাফ انصاف আ.]।

ইনাম, এনাম—বি. পুরস্কার, বখ্‌শিশ, পারিশ্রমিক (ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে—ভারত; বাদশাহ্ তো হাজার আশরফী এনাম দেবেনই—জোবেদা)। [ইন্'আম انعام আ.]। **ইনাম বখ্‌শিষ, ইনাম বকিসস, এনাম বক্সিস**—বি. পুরস্কার, পারিশ্রমিক (বাজী করলাম, তাম্‌সা করলাম, ইনাম বক্সিস চাই—মৈ-গী; বিস্তর বিস্তর এনাম বক্সিস পাব হইব নেহাল—হামজা)।

ইন্‌কার—দ্র. **ইংকার**।

ইনক্লাব—দ্র. **ইন্‌কিলাব**।

ইন্‌তিকাল—দ্র. **এন্তেকাল**।

ইন্‌তিহা, ইন্তিহা—দ্র. **এন্তেহা**।

ইশয়েত—দ্র. **এশায়েত**।

ইন্তেকাল—দ্র. **এন্তেকাল**।

ইন্তেখাব—দ্র. **এন্তেখাব**।

ইন্তেজার,ইন্তেজারি—দ্র. **এন্তেজার**।

ইন্তেহা—দ্র. **এন্তেহা**।

ইন্নালিল্লাহ্—অব্য. নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য (শূন্য বিমানে ইন্নালিল্লাহ্ ধ্বনি ওঠে অবিরাম— শাহাদাৎ)। [اناالله আ.]।

ইফতার, এফ্‌তার—বি. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সারাদিন রোজা রেখে সূর্যাস্তের পর কিছু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে রোজা ভঙ্গকরণ (সন্ধ্যাকাল হইলে ইফতার কর জলে— আলাওল; শুকনো রুটি আর পানি পাবে, ইফতার সময়ে— ফররুখ)। [ইফতার افطار আ.]। **ইফতারি, এফতারি**— ১বি. যে-খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সারা দিনের রোজা সাঙ্গে করা হয়, ইফতারের জন্য আহার্য ও পানীয় সামগ্রী। ২বি. রোজার মাসে ইফতারকালীন ভোজ-বিশেষ।

ইবতিদা, এবতেদা—বি. শুরু, আরম্ভ। [ইবতিদা ابتداء আ.]।

ইব্‌ন্, ইবনে, এব্‌নে—বি. পুত্র (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন্ যিয়াদ)। [ইব্‌ন্ ابن আ.]।

ইব্‌রানী—বি. হিব্রুভাষা। ['ইব্‌রানী عبرانى আ.]।

ইবলিস, ইব্‌লীস—১বি. শয়তান। ২বি. শয়তানের নাম বি. (রোয়ে ওজ্জা হোবল ইবলিস খারেজিন— নজরুল)। [ইবলিস ابليس আ.]।

ইবাদত, ইবাদৎ—দ্র. **এবাদত**।

ইবাদত বন্দেগী—দ্র. **এবাদত**।

ইবারত, ইবারৎ—দ্র. **এবারত**।

ইমতিহান, ইমতেহান—দ্র. **এমতেহান**।

ইমন—বি. রাগিনী বিশেষ (সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করেন— বিভূতি)। [য়মন يمن আ.]।

ইমসন, ইমসাল—বি. এই বৎসর। [ام = اين (=এই)+ سنه সন্‌হ্ আ., (=বৎসর) سال ফা]।

ইমান, ঈমান—১বি. আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবীরসূলগণ, শেষ বিচারের দিন, ভাগ্যের ভালোমন্দ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান—এসবের উপর বিশ্বাস (আরবে আরবী ভাষে পাইল ইমান— সুলতান)। ২বি. বিশ্বাস। [ঈমান ايمان আ.]। **ইমানদার**— ১বিণ. ধর্ম-বিশ্বাসী, আস্তিক, ধার্মিক। ২বিণ. বিশ্বস্ত। **ইমানদারি,ইমানদারী**—বি. বিশ্বস্ততা, ধর্মশীলতা, সাধুতা।

ইমাম, এমাম—১বি. যিনি নামাজে নেতৃত্ব করেন (কোথায় ইমাম, কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে? — নজরুল)। ২বি. ধর্মীয় নেতা বা পথপ্রদর্শক শাস্ত্রবিদ্ (ইমাম আবু হানীফা, ইমাম বোখারী)। [ইমাম امام আ.]। **ইমামৎ, ইমামতি, ইমামত্ব, এমামতি, এমামত্ব**—১বি. নামাজের নেতৃত্ব, জমাতের নামাজ পরিচালনা করণ। ২বি. নেতৃত্ব (ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর—নজরুল)। **ইমামবাড়া**—বি. মোহররমের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত গৃহবিশেষ যে স্থানে শিয়া সম্প্রদায় মুহর্‌রমের তাজিয়া রাখে। [ইমাম امام আ.+বাড়া बाड़ा হি.]

ইমাম মাহ্‌দী—দ্র. **ইমাম মেহদী**।

ইমাম মেহদী, ইমাম মাহ্‌দী—বি. শিয়াদের শেষ ইমাম—ইসলামের সংস্কারের জন্য তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এই রূপ ধারণা করা হয়।

ইমারত, ইমারৎ, এমারত—বি. দালান, অট্টালিকা, পাকাবাড়ি (ভাষার আশার গড়ি ইমারত—হাসান) [ইমারত عمارت আ.]।

ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লাহ, ইয়াল্লা, ইয়াল্লাহ্—১অব্য. হায় খোদা, ভয় বিস্ময় বা খেদসূচক শব্দ (ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন—পরশু; ইয়াল্লা বলে আকাশ ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল—মুজতবা)। ২অব্য. আল্লাহ্‌কে সম্বোধন (ইয়া আল্লাহ্ = হে খোদা!)। [য়া আল্লাহ্ یاالله আ.]।

ইয়াকুত, এয়াকুত—বি. লালমণি, পদ্মরাগমণি, চুনি, ruby (জড়ো করি লাল পোখরাজ আর ইয়াকুত-ভরা দিন— ফররুখ; এয়াকুত, জমরুদ হীরা মুক্তামণি— আলাওল)। [য়াকুত یاقوت আ.]।

ইয়াজুজ মাজুজ, এয়াজুজ (বিরল)—বি. কুর্‌আনে উল্লিখিত জাতিবিশেষ—কেয়ামতের পূর্বে যাদের আবির্ভাব ঘটবে (সীসা-হস্তে এয়াজুজ বাহির হইল—আলাওল)। [য়াজুজ মাজুজ یاجوج ماجوج আ.]।

ইয়াদ—বি. স্মরণ, খেয়াল (ইয়াদ হইল আর নাহি সরে দেব— হামজা)। [য়াদ یاد আ.]। **ইয়াদগার**—বি. স্মারক-লিপি, স্মরণচিহ্ন, memoran-dum। [য়াদগার یادگار ফা.]। **ইয়াদদস্ত, ইয়াদ-দাস্ত**—১বি. স্মারক-লিপি। ২বি. নোটবই, ডায়েরি। [য়াদদাশ্‌ত یادداشت ফা.]।

ইয়ানত—বি. সাহায্য। [ই'আনত্ اعانت আ.]।

ইয়া নফ্‌সী—অব্য. হায়, আমার নিজের কি হইবে? (ইয়া নফ্‌সীর সত্য হল দুনিয়ার সেরা সত্য— আসকার]। [ইয়া নফসী یانفسی আ.]।

ইয়ানে—অব্য. ইহার অর্থ, অর্থাৎ। [য়া'নে یعنے আ.]।

ইয়ার, এয়ার—১বি. সখা, বয়স্য, বন্ধু (গেলাস-সাথী মস্ত ইয়ার—নজরুল; এ ভব মাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার—দ্বিজেন্দ্র)। ২বি. রসিক্, ফাজিল। [য়ার یار ফা.] **ইয়ারবকশি, ইয়ারবক্সি, ইয়ার বক্সী, এয়ারবক্সি, ইয়ারবন্ধু, এয়ার বন্ধু**—১বি. সমপর্যায়ের বন্ধুবান্ধব (সভাস্থ ইয়ারবক্সির দল—প্রমথ; ঘাসের উপর ইয়ার বক্সী... বসবে—মুজতবা; ইংরাজি নবিশ ইয়ার বকশিকে মদ খাওয়ান—বঙ্কিম)। ২বি. কুকর্মের সঙ্গী।

ইয়াল্লা, ইয়াল্লাহ্—দ্র. **ইয়া আল্লা**।

ইয়াসমিন, জেসমিন—বি. জুঁইফুল (যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের মুগ্ধ ললাট চুমি—ফররুখ। [য়াস্‌মীন یاسمین ফা.]।

ইরশাদ—দ্র. **এরশাদ**।

ইরশাল, ইরসাল, ইর্সাল—১বি. খাজানার চালান। ২বি. খাজানা, কর (তুমি যে রাজার লোক চাহ ইরশাল—ঘন)। [ইর্‌সাল— ارسال আ.]।

ইরাক—বি. মধ্যপ্রাচ্যের দেশবিশেষ। [ইরাক্ব عراق আ.]। **ইরাকী**— ১বিণ. ইরাক দেশীয়, ইরাক জাতীয়, ইরাকে জাত। ২বিণ. ইরাক দেশ সম্বন্ধীয়। ৩বি. ইরাক দেশের অধিবাসী।

ইরাদা—দ্র. **এরাদা**।

ইরান—বি. পারস্যদেশ। [ঈরান ایران ফা.]। **ইরানি, ইরানী**—১বিণ. ইরান বা পারস্যদেশীয়, ইরানে জাত (ইরানি বালিকা যেন মরুচারিণী— নজরুল)। ২বিণ. ইরান বা পারস্য দেশ সম্বন্ধীয়। ৩বি. ইরান বা পারস্য দেশের অধিবাসী।

ইর্সাল—দ্র. **ইরশাল**।

ইলচী—বি. দূত, রাজদূত। [ইল্‌চী ایلچی তু.]।

ইলজাম, ইলযাম—দ্র. **এলজাম**।

ইস্‌ম্—দ্র. **এসেম**।

ইলহান—দ্র. **এলহান**।

ইলহাম—দ্র. **এলহাম**।

ইলাকা—দ্র. **এলাকা**।

ইলাহি—দ্র. **এলাহি**।

ইলিম—দ্র. **এলেম**।

ইল্লৎ, ইল্লত—১বি. নোংরামি, মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা। ২বিণ. নোংরা (সারা মুল্লুক জুড়ে বসে আছে ইল্লত আফগান—মোহিত)। [ইল্লত علت আ.]। **ইল্লতিয়া, ইল্লতে, ইল্লুতে**— বিণ. নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, মলিন (ইল্লুতে মেয়েটার ভোল ফেরাও—অচিন্ত্য)।

ইশবগুল—দ্র. **ইসবগুল**।

ইশা—দ্র. **এশা**।

ইশাদি, ইশাদী, ইসাদি, ইসাদী—বি. সাক্ষ্য। [ইশহাদ اشهاد (=সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা) আ+ঈ সম্বন্ধসূচক ی ফা.]।

ইশারা, ইসারা, এশারা (বিরল)—বি. ইঙ্গিত, সংকেত (নিত্য কালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়—নজরুল)। [ইশারাহ্ اشاره আ.]।

ইশ্‌ক্—দ্র. **এশ্‌ক্**।

ইশ্‌তাহার, ইশতিহার, ইশতেহার, ইস্তাহার, ইস্তিহার, ইস্তেহার, এশতেহার, এস্তেহার—বি. প্রচার পত্র, বিজ্ঞাপন, নোটিস (মুদ্রিত ইশতাহারে ঘোষিত হইল—মনসুর; ইস্তাহার দ্বারা .... হুকুম দেওয়া যাইবেক—বিদ্যা)। [ইশ্‌তিহার اشتهار আ.]।

ইসপগুল—দ্র. **ইসবগুল**।

ইসবগুল, ইসপগুল, ইশবগুল ইছবগুল—বি. ওষধি বীজ বিশেষ [ইসপ্‌গুল اسپغول ফা.]।

ইসবী—দ্র. **ঈসা**।

ইসমাইলি, ইসমাঈলী—বি. মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় বিশেষ। [ইসমাঈল 'আ+ঈ (ی) = اسماعیلی]।

ইসলাম, ইছলাম, এছলাম—১বি. প্রাকৃতিক ধর্ম—হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইহাকে পূর্ণতা দান করিয়া প্রচার করেন। ২বি. আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ। [ইসলাম اسلام আ.]। **ইসলামিয়াত, ইসলামীয়াত**—বি. ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় শাস্ত্র। [ইসলামিয়াৎ اسلاميت আ.] **ইসলামী, ইসলামি**—বিণ. ইসলাম সম্পর্কীয়, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। [ইসলামী اسلام + ঈ, ই= (ى প্রত্যয়)]।

ইসলাহ্—১বি. সংশোধন, সংস্কার। ২বি. বিশুদ্ধি। [ইসলাহ্ اصلاح আ.]।

ইসা—দ্র. **ঈসা**।

ইসাদি—দ্র. **ইশাদি**।

ইসামসি—দ্র. **ঈসামসীহ্**।

ইসারা—দ্র. **ইশারা**।

ইস্‌মে আজম, এছমে আজম, এসমে আজম—বি. মহান নাম যা পাঠ করলে অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা যায় (এছমে আজম তুমি পড় তিন বার, এখন বুঝিয়া নিবে কুদরত আল্লার—হামজা; এস্‌মে আজম এনে মৃত মুসলিমে তুই কর সজীব— নজরুল)। [ইসম-ই-আ'যম اسم اعظم আ.]।

ইসরাফিল, ইসরাফীল, ইস্রাফিল—বি. চারিজন ফেরেশতার অন্যতম—যাঁর শিঙার ফুৎকারে কিয়ামত হবে (বাজে নবসৃষ্টির উল্লাসে ইস্‌রাফিলের শিঙা—নজরুল)। [ইস্‌রাফীল اسرافيل আ.]।

ইস্তক, ইস্তেক—১ অব্য. পর্যন্ত, অবধি (মা-ঠাকরুণ বেহেস্ত পাওয়া ইস্তক—পরশু; ইস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক চামড়ার তালি—মুজতবা)। [ইস্তক استك উ.]। **ইস্তকনাগাদ, ইস্তকলাগাৎ, ইস্ত-নাগাদ**—ক্রি-বিণ. বরাবর, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আগাগোড়া (বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তক-নাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসী বৃত্তিই করে আসছি—নজরুল; মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-নাগাদ—অবনীন্দ্র)। (ইস্তক+লেগায়ৎ لغاية আ.]।

ইস্তফা, ইস্তিফা, ইস্তাফা, এস্তফা, এস্তেফা—১বি. কর্মত্যাগ, জবাব, চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ (কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে—মুজতবা)। [ইস্তি'ফা استعفاء আ.]।

ইস্তাহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্তিকবাল—দ্র. **ইস্তেকবাল**।

ইস্তিখারা—দ্র. **এস্তেখারা**।

ইস্তিগফার—বি. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। [ইস্তিগ্‌ফার استغفار আ.]।

ইস্তিঞ্জা—দ্র. **এস্তেঞ্জা**।

ইস্তিফা—দ্র. **ইস্তফা**।

ইস্তিমাল—দ্র. **এস্তেমাল**।

ইস্তিলাহ্, এস্তেলাহ্—বি. পারিভাষিক শব্দ। [ইস্তিলাহ্ اصطلا আ. বহু. اصطلاحات]। **ইস্তিলাহী**— বিণ. পারিভাষিক। [ইস্‌তিলাহি اصطلاحى]।

ইস্তিহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্তেক—দ্র. **ইস্তক**।

ইস্তেকবাল, ইস্তিকবাল, এস্তেকবাল—বি. অভ্যর্থনা, অভিনন্দন (গেস্ট অব-অনারের ইস্তেকবালের জন্য ইস্তেজার

করিতেছেন— মনসুর)। [ইস্তিক্ববাল استقبال আ.]।

ইস্তেমাল—দ্র. **এস্তেমাল**।

ইস্তেহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্রাফিল—দ্র. **ইসরাফিল**।

ইহানত—বি. ঘৃণা, তাচ্ছিল্য। [ইহানৎ اهانت আ.]।

ইহুদি, ইহুদী—১বি. হিব্রু, প্রাচীন জুডিয়া দেশের লোক। ২বি. প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ jew। [য়হুদী يهودى আ.]

ইহ্‌রাম—দ্র. **এহ্‌রাম**।

ইহ্‌সান—দ্র. **এহ্‌সান**।

[ঈ]

ঈদ,ইদ—১বি. মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয় বিশেষ —ঈদুজ্জোহা ও ঈদুলফিৎর (ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ—নজরুল)। ২বি. খুশি উৎসব। ['ঈদ عيد আ.]। **ঈদ-গা, ঈদগাহ্‌, ইদগাহ্‌**—বি. যেস্থানে একত্র হয়ে ঈদের নামাজ পড়া হয় (আজ পড়বি রে মন ঈদের নামাজ সেই সে ঈদগাহে—নজরুল)। [— گاه ফা.] **ঈদুল আজ্‌হা, ঈদুলজোহা, ঈদজ্জোহা, ইদজ্জোহা, ঈদুজ্জোহা**— বি. জুলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবানী উৎসব (ঈদজ্জোহার তক্‌বির শোন ঈদগাহে— নজরুল)। [ঈদুল-আজ্‌হা عيدالاضحى আ.]। **ঈদুলফিতর, ইদুলফিতর**—বি. শওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে রমজানের রোজাভঙ্গের উৎসব। [ঈদুলফিৎর عيدالفطر আ.]।

ঈমান—দ্র. **ইমান**।

ঈশ্‌ক্—দ্র. **এশ্‌ক্**।

ঈশা—দ্র. **ঈসা**।

ঈসবী—দ্র. **ঈসা**।

ঈসা, ইসা, ঈশা—বি. আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বিশেষ, যিশু, খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক (চলে গেল 'ঈসা', মুসা ও দাউদ—নজরুল)। ['ঈসা عيسى আ.]। **ঈসায়ী, ঈসবী, ইসবী**—১ বিণ. খ্রীস্টীয় (ঈসায়ী, ইসবী সন)। ২বিণ. যিশুর মতাবলম্বী ['ঈসবী عيسوى আ.]।

ঈসামসি—দ্র. **ঈস্ সীহ্**।

ঈসা মসীহ্, ঈসামসি, ইসামসি—১বি. ঈসানবী, যিশু খ্রীস্ট। ২বি. (আল.) আসল বিষয়, মূলকথা (শেষ ইসামসিতে সমাপ্তি—অর্থাৎ বাবুর বংশরক্ষার দুর্ভাবনা— কেদার)। [আ. ঈসা+ মসীহ্ مسيح আ.]।

ঈসায়ী—দ্র. **ঈসা**।

[উ]

উকালত, উকালতনামা, উকিলতি—দ্র. ওকালত।

উকিল, উকীল—১বি. আইন ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী। ২বি. প্রতিনিধি, মুখপাত্র। ৩বি. মুসলমানদের বিবাহে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি লইয়া বরকে জানায় (উকিল বাপ; সে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল—মশাররফ)। [ওয়াকীল وكيل আ.]। **উকিলনামা**—দ্র. **ওকালত**। **উকিলী**—বিণ. উকিলসুলভ (উকিলী বুদ্ধি)।

উছিলা—দ্র. **অসিলা**।

উজবক, উজবুক, উজবুগ, উজ্‌বগ, আজবক, অজবুক—১বিণ আহাম্মক, মূর্খ (কোত্থেকে উজবুকটা এলোরে—শা. হক)। ২বিণ. অশিক্ষিত। ৩বি. উজবেগ, তাতার জাতিবিশেষ। [উয্‌বক ازبك তু.]।

উজরত—বি. পারিশ্রমিক, বেতন। [উজ্‌রত اجرة আ.]।

উজির, উজীর, ওজির, উযীর, ওযীর—বি. মন্ত্রী, অমাত্য (আমি যদি বাদশাহ্‌ হইব তবে তোমার দিগকে ওজির করিব—রাম্‌রাম)। [ওয়াজীর وزير আ.]। **উজীরে আজম, উযীরে আযম**—বি. প্রধানমন্ত্রী। **উযীরে-আলা**—বি. মুখ্যমন্ত্রী। **উজিরি, উজীরি, উজিরালী, উজীরালি**—বি. মন্ত্রিত্ব (উজিরি করা আর মন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করা আমার দ্বারা হবে না—অবনীন্দ্র)। **উজিরজাদা, ওজিরজাদা**—বি. মন্ত্রিপুত্র (ওজিরজাদা বড়ই অনুগ্রহ করেন তাহাকে—রামরাম)। স্ত্রী. উজিরজাদী।

উমদা, উম্‌দা, ওমদা—১বিণ. উত্তম, উৎকৃষ্ট (সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করছেন—মুজতবা)। ২বিণ. মনোহর। ৩বিণ. উপাদেয় (কেমন যেন একটু আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা—মুজতবা)। ['উম্‌দহ্‌ عمدہ আ.]।

উমর—দ্র. **ওমর**।

উমরা$_1$, উমরাহ্‌—দ্র. **ওমরা**।

উমরা$_2$—১বি. হজ্জের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ২বি. জিয়ারত। ['উম্‌রাঃ عمرة আ.]।

উমিদ, উমীদ—দ্র. **উমেদ**।

উমেদ, ওমেদ, উম্মেদ, উমিদ, উমীদ, উম্মীদ—১বি. আশা, আকাঙ্ক্ষা (তার দাওয়াৎ কবুল করবেন হজরত হয় মনে উমীদ—নজরুল)। ২বি. প্রতীক্ষা, অপেক্ষা (যে সকল লোক কর্মের ওমেদে থাকে—ভবানী)। ৩বি. প্রার্থনা। [উম্মীদ্‌ امید আ.]।

উমেদার, ওমেদার, উমেদওয়ার, উম্মেদওয়ার, উম্মীদওয়ার—১বিণ. প্রত্যাশী, প্রার্থী। ২বিণ. চাকুরীপ্রার্থী, কর্ম-প্রত্যাশী (ওমেদার ব্যক্তি সুপারিশ আনিবামাত্র —ভবানী; হোম সাহেবকে তেমনি ওমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে—বঙ্কিম)। ৩বি. মোসাহেব, স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের মনস্তুষ্টি সম্পাদনকারী ব্যক্তি (একশ বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন—বিদ্যা)। [উম্মীদ্‌ওয়ার امیدوار ফা.]। **উমেদারি, উমেদারী, ওমেদারি**—১বি. চাকুরি প্রার্থনা, চাকুরির আশায় অন্যের নিকট ঘোরাঘুরি (অফিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল—রবীন্দ্র)। ২বি. মোসাহেবি (তাহারাই চিরকাল ওমেদারি করিয়া থাকে—ভবানী)।

উম্মত—১বি. শিষ্য, অনুচর (নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে—শিরাজী)। ২বি. জাতি [উম্মৎ امة আ.]।

উম্মীদ—দ্র. **উমেদ**।

উম্মীদওয়ার—দ্র. **উমেদার**।

উম্মেদ—দ্র. **উমেদ**।

উম্মেদওয়ার—দ্র. **উমেদার**।

উযীর—দ্র. **উজীর**।

উযু—দ্র. **অজু**।

উরস, ওরস—বি. অলী দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকী এবং সেই উপলক্ষে দোয়া ও যিয়াফত। ['উরস عرس আ.]। **উর্‌স্-শরীফ**—বি. অলীদরবেশের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁহাদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠানবিশেষ (পীরের মাজারে অনুষ্ঠিত উর্‌স শরীফ...)।

উরুমাল, উরমাল—১বি. রুমাল, মুখ ইত্যাদি মুছিবার জন্য বস্ত্রখণ্ডবিশেষ (ধায় পাইক চাপ ঢাল, ঢালে বান্ধে উরুমাল —কঙ্কণ)। [রুমাল رومال ফা.]।

উর্দি, উর্দ্দি, উর্দী, উর্দ্দী— বি. কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, uniform (... তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে—মুজতবা)। [ওয়ারদী وردی তু.]।

উর্দু, উর্দূ, ঊর্দূ—১বি. আরবি ফার্সি শব্দবহুল এবং ফার্সি লিপিতে লিখিত হিন্দিভাষা। ২বি. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। [উর্দূ اردو তু.]। **উর্দূনবীশ** —বি. যে উর্দূভাষায় লেখাপড়া জানে। **উর্দূওয়ালা**—বিণ. উর্দূভাষী, উর্দূভাষা বলে এমন (পশ্চিমের কোন উর্দূওয়ালা বিবিকে...—অচিন্ত্য)। **উর্দূ বাজার**— বি. সেনানিবাস সংলগ্ন বাজার। [— بازار ফার্সী.)।

উর্দ্দী—দ্র. উর্দি।

উলফত, উলফৎ, ওলফৎ—বি. বন্ধুত্ব, প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি। [উল্‌ফৎ الفت আ.]

উলমা—দ্র. উলামা।

উলা—বিণ. প্রথম, সর্বোচ্চ। [উলা সর্বোচ্চ اولی আ.]। **উলাজমাত, জামাতে উলা**—১বি. প্রথমশ্রেণী। ২বি. পুরাতন নিয়মে মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণী যা প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির দ্বাদশ শ্রেণীর তুল্য।

উলামা, উলমা, ওলামা, ওলমা—বি. ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ, আলিম সম্প্রদায় (আলিম ওলমা নাহি করেন্ত আদর— আলাওল)। ['উলামা॰ علما আ.]। **উলামায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম**— বি. সম্মানিত ইসলামী শাস্ত্রবিদ্‌গণ (ওলামায়ে কেরামকে সম্মান করা ইসলাম তথা তার রসুলকে সম্মান করা— নজিবর)।

উশুল—দ্র. **উসুল**।

উসুল১, উশুল—১বি. আদায় (তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো—কালী সিং)। ২বি. জমা (প্রজারা বলে আমরা খাজনা দিতেছি. নায়েব উসুল দেয়না— বঙ্কিম)। [ওয়াসূল وصول আ.]।

উসুল২, উসূল— ১বি. মূলনীতিসমূহ। [এক. আসল; উসূল اصول আ.]।

উস্তাগর—দ্র. **ওস্তাগর**।

উস্তোয়ার—দ্র. **ওস্তওয়ার**।

[ঊ]

ঊর্দী—দ্র. উর্দি।

ঊর্দু—দ্র. উর্দু।

[এ]

এওজ, এওয, এউজ, এওয়াজ, এয়োজ— ১বি. বদল, বিনিময়, পরিবর্ত। ২বি. প্রতিনিধি। ['ইওয়ায عوض আ.]। ক্রি.-বিণ.—এওযে। **এওজ-বদল, এওজ-**

তরাজ— বি. পরস্পর বিনিময়। **এওজী, এউজি, এউজী, এওয়াজি, এওয়াজী**— বিণ. বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রাপ্ত (এওজী জমি)।

একতর—ক্রি-বিণ. একপ্রকার, একরকম, একধরনের। [হি. এক+তরহ্ অথবা য়ক্ يك ফা.+তরহ্ طرح আ.]। **একতরফ**— বি. একপক্ষ. একদিক, একপার্শ্ব। [য়ক يك ফা.+তরফ্ طرف আ] **একতর্‌ফা**— ১বি. বিণ. শুধু একপক্ষ বিবেচনা করে কৃত বা মীমাংসিত, একপক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে (ও রকম একতরফা ডিগ্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়—প্রমথ)। [— তরফা طرفه ফা.]। **একদম** — ১বিণ. পুরাপুরি, সম্পূর্ণ, অত্যন্ত (সুর একদম করুণ—কেদার)। ২ক্রি. বিণ. মোটেই, একেবারেই, আদৌ (একদম জানে না)। ৩বি. এক নিঃশ্বাস। [—+দম دم ফা.]। **একদিল**—বিণ. সমমনোভাব বিশিষ্ট, অভেদাত্মা। [—দিল دل ফা.]। **একবার**— ক্রি-বিণ. একমসয় (একবার যখন তার জ্বর হয়েছিল)। [—+বার بار ফা.]।

একতেদা— বি. ইমামের অনুসরণ, পশ্চাদ-গমন। [ইক্তিদা اقتدا আ.]।

একরাম, ইকরাম—বি. শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভদ্রতা, সম্মান প্রদর্শন (এনাম একরাম তুমি কি দিবে আমায়—হামজা; তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া—রামরাম)। [ইক্‌রাম اكرام আ.]।

একরার, ইকরার—১বি. স্বীকার, কবুল (সকল ডাকাইত একরার করিলেন— বঙ্কিম)। ২বি. প্রতিজ্ঞা, শপথ। ৩বি. চুক্তি। [ইক্বরার اقرار আ.]। **একরার নামা, ইকরার নামা**— ১বি. চুক্তিপত্র, অঙ্গীকারপত্র। (সমাজের ইকরারনামায় কস্মিনকালে বাঁধা হয়নিকো তাই বাসা— বিষ্ণু)। ২বি. প্রতিজ্ঞাপত্র, হলফনামা, শপথনামা।

একরোখা—বিণ. দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ হয় এমন, একগুঁয়ে। [য়ক يك+রুখ رخ ফা.]।

একলপ্ত—বিণ. লাগালাগি, সংলগ্ন, সংযুক্ত, অখণ্ড (মাটি কিন্তু একলপ্ত ভাবে নেই, খণ্ড খণ্ড ভাবে আছে— প্রমথ)। [ফা. য়কলখ্‌ত يك لخت ফা.]।

একশা, একসা—১বিণ. একসঙ্গে মিলিত, একত্র (ঠাকুর-কুকুর একসা করে নড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি— সত্যেন্দ্র)। ২বিণ. মিশ্রিত, একাকার। [য়কসাঁ يكسان ফা.]।

একসা—দ্র. **একশা**।

একাট্টা, এককাট্টা—১বিণ. একজোট, দলবদ্ধ, সংহত (সেই জমিদার মহাজনরাই যখনি একাট্টা হইয়া পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করেন—মনসুর)। ২বিণ. একস্থানে জড়, সমবেত। [একাট্টা اكٹها হি.]।

একাব্বরী—দ্র. আকবরী।

একামত, একামৎ, ইকামত, আকামত, আকামৎ—বি. ফরজ নামাজের প্রারম্ভে উচ্চারিত আজানের প্রায় অনুরূপ শব্দাবলি (তাড়াতাড়ি আকামত করে নমাজ শুরু করে দিলাম— ইমদাদ)। [ইক্বামৎ اقامت আ.]।

একিদা—দ্র. আকিদা।

একিন. একীন—বি. স্থির বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় (আমার ওপর তোমার একিন নাই— ইমদাদ)। [য়ক্বীন يقين আ.]।

একিনী, একীনী—বিণ. নিশ্চিত, দৃঢ়। [য়ক্বীনী يقينى আ.]।

এক্কা, এক্‌কা—বি. দুই চাকাবিশিষ্ট এক ঘোড়ার গাড়ি (যেই স্থানে দলে দলে মোসলেম নিচয় শোভিত মসজিদে, পথে এক্কার উপরে—কায়কোবাদ)। [য়ক্কা يكه হি.]

এক্তিয়ার, এক্তেয়ার—দ্র. **এখতিয়ার**।

এখতিয়ার, ইখতিয়ার, এক্তিয়ার, এক্তেয়ার— ১বি. অধিকার, ক্ষমতা (রাজা বর্তমান থাকতে নিজের হাতে বিচার ভার লওয়ার কোনো এক্তেয়ার কারো নাই—মশাররফ)। [ইখ্‌তিয়ার اختيار আ.]।

এখতেলাফ, ইখতিলাফ— বি. পার্থক্য, অনৈক্য, মতভেদ। [ইখ্‌তিলাফ اختلاف আ.]।

এগানা—বি. আত্মীয়, স্বজন, আপন (গরীবকে এরা বড়ই হেকারত করেন—তা সে এগানাই হোক্ আর বেগানাই হোক—ইমদাদ)। [য়গানহ্ يگانه ফা.]। **এগানা-বেগনা**—১বি. আত্মীয় অনাত্মীয়। ২বি. আপনপর। [—বেগানহ্ بيگانه —ফা.]।

এছবাত—বি. স্বীকৃতি জ্ঞাপন (সে নফি হইতে এছবাতে পৌঁছিতে পারিবে—আহ্‌ছান)। [ইছ্‌বাত اثبات আ.]

এছমে আজম—দ্র. **ইস্‌মে আযম**।

এছলাম—দ্র. **ইসলাম**।

এজমা, ইজ্‌মা—১বি. ইসলামী শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'সর্বসম্মত মত'। ২বি. মতৈক্য। [ইজ্‌মা' اجماع আ.]।

এজমালি, ইজমালি, ইজমালী—বিণ. যৌথ, সাধারণ, একাধিক জনের অধিকারভুক্ত (সাজ্‌রে তামুক নামুক দেয়া, দুক্ষু ত ইজ্‌মালি— নজরুল)। [ইজমালী اجمالى আ.]।

এজলা—বি., বিণ., নীচ, ইতর, দুষ্ট। [রযীল رذيل আ.]।

এজলাস, ইজলাস—বি. বিচারাসন, বিচারালয় (হাকিমের ইজ্‌লাস পর্যন্ত যায় নাই—মশাররফ)। [ইজলাস اجلاس আ.]।

এজহার—দ্র. **এজাহার**।

এজাজত, ইজাজত—বি. অনুমতি, সম্মতি [ইজাযৎ اجازت আ.] **এজাজত নামা**—বি. অনুমতিপত্র, ছাড়াপত্র, Permit, licence।

এজাহার, এজহার, এজেহার, ইজহার, ইজাহার—১বি. কোন ফৌজদারী ঘটনা সম্পর্কে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি (বলুন আপনার এজাহার কি ?—মশাররফ)। [ইয্‌হার اظهار আ.]।

এজিন—দ্র. **এজেন**।

এজিননামা—দ্র. **ইজননামা**।

এজেন, এজিন—বি. মুসলমানের বিবাহে পাত্রীর প্রদত্ত সম্মতি বা অনুমতি (বিয়ে পড়ানোর কালে দুলহিনের এজেন নেওয়া ছিল এক মস্ত কঠিন ব্যাপার—ইব্রাহীম)। [ইয্‌ন্ اذن আ.]।

এজেহার—দ্র. **এজাহার**।

এত্তাহাম—বি. অমূলক সন্দেহ, ভিত্তিহীন, দোষারোপ, মিথ্যা অভিযোগ (ঠক চাচা এত্‌তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে—টেকচাঁদ।) [ইত্‌তিহাম اتّهام]।

এতবার$_1$, এৎবার—দ্র. **এতেবার**।

এতবার$_2$, এতোয়ার—বি. রবিবার [এত্‌ওয়ার اتوار হি;]।

এতলা—দ্র. **এত্তেলা**।

এতালা—দ্র. **এত্তেলা**।

এতিম, এতীম—১ বি. মাতাপিতাহীন বালকবালিকা (নিঃস্ব ও এতিম হইলে—বরকত)। ২বিণ. অনাথ, অসহায়। [য়তীম্ يتيم আ.]। **এতিমখানা**—বি. অনাথা-শ্রম, Orphanage ।

এতেকাদ, ইতিকাদ—বি. বিশ্বাস, প্রত্যয়, ভক্তি। [ই'তিক্বাদ اعتقاد আ.]।

এতেকাফ, এহ্‌তেকাফ, ইতিকাফ—বি. ইবাদতের উদ্দেশ্যে রমজান মাসের শেষ ভাগে নির্দিষ্ট কালের জন্য মসজিদে অবস্থিতি (সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ সাধনের জন্য এহ্‌তেকাফে বসিয়াছেন—মনসুর)। [ই'তিকাফ اعتكاف আ.]।

এতেবার, এৎবার, এতবার, ইতিবার—১বি. বিশ্বাস, প্রত্যয় (এই লোকটাই যে অত বড় নামজাদা সর্দার এৎবার হয়না—মনসুর)। ২বি. নির্ভর, ভরসা, আস্থা (হাতেম কহেন আমি না করি এত্‌বার—হামজা)। ৩বি. বিবেচনা, সমাদর। [ই'তিবার اعتبار আ.]।

এতেলা—দ্র. **এত্তেলা**।

এতেরাজ, ইতিরাজ—১বি. আপত্তি। ২বি. বিরোধিতা। ৩বি. সমালোচনা। [ই'তিরায اعتراض আ.]।

এত্তেফাক—দ্র. **ইত্তেফাক**।

এত্তেলা, এত্তলা, এতলা, এতেলা, এতালা, ইত্তিলা —বি. সংবাদ, খবর, নোটিস (এই সময়ে সাহেবের এত্তেলা পেয়ে বলাই মনে মনে একটু বিরক্তই হয়—জাফর; হুজুরতক এ-বিষয় এত্তলা করেনা—রামরাম; হাসিয়া তাহার এজাহার নিয়ে প্রথম এতালা কাটি—রজনী)। [ইত্তিলা' اطلاع আ.]। **এত্তেলা নামা**—বি. সমন, বিজ্ঞাপন, লিপিবদ্ধ বর্ণনা।

এত্তেহাদ—দ্র. **ইত্তেহাদ**।

এদ্দাৎ—দ্র. **ইদ্দত**।

এন্‌কার—দ্র. **ইংকার**।

এনকেলাব—দ্র. **ইনকিলাব** /

এনসান, এনসানিয়াত—দ্র. **ইনসান**।

এনসাফ—দ্র. **ইনসাফ**।

এনাম, এনাম-বক্সিস—দ্র. **ইনাম**।

এনায়েত, ইনায়েত—বি. অনুগ্রহ, দান। ['ইনায়ৎ عنايت আ.]।

এন্তাকাল—দ্র. **এন্তেকাল**।

এন্তাজার, এন্তাজারি—দ্র. **এন্তেজার**।

এন্তেকাল, এন্তাকাল, ইন্‌তিকাল, ইন্তেকাল—বি. মৃত্যু। [ইন্‌তিকাল انتقال আ.]।

এন্তেখাব, ইন্তেখাব—বি. নির্বাচন। [ইন্‌তিখাব انتخاب আ.]।

এন্তেজার, এন্তেজারি, এন্তাজার, এন্তাজারি, ইন্‌তিজার, ইন্তেজার, ইন্তেজারি—বি. প্রতীক্ষা, আগ্রহের সহিত অপেক্ষা (এন্তেজারি ভাল লাগেনা—মুনীর; কিছুক্ষণ ইন্তেজার করিয়া বিবিসাহেব চেয়ারের পিছনে আসিলেন—মনসুর)। [ইন্‌তিযার. انتظار আ.]।

এন্তেহা, ইন্‌তিহা, ইন্তিহা, ইন্তেহা—বি. অন্ত, সীমা, শেষ। [ইন্‌তিহা انتهاء আ.]।

এফতার, এফতারি—দ্র. **ইফতার**।

এবতেদা—দ্র. **ইবতিদা**।

এব্‌নে— দ্র. **ইব্‌ন্**।

এবরা—১বি. অব্যাহতি, রেহাই, মুক্তি, দেনা থেকে অব্যাহতি। ২বি. অগ্রাহ্য, নামঞ্জুর, বাতিল (আদালত তার সাক্ষীকে এবরা করেছেন)। [ইব্‌রা ابرا আ.]।

এবাদত, এবাদৎ, ইবাদত, ইবাদৎ—বি. উপাসনা, প্রার্থনা (যদি বা আলিমে করে অল্প এবাদত—আলাওল; তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই, এই এবাদত বিনা রে—নজরুল)। [ইবাদৎ عبادت আ.]। **এবাদত খানা**—বি. (ফতেপুর সিক্রিতে) আকবরের বিখ্যাত ধর্মচর্চার আসর। ২বি. উপাসনালয়। **এবাদতগাহ্**—বি. উপাসনার স্থান, মসজিদ। **এবাদত-বন্দেগী, ইবাদতবন্দেগী**—বি. উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা (খোদাতালার এবাদত-বন্দেগী করে আইউব পরম শান্তিতে বাস কচ্ছিলেন—ফজলল)।

এবারত, এবারৎ, ইবারত, ইবারৎ—১বি. রচনারীতি, বাগ্‌ধারা (... এবারত দেখে লিখার ভাবভঙ্গী চিন্তে পার কার লেখা? —মশার্‌রফ)। ২বি. মুসাবিদা, খসড়া (কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্থ—দীনবন্ধু)। ৩বি. রচনা, বিবরণ (এবারত লেইখ্যা যত কুচ্ছা যে করিল—মৈ-গী)। [ইবারৎ عبارت আ.]।

এমতানাই, এমতেনাই— বি. নিষেধ, injunction। [ইম্‌তিনা' امتناع আ.]।

এমতেহান, ইমতেহান, ইমতিহান—বি. পরীক্ষা (এম্‌তেহান লওয়ার সুযোগ কারো হয় নাই —মনসুর)। [ইম্‌তিহান امتحان আ.]।

এমাম, এমামতি, এমামত্ব—দ্র. **ইমাম**।

এমারত—দ্র. **ইমারত**।

এয়াকুত—দ্র. **ইয়াকুত**।

এয়াজুজ—দ্র. **ইয়াজুজ মাজুজ**।

এয়ার, এয়ার বক্সি, এয়ারবন্ধু—দ্র. **ইয়ার**।

এরশাদ, ইরশাদ—বি. আদেশ, নির্দেশ (এরশাদ ফরমাইলেন— মনসুর)। [ইরশাদ ارشاد আ.]।

এরাদা, ইরাদা, এরাদ্দা—বি. সংকল্প, অভিপ্রায়, ইচ্ছা (তা কি করবেন, এরাদা করেছেন—ইমদাদ)। [ইরাদাহ্ ارادہ আ.]।

এরেম—১বি. স্বর্গোদ্যান (এরেম উদ্যানে যথা আনন্দে মাতিয়া— শিরাজী)। [ইরম ارم আ.]।

এলজাম, এলযাম, ইলজাম, ইলযাম—বি. অপবাদ, অভিযোগ, দোষারোপ (তাকে স্বার্থপরতার এল্‌জাম দিল—মনসুর)। [ইলযাম الزام আ.]।

এলম্—দ্র. **এলেম**।

এলযাম—দ্র. **এলজাম**।

এলহান, ইলহান—বি. কণ্ঠস্বর, সুর (গাহে বুলবুল খোশএল্‌হান— নজরুল)। [ইল্‌হান্ الحان আ.]।

এলহাম, ইলহাম—বি. ঐশী প্রেরণা, প্রত্যাদেশ (খোদার দরবার থেকে এলহামের অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন—মনসুর)। [ইলহাম الهام আ.]।

এলাকা, এলেকা, ইলাকা—বি. অঞ্চল, প্রদেশ (যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায়না—রবীন্দ্র)। ২বি. সম্পর্ক, সংস্রব, সম্বন্ধ। ৩বি. সীমা (পানের ছোপ তেম্নি চলে

এসেছে গালের এলেকায়— অচিন্ত্য)। ৪বি. দখল। ['ইলাক্বঃ علاقه আ.]।

এলাজ—১বি. চিকিৎসা, আরোগ্য (আমার রোগের এলাজ কর পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা—নজরুল)। ২বি. প্রতিষেধক ঔষধ (এলাজ বান্ধিল তার ঘায়ের উপরে—হামজা)। ৩বি. শাসন (লেড়কা ভাল হবে—নরম হবে। বেতমিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব — টেকচাঁদ)। ['ইলাজ علاج আ.]।

এলান—বি. বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা। [ই'লান اعلان আ.]।

এলাহি, এলাহী, ইলাহি—১বি. আল্লাহ্, খোদা, ঈশ্বর (ইলাহিরে অস্তুতি কহিলা বহুতর —সুলতান)। ২বিণ বিরাট, বৃহৎ (এলাহি কাণ্ড কারখানা)। [ইলাহী الهى আ.]। **এলাহিকাণ্ড, এলাহি-কারখানা, এলাহি ব্যাপার**—বি. বিরাট ব্যাপার, মহাধূমধাম (এইতো এলাহি ব্যাপার—মনোজ)। **এলাহি গজ**—বি. সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ৪১ অঙ্গুলি বা ৩৩ ইঞ্চি পরিমিত গজ। **এলাহি জায়গা** —বি. সুবিস্তৃত স্থান, বিস্তীর্ণ জায়গা (নিষিদ্ধ শহরের ভেতরে এক এলাহি জায়গা—মনোজ)। **এলাহি সন**—সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। **দীন-ই-এলাহী** —বি. আকবর প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ।

এলেকা—দ্র. **এলাকা**।

এলেম, এলম্, ইল্ম্, ইলিম—বি. বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আপনি এত কম ইলেম নিয়ে—ওহীদ)। ['ইলম علم আ.]।

এলেমদার—১বি. বিণ. বিদ্বান, জ্ঞানী, সুধী (পরে এ সেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার —মনোজ)। ২বি. বিণ. অভিজ্ঞ, সুদক্ষ। **এলেমবাজ**—১বিণ. বিদ্বান, জ্ঞানী। ২বিণ. বুদ্ধিমান, সুচতুর। ৩বিণ. বুদ্ধিমান, কার্যকুশল। **এলমেদীন**— বি. ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মশিক্ষা (এলমেদীনের পরিবর্তে এল্মে দুনিয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—ইমদাদ)। *এলমে দুনিয়া*—বি. ব্যবহারিক জ্ঞান, সাংসারিক শিক্ষা। **এল্মে লাদুন্নী** (লাদুন্নি) —বি. ঐশীজ্ঞান, স্বয়ম্ভু জ্ঞান (এলমে লাদুন্নির ফয়েয হাসেল করিয়াছি—মনসুর)। [ইল্ম্-ই-লাদুন্নীعلم لدنى আ.]। **তালিব-ই-ইল্ম**— বি. ছাত্র, বিদ্যার্থী। [طالب علم আ.]।

এশা, ইশা—১বি. রাত্রিকালীন ফরজ নমাজের সময়। ২বি. রাত্রিকালীন ফরজ নমাজ (এশার ওক্তে মসজিদে ওযে দেয় আজান— মোহিত)। ৩বি. রাত্রির প্রথম যাম। ['ইশা' عشاء আ.]।

এশারা—দ্র. **ইশারা**।

এশ্ক্, ইশ্ক, ঈশ্ক্, এস্ক, আশক, আসক—১বি. প্রেম, প্রণয় (এশক্ হাসেল করিয়া ফেলিল নাকি?—মনসুর; আসকে আকুল হৈয়া করে হায় হায়—হামজা; পিরীতি আসকে সদাই থাকিব—চণ্ডী)। ২বি. আসক্তি, অনুরাগ। ['ইশ্ক্ব عشق আ.]। **এস্কে দেওয়ানা**—বি. প্রেমের পাগল (তিনি এস্কে দেওয়ানা বা প্রেমের পাগল নামক মারফতী গীতের পুঁথি লেখেন—মুর্তাজা)।

এশ্তেহার—দ্র. **ইশ্তাহার**।

এসলাম—দ্র. **ইসলাম**।

এস্তেখারা—দ্র. **এস্তেখারা**।

এসমে আজম—দ্র. **ইসমে আজম**।

এস্ক—দ্র. এশ্‌ক্।

এস্তফা—দ্র. **ইস্তফা**।

এস্তাদা—বি. আয়োজন বন্দোবস্ত (খাওয়াছ ভেজিয়া দেয় এস্তাদা করিতে — হামজা)। [ইস্‌তি'দাদ استعداد আ.]।

এস্তেকবাল—দ্র. **ইস্তেকবাল**।

এস্তেখারা, এস্‌তেখারা, ইস্তিখারা —বি. স্বপ্নের মাধ্যমে শুভাশুভ বিবেচনার পদ্ধতি বিশেষ (অল্পদিন পূর্বে এস্তেখারা করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন — মনসুর)। [ইস্‌তিখারাহ্‌ استخاره আ.]

এস্তেঞ্জা, ইস্তিঞ্জা—বি. মল-মূত্র ত্যাগান্তে পবিত্রতা লাভ। [ইস্তিন্‌জা استنجاء আ.]।

এস্তেফা—দ্র. **ইস্তফা**।

এস্তেমাল, ইস্তিমাল, ইস্তেমাল—১বি. ব্যবহার, প্রয়োগ (হাদিস কোরআনের বাহিরের এক আলফাযও এস্তেমাল করিতেন না— মনসুর)। ২বি. অনুশীলন, অভ্যাস। [ইসতি'মাল استعمال আ.]।

এস্তেলাহ্—দ্র. **ইস্তিলাহ্**।

এস্তেহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

এহ্‌তেকাফ— দ্র. **এতেকাফ**।

এহ্‌তেলাম, ইহ্‌তিলাম—বি. স্বপ্নদোষ। [ইহ্‌তিলাম احتلام আ.]।

এহ্‌রাম, এহেরাম, ইহেরাম, ইহ্‌রাম—বি. হজ্জের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান (যত সব হাজিগণে তথা গিয়ে বান্দে এহেরাম— সুলতান)। [ইহ্‌রাম احرام আ.]।

এহ্‌সান, ইহ্‌সান—বি. উপকার, অনুগ্রহ (মানিব জেন্দেগী ভর তোমার এহ্‌সান)। [ইহসান احسان আ.]।

এহেরাম—দ্র. **এহ্‌রাম**।

[ঐ]

ঐস্লামিক—বিণ. ইসলাম সম্বন্ধীয় (ইহা কখনও ঐস্লামিক বিধিসম্মত নয়— শিরাজী)। [ইসলাম اسلام আ.+ইক]।

[ও]

ওআদা—দ্র. **ওয়াদা**।

ওকালত, ওকালৎ, উকালত—১বি. উকিলের কাজ বা চাকরি। ২বি. ভারার্পণ, মনোনয়ন। [ওয়াকালত وكالت আ.]। **ওকালতনামা, উকালতনামা, উকিল নামা**—বি. উকিলের প্রতি ক্ষমতা অর্পণের পত্র, আমমোক্তার নামা, Power of attorney। **ওকালতি, উকিলতি** —১বি. উকিলের পেশা। ২বি. বিশেষ পক্ষ সমর্থন।

ওকিবহাল—দ্র. **ওয়াকিফ**।

ওকুফ, ওয়াকুফ—১বি. জ্ঞান, বুদ্ধি, (আক্কেল ওকুফ গেল হইল অজ্ঞান— গরীব)। ২বি. বিবেচনা। [ওয়াকু'ফ وقوف আ.]। **বেওকুফ, বেওয়াকুফ, বেকুব**—বি. বুদ্ধি বিবেচনাহীন ব্যক্তি (তোমার মত বেওকুফ খুব কমই দেখা যায়)। [বে بے ফা.+ওয়াকু'ফ وقوف আ.]।

ওক্ত, ওক্‌ত, অক্ত, ওয়াক্ত—১বি. সময়, কাল (এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর—নজরুল)। ২বি. সুযোগ, উপযুক্ত সময় (কমবক্‌তি ওক্‌ত গেল তক্ত যাবে ফাঁক—হেম)। ৩বি. নির্দিষ্ট সময়—বিশেষত নামাজের সময় (পঞ্চ ওক্ত তুমি সবে নমাজ গুজারি—সুলতান)। [ওয়াক্বত وقت আ.]। **ওক্তিয়া, ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া**—বিণ.

নির্ধারিত সময়ের, নির্দিষ্ট ওক্তের (ওক্তিয়া নমাজ : মোরা যে পাঁচ ওয়াক্তি নমাজ করি—বঙ্কিম)। [ওয়াক্‌তিয়া, ওয়াক্‌তী وقتی- وقتیه]।

ওগএরহ্, ওগয়রহ—দ্র. **ওগায়রাহ্**।

ওগায়রাহ্, ওগয়রহ্, ওগএরহ—অব্য. ইত্যাদি, প্রভৃতি, আর, অন্যান্য (বঙ্গদেশের যশহর ওগএরহের জমিদার — রামরাম)। [ওয়াগয়রহ্ وغیره আ.]। **ওগায়রা-ওগায়রা**—অব্য. ইত্যাদি ইত্যাদি (ওগায়রা-ওগায়রা বয়ান করিলেন—মনসুর)।

ওছি, ওছী—দ্র. **অছি**।

ওছিয়ত—দ্র. **অসিয়ত**।

ওছিলা—দ্র. **অসিলা**।

ওজন—১বি. মাপ, তৌল। ২বি. গুরুত্ব। ৩বি. মর্যাদা (সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে—বঙ্কিম)। ৪বি. ক্ষমতা, শক্তি, সংগতি। [ওয়ায্‌ন وزن আ.]। **ওজনদার**—১বিণ. ভারি ও পুরু (রীতিমতো ওজনদার পর্দায় ঘেরা—মনোজ)। ২বিণ. গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাশীল। [—দার= دار ফা.]।

ওজর—১বি. আপত্তি (তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেনা—টেকচাঁদ)। ২বি. মিথ্যা অজুহাত, ছল (কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন —বিদ্যা)। ৩বি. কৈফিয়ৎ (কি থাকতে পারে তোর ওজর—নজরুল)। ['উয্‌র عذر আ.]।

ওজারত—বি. উজিরের পদ, মন্ত্রিত্ব। [ওয়াযারৎ وزارت আ.]।

ওজিফা, ওজীফা, ওযীফা, অজীফা—১বি. দৈনিক নির্দিষ্ট সময় তসবীহ পড়া বা তদ্রূপ ধর্মকার্য। ২বি. দৈনিক নির্দিষ্ট ভাতা। [ওয়াযীফহ্ وظیفه আ.]।

ওজির, ওজিরজাদা—দ্র. **উজির**।

ওজীফা—দ্র. **ওজিফা**।

ওজু—দ্র. **অজু**।

ওজুদ—১বি. দেহ (ভয়েতে ওজুদ কাঁপে—হামজা)। ২বি. অস্তিত্ব। [ওয়াজুদ وجود আ.]।

ওজুনামা, ওজুহ্‌নামা—বি. কার্যের অথবা মোকদ্দমার কারণ সংক্রান্ত কাগজপত্র। [ওয়াজুহ্ وجوه আ. + নামহ্ نامه ফা.]।

ওজুহাত—দ্র. **অজুহাত**।

ওজুহ্‌নামা—দ্র. **ওজুনামা**।

ওজেবাদ—বি. কিছু অংশ বিয়োগ করণ। [ওয়ায্ وضع + ই + ব'য্ بعض আ.]।

ওফা—বি. অঙ্গীকার পূরণ, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য। [ওয়াফা وفا আ.]। **বেওফা**—বিণ. অবিশ্বস্ত. অঙ্গীকার পালন করে না এমন [بے ফা. + وفا আ.]।

ওফাদার—বিণ. অনুগত, বাধ্য, বশ, বিশ্বস্ত (বড় ওফাদার তেরা মকবেল সরদার—হামজা)। **ওফাদারি, ওফাদারী**—বি. আনুগত্য, বশ্যতা, বাধ্যতা, অঙ্গীকার পূরণ, বিশ্বস্ততা (আপনে বুঝি ওফাদারির ওয়াদাটা কৈরাই আসছেন?—মনসুর)।

ওতন—দ্র. **ওয়াতন**।

ওবা—১বি. মহামারী, মড়ক। ২বি. কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক রোগ। [ওয়াবা وباء আ.]।

ওমদা—দ্র. **উমদা**।

ওমর, উমর—বি. বয়স (মোর ওমর বহুত হল—টেকচাঁদ)। ['উম্‌র عمر আ.]।

ওমরা, ওমরাহ্, উমরা, উমরাহ্—১বি. আমীরগণ, বাদশাহের অধীন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। ২বি. অভিজাতবর্গ, ক্ষমতাশালী ধনী সম্প্রদায়। [উমরা امراء আ.; এক. আমীর امیر]।

ওমেদ—দ্র. **উমেদ**।

ওমেদার, ওমেদারি—দ্র. **উমেদার**।

ওম্বুরি—দ্র. **অম্বরি**।

ওয্যা, ওজ্জা—বি. পৌত্তলিক যুগের আরবের প্রসিদ্ধ আরাধ্যাদেবী (রোয়ে 'ওজ্জা' হোবল্ ইবলিস খারেজিন—নজরুল)। ['উয্যা عزیٰ আ.]।

ওযীফা— দ্র. **অজিফা**।

ওযীর—দ্র. **উজির**।

ওযু—দ্র. **অজু**।

ওয়াকি-নবিশ— বি. ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি, ঐতিহাসিক [ওয়াক্বিআহ্ واقعه আ. + নবীস نویس ফা.]।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ, ওয়াকিব, ওয়াকেব— ১বিণ. জ্ঞাত, বিদিত, কোন বিষয়ে সংবাদ বা জ্ঞানপ্রাপ্ত (যাইয়া বাদশার আগে হইনু ওয়াকিফ—হামজা; মোল্লা সাহেব ওয়াকিফ ছিলেন না যে, নিকট আত্মীয়েরই উকিল হওয়া বিধি—ওদুদ)। [ওয়াক্বিফ واقف আ.]। **ওয়াকিফহাল, ওয়াকেফ-হাল, ওকিবহাল**—বিণ. বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ (তেন্‌রা শীতের তক্‌লিফ বাবতে ওকিবহাল—মুজতবা)।

ওয়াকেফ, ওয়াকেব—দ্র. **ওয়াকিফ**।

ওয়াক্‌ফ, অক্‌ফ— বি. ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান, একপ্রকার উইল (ওয়াক্‌ফ করিয়া ইসলামের সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন— বাহার)। [ওয়াক্বফ্ وقف আ.]। **ওয়াক্‌ফ্‌নামা** —বি. ধর্ম বা খোদার নামে প্রদত্ত দানপত্র বা দেবত্রের (দেবোত্তরের) দলিল।

ওয়াক্ত, ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া—দ্র. **ওক্ত**।

ওয়াজ, ওয়ায়েজ—বি. ওয়াজ বা বক্তৃতা, ধর্মব্যাখ্যা, ধর্মপ্রচার (মেয়েদের জন্য ওয়ায হইত— মনসুর)। [ওয়া'য وعظ আ.]। **ওয়ায়েয**—বিণ. ধর্মীয় উপদেশদাতা বা ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তা (ওয়ায়েয মৌলবী সুধারামী সাহেব—মনসুর)। [واعظ আ.]।

ওয়াজিব, ওয়াজিবী—দ্র. **ওয়াজেব**।

ওয়াজেব, ওয়াজিব, ওয়াজিবী— ১বিণ. ন্যায্য, যুক্তিসংগত, ন্যায়সংগত (তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ —টেকচাঁদ; ওয়াজিবী কিস্মত দিয়া কিনে লিয়া যাই—হামজা)। ২বিণ. অবশ্যপালনীয় (ওয়াজিব নামাজ)। ৩বিণ. প্রয়োজনীয়, দরকারী। [ওয়াজিব واجب আ.]।

ওয়াতন, ওতন—বি. স্বদেশ, মাতৃভূমি, জন্মস্থান (ছেড়ে যেতে চাও তুমি কি কারণে নিজের ওয়াতন—ফররুখ)। [ওয়াতন وطن আ.]।

ওয়াদা, ওআদা—১বি. শপথ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি (ফেরত দেবে বলে আজকের মতো ওয়াদাও সে করেছিল—শা-হক)। ২বি. মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। [ওয়া'দহ্ وعده আ.]। **ওয়াদা-দার**—বিণ. অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিশ্রুতি পালনকারী।

ওয়াপস্—বি. ফেরত, প্রত্যাবর্তন। [ওয়াপস্ واپس ফা.]।

ওয়ায, ওয়ায়েজ—দ্র. **ওয়াজ**।

ওয়ার—১বি. তরবারির আঘাত (পহেলা ওয়ার কর আমার উপরে— গরীব)। [ওয়ার وار উঃ]।

ওয়ারক— দ্র. **ওরক**।

ওয়ারিশ, ওয়ারিস, ওয়ারেশ, ওয়ারেস—বি. বংশধর, উত্তরাধিকারী (মইলে আমার ওয়ারিশ পাবে—ইজদানী)। [ওয়ারিছ وارث আ.]। **ওয়ারিশান, ওয়ারিসান, ওয়ারেশিন, ওয়ারেশীন** —১বি. বংশধরগণ উত্তরাধি-কারীগণ। ২বি. পূজারী বা অনুসারীগণ (ভয়ে ভূমি চুমে লাতমানাতের ওয়ারেশীন—নজরুল)।

ওয়ারেশ, ওয়ারেশিন, ওয়ারেশীন—দ্র. **ওয়ারিশ**।

ওয়ালা/ওলা, আলা—অব্য. তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ (ব্যবসায়ী অর্থে কাপড়ওয়ালা; যুক্ত অর্থে পাড়ওয়ালা; নিবাসী অর্থে দিল্লীওয়ালা; অধিকারী অর্থে পয়সাওয়ালা ইত্যাদি)। স্ত্রী.-**ওয়ালী, উলী**। [ওয়ালা والا হি]।

ওয়ালী—বি. শাসক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা। [ওয়ালী والی আ.]।

ওয়ালিমা—দ্র. **অলিমা**।

ওয়ালেদ—বি. পিতা (আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ—মনসুর)। [ওয়ালিদ والد আ.]। **ওয়ালেদা**—বি. স্ত্রী. মাতা, জননী।

ওয়াশিল, ওয়াশীল, ওয়াসিল—বি. প্রাপ্য আদায়, উসুল (তাঁহার মোক্তারনামা দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন—টেকচাঁদ)। [ওয়াসিল واصل আ.]। **ওয়াশিলাত, ওয়াশীলাত**—বি. প্রাপ্য সম্পত্তি অন্যের অধিকারে থাকাকালের ক্ষতিপূরণ (অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ারও উইল রদের দাবী—বঙ্কিম)।

ওয়াসওয়াসা—দ্র. **অসওয়াসা**।

ওয়াসিল—দ্র. **ওয়াশিল**।

ওয়াস্তা—১বি. পরোয়া, তোয়াক্কা। ২বি. অপেক্ষা (একটি মাত্র নাম সইর ওয়াস্তা—মনোজ)। ৩বি. উপায়, মাধ্যম, কারণ। [ওয়াসিতহ্ واسطه আ.]। **ওয়াস্তে**—অব্য. নিমিত্তে, উদ্দেশ্যে (আল্লার ওয়াস্তে)।

ওয়াহাবি, ওয়াহাবী—দ্র. **ওহাবি**।

ওয়াহিদ, ওয়াহেদ—বিণ. এক, একক। [ওয়াহিদ واحد আ.]।

ওয়াহেদ—দ্র. **ওয়াহিদ**।

ওরক, ওয়ারক—বি. পাতা, পত্র (তবে কোরানের এক ওরক উড়িয়া—সুলতান)। [ওয়রক্ ورق আ.]।

ওরফে, ওর্ফে—অব্য. বনাম, নামান্তর, alias (যখনই পিঠে রমণী পাদপদ্ম ওরফে মেয়ের লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান— বঙ্কিম)। ['উর্‌ফ্ عرف আ.]।

ওরস—দ্র. **উরস**।

ওর্‌সা—বি. ওয়ারিসী সূত্র। [ওয়ার্‌ছহ্ ورثه আ.]।

ওরোপ—বি. গুরুত্ব। [রু'ব رعب আ.]।

ওর্ফে—দ্র. **ওরফে**।

ওলদ—বি. সন্তান, পুত্র বা কন্যা। [ওয়ালদ্ ولد আ.]।

ওলফৎ—দ্র. **উলফত**।

ওলমা—দ্র. **উলামা**।

ওলা—দ্র. **ওয়ালা**।

ওলামা—দ্র. **উলামা**।

ওলামায়ে কেরাম—দ্র. **উলামা**।

ওলি, ওলি-ওছি—দ্র. **অলি**।

ওলিমা, ওলীমা—দ্র. **অলিমা**।

ওশোর—বি. দশমাংশ, শস্যের কর বা ট্যাক্স (ওশোর তোলা তার রাজ্যে নিষিদ্ধ—জাফর)। [উশ্‌র عشر আ.]।

ওসৎ—দ্র. **আওসত**।

ওসিয়ত, ওসিয়তনামা, ওসিয়তি— দ্র. অসিয়ত।

ওস্তওয়ার, উস্তোয়ার—১বিণ. দৃঢ়, মজবুত, (আমার নবীর দীন বড় ওস্তওয়ার—হামজা)। ২বিণ. সত্য। [উস্‌ত্‌ওয়ার استوار ফা.]।

ওস্তরা—বি. কাঁচি। [উস্‌তুরহ্‌ استره ফা.]।

ওস্তাগর, ওস্তাগার, উস্তাগর—১বি. নিপুণ কারিগর, রাজমিস্ত্রী (ওস্তাগার সহ ইটওয়ালা, সুর্‌কিওয়ালা—সকলই আসিয়াছে —আফসার)। ২বি. প্রধান দরজি [উস্তাদগর استادگر ফা.]।

ওস্তাদ—১বি. গুরু, শিক্ষক। (আজি ওস্তাদে সাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়—নজরুল)। ২বি. বিশেষজ্ঞ। ৩বি. দক্ষ সংগীত শিল্পী, সংগীত বিশেষজ্ঞ (তানসেন ছিলেন মহাওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায়—দ্বিজেন্দ্র)। ৪বিণ. কুশলী, দক্ষ, পারদর্শী (সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্য বাধ্যতা নাই—রবীন্দ্র)। [উস্‌তাদ استاد ফা. استاذ আ.]। **ওস্তাদি, ওস্তাদী, উস্তাদী**—১বি. দক্ষতা, নৈপুণ্য, কুশলতা (এলেন তানসেন রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি—দ্বিজেন্দ্র)। ২বি. বাহাদুরি, চালাকি, মাতব্বরি। ৩বিণ. ওস্তাদের উপযুক্ত, পারদর্শী (ওস্তাদী গলায় তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত—রবীন্দ্র)। ৪বি. শিক্ষকতা।

ওহাবি, ওহাবী, ওয়াহাবি, ওয়াহাবী—১বি. ধর্মসংস্কারক নজ্‌দ্‌বাসী মুহম্মদ ইব্‌ন্‌ আবদুল ওয়াহ্‌হাবের (জন্ম : ১৭২০ খ্রী :) অনুসারী বা শিষ্য। ২বি. ওহাবী মতবাদ জাত (ওহাবী আন্দোলন)। [ওয়াহ্‌হাবী وهابی আ.]।

ওহি, ওহী, অহি, অহী—১বি. ঐশীবাণী, আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী (অহী নাজেল হওয়ার সময় —আকরম)। ২বি. প্রত্যাদেশ (রসুলের নিকট যখন কোনও ওহি নাজেল হইত— বরকত)। [ওয়াহী وحی আ.]।

ওহোদ—বি. মদীনার নিকটবর্তী পর্বত—এখানে কুরাইশগণের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয় এবং তাতে বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) স্বয়ং আহত হন ও তাঁহার দাঁত ভেঙে যায়।

[ক]

কইফিত—বি. বিবরণ, মন্তব্য (কইফিত পাঁজি খান লয় সাবধানে—কঙ্কণ) [কইফিয়ৎ کیفیت আ.]।

কওম—বি. জাতি, সমাজ, সম্প্রদায়। [ক্বওম قوم আ.]। **কওমী**—বিণ. জাতীয়। (উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান—মোস্তফা)।

কওয়ালা—দ্র. **কবালা**।

কওল—বি. কথা, বাক্য, বচন, বাণী, অঙ্গীকার (তোমার কওল মিথ্যা নহে শুনিনি আজ তক্— মোস্তফা)। [ক্বওল **قول** আ.]।

কওলা— দ্র. **কবালা**।

কওসর—১বি. অমৃত, সুধা (প্রেম নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি?— নজরুল)। ২বি. উৎস, বেহেশতের প্রধান নহরের নাম—যার পানি অফুরন্ত, সুপেয়, সুগন্ধময় এবং যা একবার পান করলে আর কখনো পিপাসার উদ্রেক হয়না। [কওসর **کوثر** আ.]।

কঙ্গুরা—বি. চূড়া, শিখর, বুরুজ। [কংগূরহ্ **کنگوره** ফা.]।

কচ—১বি. কলমাদির সূক্ষ্মাগ্রভাগ, কৎ। ২বি. জমি ইমারৎ ইত্যাদির যে অংশ তেরছাভাবে বাহির হইয়া থাকে। [কচ **کج** ফা.]।

কছবি—দ্র. **কসব**।

কছম১—দ্র. **কসম**।

কছম২, কিছম—বি. রকম, জাতি, অংশ। [ক্বিস্‌ম্ **قسم** আ.]।

কছর—দ্র. **কসর**।

কছরত—দ্র. **কসরত**।

কছিফ—বিণ. স্থূল, মোটা (তন ফানাবকা আর সে তন লতিফ। চারিজন তন কহে লয়া এ কছিফ—হামজা)। [কসীফ **کسیف** আ.]।

কছুর—দ্র. **কসুর**।

কছেল্লা—বি. দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি (হইবে ইহার জানি বহুত কছেল্লা—হামজা)। [কসালৎ **کسالة** আ.]।

কজলবাস, কজলবাশ, কিজিলবাশ—বি. লালমাথা, লাল টুপি-পরা পারস্যদেশীয় সৈন্য। এ তুর্ক। খোরাসান হতে এসে অনেক শতাব্দী পারস্যে বাস করেছে, বীরত্বের জন্য খ্যাত (উজবক কজলবাস হাবসী জল্লাদ— ভারত)। [ক্বিযিলবাশ **قزل باش** আ.]।

কজা, কাজা—বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি। [ক্বযা **قضا** আ.]।

কঞ্চি, কঞ্চী, কঞ্চিকা—বি. বাঁশের সরু শাখা, বাঁশের গ্রন্থিমূল হতে নির্গত সরু ডাল (মাছ-রাঙ্গা পাখী এক মনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি—বন্দে)। [ক্বম্‌চি **قمچی** তু.]।

কটকবালা—বি. বন্ধকীদলিল, মর্গেজ, এই দলিল অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ঋণ পরিশোধে অসমর্থ অধমর্ণের বন্ধকী সম্পত্তি উত্তমর্ণের অধিকারে যায়। [কট—উ. + ক্বালাহ্ **قباله** আ.]।

কৎ—বি. তেরছাভাবে কাটা কলমের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, কলমের নিব। [ক্বত্ত **قط** আ.]।

কতল, কাতল, কোতল—বি. শিরচ্ছেদ, তরবারির আঘাতে মানুষ খুন, হত্যা, বধ (দানব-দৈত্যে কতল্ করিতে আসে তলোয়ার লয়ে—নজরুল)। **কতলগাহ্**—বি. বধ্যভূমি (কেন হতেছিস্ দলে দলে তোরা কতলগাহেতে জবেহ্—নজরুল)। [ক্বতল্ **قتل** আ. + গাহ্ **گاه** ফা.]।

কদম—১বি. পা, চরণ (ওরে গোলাব। নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি— নজরুল)। ২বি. পদক্ষেপ (জোর কদম চল্‌রে চল্— নজরুল)। ৩বি. পদচিহ্ন। [ক্বদম্ **قدم** আ.]। **কদম বুসী, কদমবুছি**—বি. পদচুম্বন, পায়ে ধরিয়া সালাম করন। [ক্বদম আ. + বূসী **بوسی** ফা.]।

কদমী—বি. অনুচর, অনুবর্তী, ভৃত্য (নদী বলে যদি বট কদমী আমার— ঘন)। [ক্বদম قدم + ী ی ফা.]।

কদর—১বি. মূল্য, সম্মান, মর্যাদা (লেখকের সম্মান তখনই হবে, যখন তাঁর লেখা পড়ে পাঠক হবে খুশী—মনসুর)। ২বি. সমাদর, যত্ন, খাতির। [ক্বদর قدر আ.]। **কদরদান**—বিণ. গুণগ্রাহী, সমঝদার পৃষ্ঠপোষক। [ক্বদর قدر আ. + دان ফা.]। **কদরদানি, কদরদানী**—বি. সমাদর, সম্মাননা, পৃষ্ঠপোষকতা (হিন্দুদের কদরদানিতে এইবার তিনি কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রধান নেতা—মনসুর)।

কদিম, কদীম—১বিণ. প্রাচীন। ২বি. প্রাচীনকাল, পুরাতন কাল, পুরাকাল। [ক্বদীম قديم আ.]। **কদিমী, কদীমী**—বিণ. প্রাচীন, পুরাতন, বনেদী, পুরাকালীন, পৈতৃক (কোহে আলকা বিচে ঘেরা কদিমী মোকাম—হামজা)। [ক্বদীমী قديمی আ.]।

কদু—বি. লাউ, অলাবু (ওরে ঐ কদুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে—টেকচাঁদ)। [কদু, কদ্দূ كدّو ফা.]।

কদ১—বি. একপ্রকার বাঁশের বাঁশী (কদ বাঁশী লয়ে রাখাল বাজায় গাছের ছায়ায় বাঁশী—বন্দে)। [ক্বত্ত্ قط আ.]।

কদ২—বি. দেহ, শরীর (আকাশেতে লাগে শির এছা উচা কদ্—হামজা)। [ক্বদ্ قد ফা.]।

কন্দ—বি. চিনির তাল। ['ক্বন্দ্ قند আ.]।

কপাটি, কবাডি—বি. হাডুডু খেলা। [কবডি كبڈی হি:]

কফন—দ্র. কাফন।

কবজ—বি. রসিদ, খত, অধিকার (কেহ বলে, আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাইনা—আলাল)। [ক্বব্য্ قبض আ.]।

কবর—বি. সমাধি, গোর (এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে—জসীম; সোনার তাবিজ, রুপার সেলেট্ মানাতোনা বুকেতে যার, পাথর চাপা দিল বিধি হায়, কবরের শিয়রে তার—নজরুল: দী. হা.) ['ক্ববর قبر আ.]। **কবরখানা**—বি. সমাধিভূমি, কবরস্থান (এতই মানুষ ভিড় জমালো আসি তাহার কবরখানায়—আজহার)। ['ক্ববর قبر আ. + খানহ্ خانه ফা.]। **কবর গাহ্**—বি. সমাধি-ভূমি, কবরের জায়গা বা স্থান (কবর গাহে চলছে যেন আজকে হাজার মেষের দল—নজরুল)। [—গাহ্ گاه ফা.]।

কবর পোষ—বি. কবরের আচ্ছাদন-বস্ত্র (আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট, মোতির কবর- পোষ আর— সত্যেন্দ্র)। [–পোশ پوش ফা.]। **কবরস্থান**—বি. গোরস্থান, সমাধিক্ষেত্র। [قبر আ. + ستان ফা.]।

কবলান১, কবলানো১, কবুলান১—ক্রি. বলান, কহান, বিশেষ পরিচয় দানের জন্যে বলাবার চেষ্টা। [ক্বওল قول আ.]।

কবলান২, কবলানো২, কবুলান২—১ক্রি. স্বীকার করা, প্রতিশ্রুত হওয়া। ২ক্রি. গোপনে মুঠায় ভরে দেওয়া, ঘুষরূপে দেওয়া। ৩বিণ. অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত। [ক্ববুল قبول আ.]।

কবা, কাবা—বি. সম্মানজনক দীর্ঘ পোশাক। **কবাই বখ্তর**—বি. রাজানুগ্রহসূচক সম্মানজনক পোশাক। [ক্ববা قبا আ.; বখ্তর = বখ্তাওর بختاور ফা.]।

কবাব— দ্র. **কাবাব**।

কবাবচিনি—দ্র. **কাবাবচিনি**।

কবালা, কওয়ালা, কওলা, কাবালা— বি. বিক্রয়ের চুক্তি-দলিল। [ক্বাবালাহ্ قبالہ আ.]।

কবিলা— বি. গোত্র, গোষ্ঠী। [ক্বাবীলহ্ قبیلہ আ.]

কবীরা, কবিরা—১বিণ. মারাত্মক। ২বি. অতিশয় গর্হিত কার্য (কবীরা গুনাহ্)। [কবীরহ্ کبیرہ আ.]।

কবুতর—বি. পায়রা, পারাবত, কপোত। [কবুতর کبوتر ফা.]।

কবুল—১বি. বিবাহের সম্মতি, বিবাহের চুক্তিতে স্বীকৃতি, বিবাহের অঙ্গীকার। ২বি. সম্মতি, স্বীকৃতি। ৩বি. দায় স্বীকার (গোলাম কবুলে পায়—ভারত)। ৪বিণ. অনুমোদিত, স্বীকৃত (প্রার্থনা বা দোয়া কবুল হওয়া)। ৫বি. স্বীকার, অনুমোদন, পালন (আইবানি ভাই, যাইবানি, দাওয়াত কবুল করবানি, নাতিন খাওয়াইব সাধের মেজবানী—পল্লীগীতি) [ক্বুবূল قبول আ.]। **কবুলজবাব**—১বি. সম্মতি, স্বীকৃতি, স্বীকৃতিমূলক উক্তি (চীনের কবুল জবাব সবইতো মোটামুটি আছে আমাদের—মনোজ)। ২বি. স্পষ্ট স্বীকৃতি, দোষ স্বীকারমূলক উক্তি (এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য—প্রমথ)।

কবুলতি, কবুলিয়ত—বি. অঙ্গীকারপত্র, খাজনা দিবার চুক্তিনামা, একরার নামা। [ক্বুবুলিয়ৎ قبولیة আ.]।

কবুলান—দ্র. **কবলান১, কবলান২**।

কবুলিয়ত—দ্র. **কবুলতি**।

কব্জা, কজা, কব্জি, কজি—১বি. হাতের মুঠা, মুষ্টি। ২বি. কপাট-সন্ধি, চৌকাঠের সঙ্গে পাল্লাযুক্ত করার ধাতুপাত বিশেষ। ৩বি. অধিকার, আয়ত্ত। [ক্বব্যহ্ قبضہ আ.]।

কম—১বিণ. সংখ্যায় বা পরিমাণে অল্প। ২বিণ. তুচ্ছ, সামান্য, লঘু, অল্প। [কম্ کم ফা.]। **কম্-আক্কেল**— বিণ. বুদ্ধিহীন. কাণ্ডজ্ঞানশূন্য. অল্পবুদ্ধি। [কম্ کم ফা. + আক্‌ল عقل আ.]। **কমজাত, কমজাৎ**—বি. নীচ কুলোদ্ভব, নিম্নশ্রেণী জাত (কমজাত বাঁদী-বাচ্চা কি ভাবিয়াছে— মশাররফ)। [কম کم ফা. + ذات আ.]। **কমজোর** —বিণ. দুর্বল, শক্তিহীন. বলশূন্য, রুগ্ন [কম্ کم ফা. + যোর زور ফা.]। **কমজোরি, কমজোরী** —১বি. শক্তিহীনতা, ক্ষীণতা, দুর্বলতা। ২বিণ. স্বল্পশক্তি বিশিষ্ট, ক্ষীণবল, দুর্বল। (যিনি আরও কমজোরি তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন— রবীন্দ্র)। [কম্‌যোরী کمزوری ফা.]। **কমনজর**—১বি. স্বল্পদৃষ্টি, যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, যে চোখে কম দেখে। ২বিণ. হীনচেতা, হীনমনা। **কম্‌বখ্‌ত, কমবক্ত** —বিণ. হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য. বদনসীব। (কমবখতের রক্তের তেজ নাই তিল বিলকুল— সত্যেন্দ্র)। [কম کم ফা. + বখ্‌ত بخت ফা.]। **কমবক্তা, কমবখ্‌তা, কমবখ্‌তি, কমবক্তি**—১বি. ভাগ্যহীনতা। ২বিণ. স্ত্রী. দুর্ভাগিনী, অলক্ষ্মী মেয়ে, অভাগিনী (দু-বেটি কমবক্তি—দীনবন্ধু)। [কম کم ফা. +بختی ফা.]। **কমবেশ, কমবেশি**—বিণ. মোটামুটি. ন্যূনাধিক, অল্পবেশি। [কম کم ফা.+বেশ্ بیش ফা.]। **কম-মজবুত**—বিণ. টেকসই নহে এমন,

অমজবুত, অশক্ত, অদৃঢ়। [কম كم ফা. + মযবুৎ مضبوط আ.]। **কম সে কম**—ক্রি. বিণ. খুব কম করে ধরেও, সবচেয়ে কমপক্ষে, অন্ততঃপক্ষে। [কম كم ফা. + سے উ. + কম كم ফা.]।

কমপোক্ত—বিণ. অমজবুত, অদৃঢ়, অশক্ত। [কম كم ফা.+ পোখতহ্ پخته ফা.]।

কমর—বি. কটি, মাজা। [কমর كمر ফা.]।

কমরবন্দ—বি. কটিবন্ধ, বেল্ট। [কমরবন্দ্ كمربند ফা.]।

কমরবন্ধি—বি. প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [কমরবন্দী كمربندى ফা.]।

কমলিওয়ালা, কমলিওয়ালে— ১বিণ. কম্বলআবৃত, কম্বল-পরিহিত। ২বি. কম্বলধারী ব্যক্তি। [কম্‌লিওয়ালা হি. كملى والا]।

কমি—১বি. ন্যূনতা, কমতি (সোনা রূপার আসবাব, তারও কমি নাই—মশাররফ; দূরবীন কষে বিজ্ঞেরা ঘোষে সূর্যের বুকে পিঠে, আসে মসীরেখা, আলোর তাহে কি কমি হয় এক ছিটে?—সত্যেন্দ্র)। [কমী كمى ফা.]।

কমিন—১বিণ. অসৎ, বদ। (হাকিম বাবু বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট... চেহারা বেওফা কমিন—মশাররফ)। ২বিণ. নীচ-কুলোদ্ভুত, ইতর। [কমীন كمين ফা.]। **কমিনা**—১বিণ. নষ্টা, নীচ, চরিত্রহীনা (পাছে বা বিরল হয় কমিনা পদাদি—হেয়াত)।[কমীনহ্ كمينه ফা.]।

কয়—বি. বমি। [ক্বয় قئى আ.]।

কয়াল—১বি. শস্য সংগ্রহকারী ও মজুদদার। ২বি. যে ব্যক্তি শস্যাদি ওজন করে। [ক্বয়্যাল قيّال আ.]। **কয়ালি**—বি. কয়ালবৃত্তি বা কয়ালের পারিশ্রমিক। [ক্বয়্যালী قيالى আ.]।

কয়েদ—১বি. আবদ্ধ, আটক, বন্দি (বিজয়কে তালাবদ্ধ করে কয়েদ রেখে যেতো—অবনীন্দ্র)। ২বিণ. কারারুদ্ধ। [ক্বয়েদ قيد আ.]। **কয়েদখানা**—বি. ফাটক, জেলখানা। قيد আ.+খানহ্ خانه ফা.]। বি. বিণ. **কয়েদি, কয়েদী** (মৃত্যুর স্মরণাগার আমরা কয়েদী—আ. হা.)। [ক্বয়দী قيدى আ.]।

করঞ্চ, করঞ্চা, করঞ্জ, করঞ্জা, করঞ্জক করমচা—১বি. করমচা গাছ বা তার ফল (করঞ্চ টেপারি, আম, ডুমুর, বৈচী এমনি সব নানা ফল— অবনীন্দ্র; অতি চিরি, উরি আম, করঞ্চা, তেতেই—আলাওল; দেওদার, করঞ্জ আর ছোট ছোট কাঁটা গাছের বন— গুণময়)। [করম্ كرم আ. + চহ্ چه ফা.]।

করনাল, কর্নাল— বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (কুচের নাকারা বাজে ভেউর করনাল—হামজা; রাজসাজ সঙ্গে আছে সহস্র কর্নাল—আলাওল)। [كرنال ফা.]।

করম—বি. করুণা, অনুগ্রহ, দয়া। [করম্ كرم আ.]।

করমচা—দ্র. **করঞ্চ**।

করাবত—বি. সামীপ্য; আত্মীয়তা। [ক্বরাবৎ قرابة আ.]।

করামত, করামৎ—দ্র. কেরামত।

করার, কড়ার, কারার, করাল—১বি. শর্ত, চুক্তি। ২বি. ওয়াদা, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার (আমি এই রাতে দিয়েছি কারার—হামজা)। [ক্বরার قرار আ.]।

করারদাদ—বি. মীমাংসিত ব্যাপার, সর্বজন-সম্মত অভিমত। [ক্বরার আ.+ দাদ داد ফা.]।

করিম, করীম—বিণ. করুণাময়, দয়াময়, দয়ালু (বন্দেগী করিবে বান্দা জমিনে ঠুকিয়া / করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া—ভারত)। [করীম کریم আ.]।

করিমা, করীমা—বি. পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী রচিত ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ 'পান্দেনামা'। উক্ত কাব্যের প্রথম শব্দ 'করীমা বলে গোটা কাব্যটিই 'করীমা' নামে খ্যাত। [করীমা کریما আ. + ফা]।

কর্জ, কর্য—বি. ঋণ, ধার, হাওলাত (ধনকুবেরকে টাকা কর্জ দেওয়া নিষেধ করতে পারেন— মশার্‌রফ)। [ক্বর্‌য্ قرض আ.]

কলন্দর, কালন্দর—বি. ইতস্তত পর্যটনশীল ফকীর বিশেষ (ঋণ কড়ি নাহি দাও নহ কলন্দর—কঙ্কণ; কালন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি—কঙ্কণ)। [ক্বলন্দর قلندر > کلندر আ.]।

কলপ—বি. পাকা চুল কালো করার রং, খেজাব। [কলফ় کلف আ.]।

কলব—বি. মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [ক্বল্‌ব্ قلب আ.]।

কলম—বি. লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয় (কলমে বসিয়া কৃপাময়— ঘন)। [ক্বলম قلم আ.]। **কলম-কসুর**—বি. লেখনী বা কলমের ভুলত্রুটি।
[ক্বলম্ قلم আ. + ক্বসূর قصور আ.]। **কলমচী**—শ্রুতলেখক, লিপিকর (ক্বলম্ + قلم আ. + চী چی তু.]। **কলমদান, কলমদানী**—বি. কলম রাখার পাত্র। [—দান دان ফা.]। **কলম পেশা**— ১বি. লেখক, মসীজীবী (কলমপেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? — মনোজ)। ২বি. লিপিকরের পেশা, কেরানীগিরি। [কলম قلم আ + পেশা پیشه ফা.]। **কলমবাজ, কলমবায**—বি. জবরদস্ত লেখক, রচনাশক্তিসম্পন্ন (কেমনতর কলমবাজ হে তুমি?—মনোজ)। [ক্বলম + বায্ باز ফা.]। **কলমবাজি,— বাযী**— বি. কলম-যুদ্ধ, কলম চালনা (কলম বাজিতে উদরপূর্তি করে— মনোজ)।

কলমী— ১বিণ. হস্তলিখিত, হাতে লেখা। ২বিণ. কলমের আকারবিশিষ্ট। [ক্বলমী قلمی আ.]।

কলমা, কলেমা—বি. ইসলামের মূলমন্ত্র— যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে মুসলমান হওয়া যায় না। [কলিমহ্ كلمه আ.]। **কলেমা শাহাদৎ**— বি. সাক্ষ্যবাণী। [কলিমহ্ শাহাদৎ كلمه شهادت আ.]।

কলি—বি. চুন। [ক্বল্'ঈ قلعی আ.] **কলিচুন** — বি. চুনকামের কাজে ব্যবহৃত উজ্জ্বলতা সাধনের জন্যে চুন বিশেষ।

কলিজা, কলেজা, কলেজি, কল্‌জে— ১বি. যকৃত, মেটুলি। ২বি. বুকের পাটা, সাহস। ৩বি. মর্ম, প্রাণ। [কলীজহ্ کلیجه উ.]

কলেজা, কলেজি— দ্র. **কলিজা**।

কলেমা— দ্র. **কলমা**।

কল্‌জে— দ্র. **কলিজা**।

কল্কা, কলকা— বি. নকশা বি.। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদ্মকুঁড়ির আকৃতিবিশিষ্ট নক্‌সা। [কল্‌গা کلغا হি. = লাল ফুল বিশেষ]।

কশ, কস—১বি. ঠোঁট দুটির দুই কোণ। ২বি. কোণ। [কশ্ کش ফা.]।

কশফ— বি. স্বর্গীয় প্রেরণা, প্রকাশিত সত্য। [কশফ্ كشف আ.]।

কশব, কশবি— দ্র. **কসব**।

কশা, কশান/কশানো— ১ক্রি. চাবুকের আঘাত করা। ২বি. চাবুকাঘাত। [কশা كشا ফা.]

কশি, কষি, কসি—১বি. সরল রেখা। [কশীদন كشيدن ফা.]। ২বি. কটি-বন্ধন, কোমর সংলগ্ন বস্ত্রের গ্রন্থি।

কশিদা— বি. কাপড়ের উপরে তোলা ফুল বা নকসা। [কশীদহ্ كشيده ফা.]

কষা—১ক্রি. বি. কষ্টি পাথরে ঘষে সোনা পরীক্ষা করা। ২ক্রি. বি. গণনা করা, অঙ্ক করা। [কশীদন্ كشيدن ফা.]

কষাকষি— ১বি. তর্কাতর্কি, কোন ব্যাপার নিয়ে দুই দলে বাদবিতণ্ডা। ২বি. টানাটানি। [কশাকশি كشاكشى ফা.]

কশুর, কসুর—১বি. অপরাধ, দোষ, ত্রুটি। ২বি. অবহেলা। [ক্বসূর قصور আ.]।

কসব, কশব—১বি. বেশ্যাবৃত্তি (কুমারীর ধর্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে— কালীসিং)। ২বি. ব্যবসায়। [কসবكسب আ.]। **কছবি, কসবি, কসবী, কশবী, কশবি**— বি. বারবনিতা, বেশ্যা। (কসবী ঘরে আইছ বান্দর— অমৃত)। [কস্‌বী كسبى আ.] **কসবিপনা**— বি. বেশ্যার আচরণ, বারবনিতার ব্যবহার বা আচরণ।

কসবা— বি. সমৃদ্ধ বসতি, ভদ্রপল্লি, উন্নতগ্রাম (বড় বড় শহর বড় বড় নামজাদা নগরে, কসবা জায়গায় এত নেশার ভিড় নাই—মশাররফ)। ২বি. ছোট শহর। [ক্বস্‌বহ্ قصبه আ.]।

কসবি, কসবিপনা, কসবী—দ্র. **কসব**।

কসম, কছম— বি. শপথ, দিব্যি। [ক্বসম্ قسم আ.]

কসর, কছর—১বি. প্রাসাদ (কেল্লা কসর পাহাড় সোসর বুরুজ মিনার সমুদ্যত—সত্যেন্দ্র)। ২বি. ক্ষুদ্রতরকরণ বা সংক্ষিপ্তকরণ। মুসাফিরির সময় চারি রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত নামাজ পাঠ। [ক্বস্‌র্ قصر আ.]।

কসরত, কসরৎ, কসলত, কসলৎ, কছরত—১বি. অঙ্গচালনার কৌশল, ব্যায়াম। ২বি. কায়দা, কৌশল। ৩বি. চর্চা, অভ্যাস, অনুশীলন। ৪বি. প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম (এদিকে অনেকের কসলতের পর কেরামত গুড়ি গুড়ি চলতে লাগলেন—কালীসিং)। [কস্‌রৎ كسرت আ.]।

কসা— ১বিণ. পরিশোভিত, খচিত (সোনামুক্তাহীরা কসা বই নাই আর—বৃন্দাবন)। ২বি. মহার্ঘ্য, দুর্মূল্য (বাজার কসা কি রকম– রজনী)। ৩বিণ. আঁটসাঁট, tight (কসা জুতোর একটু চাপ পেলেই— অবনীন্দ্র)। [কশা كشا ফা.]।

কসাই, কশাই— ১বি. যারা গবাদিপশু হত্যা করে মাংস বিক্রয় করে, পশু হত্যাকারী। ২বি. অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি। ৩বি. যার পর নাই স্বার্থপর ব্যক্তি। [ক্বসাই قصائى হি.]। **কসাইখানা**— ১বি. কসাইয়ের দোকান, মাংস বিক্রয়ের জায়গা। ২বি. পশুবধ ভূমি। [ক্বসাইখানহ্ قصائى خانه]।

কসীদা— বি. কবিতা, উদ্দেশ্যমূলক বা প্রশস্তিমূলক বড় কবিতা। [ক্বসীদহ্ قصيده আ.]।

কসুর, কশুর, কছুর— ১বি. অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি (ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর মাফ কিছুতেই নয়— মোহিত)। ২বি. ভুল। ৩বি. অবহেলা (প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না— নাসির)। ৪বি. অভাব, অনটন; স্বল্পতা (আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই— টেকচাঁদ)। [কুসূর. قصور আ.]।

কসেল্লা—বি. কষ্ট, দুঃখ। [কসালৎ كسالت আ.]।

কসরত— ১বি. কৌশলপূর্ণ অভ্যাস, শ্রম সাপেক্ষ অভ্যাস। ২বি. ব্যায়াম। [কসরৎ كسرت আ.]।

কহর— ১বি. অভিশাপ। ২বি. প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। ৩বি. উপদ্রব, জুলুম (যদি পড়ে কহর না ছাড় শহর)। [কুহর قهر আ.]।

কহিতুর— বি. কোহেতূর-এর কথ্য ও বিকৃত রূপ, পাহাড়বিশেষ। [কুহ্-ই-তূর كوه طور ফা.]।

কাউর— বি. একপ্রকার চর্মরোগ। [কুর্‌হ্ قرح আ.]।

কাএদা— দ্র. কায়দা।

কাএম, কাএমী— দ্র. **কায়েম, কায়েমী**।

কাওয়া—বি. কফি। [কুহ্‌ওয়াহ্ قهوه আ.]।

কাওয়াজ— বি. সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল শিক্ষা, Parade। [কুওয়া'ইদ قواعد আ.]।

কাওয়াল—বি. যারা গান বা কাওয়ালী গায়। [কুওওয়াল قوال আ.]।

কাওয়ালি, কাওয়ালী—বি. মুসলমান সমাজে চালু মহানবীর প্রশংসাপূর্ণ সংগীত বিশেষ। [কওওয়ালী قوالی আ.]।

কাওস—১বি. দিগ্বলয়। ২বি. ধনুক। [কুওস্ قوس আ.]।

কাংগই, কাংগী, কাঙ্গই, কাঙ্গী—বি. কাঁকই, চিরুনী। [কঙ্‌ঘা كنگها উ.]।

কাংগন, কাঙ্গন—বি. অলংকারবিশেষ। [كنگهن উ.]।

কাংগুরা, কংগুরা, কাঙ্গুরা, কঙ্গুরা—১বি. দুর্গের প্রাকারে অবস্থিত উচ্চ স্থান বিশেষ, যেস্থান থেকে সৈন্যরা লড়াই করে (পাথরের কঙ্গুরা পুরট শোভা—কঙ্কণ)। ২বি. কার্নিশ (সুবর্ণ গড়ের জত অদ্ভুত কাঙ্গুরা— আলাওল)। [কংগূরহ্ كنگوره ফা.]।

কাঁইয়া, কাইয়াঁ, কেয়ে—১বি. মাড়োয়ারী বণিকদের এক শ্রেণী। ২বি. কৃপণ। [ক্বাইয়াঁ كائیاں হি.]।

কাঁচি, কাচি, কাইচা—১বি. দুইফলাযুক্ত কর্তন-যন্ত্র বিশেষ, কর্তনী, ছেদনী। ২বি. বকের গলদেশের ন্যায় দীর্ঘ ও সরু অস্ত্রবিশেষ, ফসল ছেদন করার অস্ত্র (মোদের ক্ষেতে ধান কেটেছে কালকে যারা কাঁচির খোঁচায়— জসীম)। [ক্বয়চী قیچی উ., হি.]

কাঁহা, কাহাঁ—অব্য. ক্রি-বিণ. কোথা (কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন— বৃন্দাবন)। **কাঁহাতক, কাহাঁতক**— ক্রি. বিণ. কতদূর পর্যন্ত (কাহাঁতক ঠায় বসে থাকা যায় চুপ করে— অচিন্ত্য)। **কাঁহাকাঁহা**—ক্রি. বিণ. কোন্ কোন্, কোথা কোথা (সকলেই কাঁহা কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছি— মনোজ)। [কাহাঁ كہاں হি. উ.]।

কাকা—বি. চাচা, পিতৃব্য। [কাকা كاكا হি.]।

কাগজ—১বি. কাপড়, তুলা, খড়, কাঠ, পাতা ইত্যাদির আঁশ বা কাঠের মণ্ড থেকে প্রস্তুত

পাতলা পত্র বা লেখার উপকরণ, Paper। ২বি. দলিলপত্র, document। (কালেকালে কতেক কাগজ চায় রাজা— ঘন)। ৩বি. সংবাদপত্র, খবরের কাগজ, newspaper (আজকের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে)। [কাগয় کاغذ ফা]। **কাগজাত, কাগজাদ**—১বি. দলিলপত্র (সবুজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না— রামরাম; মতিলাল টাকার মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজাদ সহি করিয়া দিল— টেকচাঁদ)। ২বি. মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র। [কাগযাত کاغذات ফা.] **কাগজি, কাগজী**—১বিণ. কাগজের তৈরী (কাগজি ফুল)। ২বিণ. কাগজ সম্বন্ধীয়। ৩বি. কাগজ প্রস্তুতকারী বা ব্যবসায়ী। [কাগযী کاغذی ফা.]।

কাছারি—বি. দফতর, বিচারগৃহ, বিচারালয়। কার্যালয় (জমিদারের কাছারি)। [কছারী کچہری হি.]।

কাজা, কাযা—বি. ভঙ্গ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় (তার দু'ওকতের নামাজ কাজা হয়েছে)। [ক্বাযা قاضیٰ আ.]।

কাজি, কাজী, কাযি, কাযী— ১বি. মুসলিম বিচারক, বিচারপতি (কাযী মুফতি হৈব কিবা উপরে বসিব—আলাওল)। ২বি. মুসলমান আচারব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থাপক। ৩বি. মুসলমানদের বিবাহ ইত্যাদি রেজিস্ট্রিকারক। [কাযী قاضی আ.]। **কাজী উল-কুজাত, কাযী-উল্ কোযাত**— বি. প্রধান বিচারপতি [ক্বাযীউল কু'য্যাত قضی القضات আ.]।

কাজিয়া, কজিয়া, কাইজা, কেজিয়া, কাযিয়্যা—১বি. বিসংবাদ, বিবাদ, ঝগড়া (করে না কাজিয়া তারা, করে না বিবাদ— কায়কোবাদ)। ২বি. মারামারি, দাংগা (ঝগড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত— রামরাম; কাইজা, ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনেজনে— জসীম)। [ক্বযীয়্যহ্ আ.]। **কাজিয়া-ঝগড়া**—বিবাদ-বিসংবাদ (চেঁচামেচি কাজিয়া ঝগড়া করে— মুজতবা)।

কাজী—দ্র. **কাজি**।

কাটমোল্লা—বি. অল্পশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও গোঁড়া মুসলমান (তখন বাংলাদেশে অদূরদর্শী কাটমোল্লার আবির্ভাব ছিল না— শিরাজী)। [কাঠ> কাট+মুল্লা ملا আ.]।

কাটরা, কাটারা, কাঠরা—১বি.কাঠের ঘর। ২বি. কাঠগড়া (কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত—বিভূতি; কাঠরায় যেন আসামী এসে দাঁড়িয়েছে— অচিন্ত্য; কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল— বঙ্কিম)। ৩বি. কাঠের ঘের বা রেলিং (জাহাজের কাটরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে—রবীন্দ্র)। ৪বি. কাঠের জিনিস। [কঠ ঘড়া। کٹھگھڑا হি.]।

কাতল—দ্র. **কতল**।

কাতার—বি. সারি, শ্রেণী, পংক্তি (অযুত মানব চলিছে কাতারে—সুফিয়া)। [ক্বতার قطار আ.]। **কাতার বন্দী**— বিণ. শ্রেণীবদ্ধ (এক কাতারবন্দী হয়ে মোটেই দাঁড়াতে পারি না—মুজিবর) [— বন্দী ফা.]।

কাতিল—দ্র. **কাতেল**।

কাতিব—দ্র. **কাতেব**।

কাতেব, কাতিব—বি. লেখক, কেরানী, কর্মচারীবিশেষ। (সাত শত কাতেব এক

সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া— শিরাজী)। [কাতিব كاتب আ.]।

কাতেল, কাত্তিল—বি. ঘাতক, বধকারী, খুনে, হন্তা (তোমার বক্ষ দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে তুমি আমার কাতেল কিনা— মশাররফ) [ক্বাতিল قاتل আ.]।

কাদাহ্—বি. একপ্রকার মাটির পাত্র। [ক্বদাহ্ قدح আ.]।

কাদিম, কাদীম—বিণ. প্রবীণ, পুরাতন (এ-পীর আউলিয়া যত হয়েছে কাদিম/ কেহই ফকির নাহি হয় বে এলিম— হেয়াত)। [ক্বদীম্ قديم আ.]।

কাদির—দ্র. **কাদের**।

কাদের, কাদির—বিণ. সর্বশক্তিমান, সমর্থ, যোগ্যতাসম্পন্ন। [ক্বাদির قادر আ.]।

কানয়াত—দ্র. **কানাত**।

কানাত, কানাৎ, কানয়াত— ১বি. তাঁবুর পর্দা (তাম্বু-কানাত সাজে উট পৃষ্ঠে দিয়া—হেয়াত; তাম্বু কানাৎ তৈনাত চলে ডেরা— ঘন; কানায়াত টানাইয়া মধ্যে রৈলা রাজসুতা— ভবানন্দ)। ২বি. কাপড়ের ঘর, তাঁবু। [ক্বনাত্ قنات আ.]।

কানুন—বি. আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন... — প্রমথ)। ২বি. বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম। (বাহিরে যা পাই সমাজে নেব তারি আইনকানুন— রবীন্দ্র)। [ক্বানুন قانون আ.]।

কানুনগো, কানুনগোই—১বি. ভূমিজরিপকারী সরকারি কর্মচারী, যে-সরকারী কর্মচারি জমির হিসাব রক্ষা করেন। ২বি. সরকারি রাজস্ব বিভাগের হিসাবপরীক্ষক। [ক্বানূন আ. + গোঈ گوئ ফা.]

কাফগীর—বি. হাতলওয়ালা বৃহৎ চামচ (কাফগীরের মাধ্যমে ডেগচির ভেতর থেকে যে পদার্থটি বেরিয়ে আসে— মুজতবা)। [কফ্ كف +গীর گير ফা.]।

কাফন, কাফনি, কাফানি, কফন—বি. মুসলমানদিগের মৃতদেহ আবৃত করবার সাদা কাপড় (এজিদ পিতার মৃতদেহ কাফন দ্বারা আবৃত করিয়া সাধারণের সম্মুখে আনয়ন করিলেন—মশাররফ; শের আলী পড়াইল উত্তম কাফনি— হেয়াত)। [কফন كفن আ.]।

কাফ্ফারা—বি. গুনাহ্ মাফের জন্য ধর্মত দেয় দণ্ড, গুনাহাদির ক্ষমা লাভের ব্যবস্থাবলি (যতদিন আল্লা তাকে মাফ না দেন ততদিন কাফ্ফারা দিবেন— মনসুর)। [কফ্ফারাহ্ كفّاره আ.]।

কাফানি— দ্র. **কাফন**।

কাফি, কাফী—বিণ. পর্যাপ্ত, প্রচুর, যথেষ্ট। [কাফী كافى আ.]।

কাফির, কাফিরী—দ্র. **কাফের**।

কাফিলা— দ্র. **কাফেলা**।

কাফুর—বি. কর্পূর। [كافور আ.]।

কাফের, কাফির—বি. সত্য অস্বীকারকারী, ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী। ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী, ইসলাম বিরোধী (তিনি কাফেরের ছোঁয়া কিছুতেই খাবেন না— মাহবুব)। [কাফির كافر আ.]। **কাফেরী, কাফিরী** —বি. ইসলাম বিরোধিতা, অবিশ্বাসী।

কাফেলা, কাফিলা— ১বি. যাত্রীদল। ২বি. উটের পিঠে আরোহী যাত্রীদল। [ক্বাফিলাঃ قافله আ.]।

কাবাব, কবাব—বি. শিক বিদ্ধ করে ঝলসানো মাংস (গৃহিণীর মোলায়েম হাতে তৈরী উমদা শামী কাবাব/ আহ্, শুধু নাম শুনলেই কাফী— জিহ্বার ডগা থেকে ঝরঝর করে এক সুরাই লালা ঝরে পড়ে—মুজতবা)। [কবাব كباب আ.]।

কাবাবচিনি, কবাবচিনি—বি. গোলামরিচের মত এক প্রকার মসলা। [কবাব্ كباب আ. + চিনি چینی উ.]।

কাবালা—দ্র. **কবালা**।

কাবিন, কাবীন—বি. মুসলিম বিবাহে কন্যাকে দেয় মোহরানা (...শাদী করতে পেরেছিলেন, একলাখ টাকার কাবিন—আজাদ)। [কাবীন كابين আ.]। কাবিননামা, কাবীন নামা—বি. বিবাহের চুক্তিপত্র। [কাবীন নামহ্ كابين نامه ফা.]।

কাবিয—দ্র. **কাবেজ**।

কাবিল, কাবেল—বিণ. যোগ্য, উপযুক্ত (নিজেকে ভরসা করিয়া উহার কাবেল ভাবিতে পারিতাম না— মাহবুব)। [ক্বাবিল قابل আ.]। **কাবিলতি, কাবেলতি, কাবিলিয়ত, কাবিলীয়ত**— ১বি. উপযুক্ততা, যোগ্যতা। ২বি. পাণ্ডিত্য, নৈপুণ্য (আজ এই আর্টে কাবেলতিও আমার করায়ত্তপ্রায়—মাহবুব; হাদিস-কোরআনে কাবিলিয়তের জন্য তিনি মশহুর—মনসুর)।

কাবীন, কাবীননামা—দ্র. **কাবিন**।

কাবু—১বিণ. নিস্তেজ, দুর্বল। ২বিণ. বশীভূত, পরাজিত, জব্দ। [ক্বাবু قابو ফা.]।

কাবুলি, কাবলি—১বিণ. আফগানিস্তান জাত, কাবুলবিষয়ক। ২বিণ. আফগানিস্তানের অধিবাসী, কাবুলের বাশিন্দা।

কাবুলিওয়ালা—বি. আফগানিস্তান তথা কাবুলের অধিবাসী। [কাবুল كابل + ی উ. + ওয়ালা والا হি.]।

কাবেজ, কাবেয, কাবিয—বিণ. করায়ত্ত, হস্তগত, আয়ত্ত (যতদিন..... কাবালা করে আমার দখল কাবেজে না দাও—মশাররফ)। ২বিণ. দুর্বল, নিস্তেজ, কমজোর (আমীর আলীর ব্যাপারটাই তাঁকে এমন কাবেজ করিয়া ফেলিয়াছে—মনসুর)। [ক্বাবিয্ قابض আ.]।

কাবেল, কাবেলতি—দ্র. **কাবিল**।

কামদানি—দ্র. **কামদানী**।

কামদানী, কামদানি—১বি. এম্ব্রয়ডারী, কাপড়াদিতে ফুল তোলার কাজ। ২বি. তুলার কাপড়ের উপর জরি বসানোর কাজ। [কামদানী كامدانی আ.]। **কামদার**—১বিণ. কারুকার্যমণ্ডিত (জরির কামদার মখমলের বালিশ—বঙ্কিম)। ২বি. নকশার কাজ-করা কাপড় (কামদার . টুপি)। [কামদার كامدار ফা.]।

কামাই—১বি. উপার্জন, রোজগার। ২বি. উপার্জন করা ধন। ৩বি. অনুপস্থিতি। ৪বি. বিরাম। (সেজন্য সেকালে কাজেরও কামাই হয়নি— অবনীন্দ্র)। [কামাই کمائ হি., উ.]।

কামান—১বি. বড় আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ, তোপ (কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল—রবীন্দ্র)। ২বি. একপ্রকার বৃহৎ ধনুক (কামান সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল—বড়ুচণ্ডী)। [কমান كمان ফা.]।

কামানি— বি. ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রীং, যন্ত্র বিশেষ। [কমানী كمانی ফা.]।

কামান্দ—বি. রজ্জু-ফাঁস (কৌশলী রোস্তম দ্রুতগতিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গলদেশে কামান্দ নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে ধৃত ও বন্দী করিলেন.— মোজাম্মেল)। [কমন্দ্ کمند আ.]।

কামাল—১বি. পরাকাষ্ঠা, নৈপুণ্য, দক্ষতা (অন্নপূর্ণাদেবী / তাঁহার চরণ সেবি / কেরামত কামাল ইহার—ভারত; কামাল! তুনে কামাল কিয়াভাই —নজরুল।) ২বি. অচিন্তনীয় ও অবিশ্বাস্য কার্য বা কর্ম সম্পাদন (হামজা বলেন তুমি কামাল করিলা এয়ছা বড় পাহালওানে হেলায় জিনিলা— হামজা)। [কমাল کمال আ.] **কামালত**— বি. পরিপূর্ণতা। বিপুল কৃতিত্ব (দেখেছি সেখানে আমি তোমার কামালত— ফররুখ)। [کمال আ. + আত বাং]

কামিজ, কামেজ—বি. ঢিলা জামাবিশেষ (তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাপ এবং বুট জুতা ধারণ করি— প্রমথ; ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা —ঈশ্বর)। [কমীয় قميص আ.]।

কামিয়াব—বিণ. সফলকাম, কৃতকার্য। [کامیاب ফা.] **কামিয়াবি, কামিয়াবী**—বি. সাফল্য, সফলতা, কৃতকার্যতা। [کامیابی ফা.]। **কামিয়াবী হাসিল**—বি. সফলতা অর্জন, উদ্দেশ্য সাধন। [—হাসিল حاصل আ.]।

কামিল—দ্র. কামেল।

কামেজ—দ্র. কামিজ।

কামেল, কামিল—বিণ. সিদ্ধ, পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ (বেটি বলে বটে যদি কামেল ফকির—হামজা)। ২বি. সাধন ভজনে যিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। (মিলন শাহ নামক কামেল ফকিরের মুরিদ হন—মুর্তাজা)। [কামিল کامل আ.]।

কামিলকার—বিণ. বিপুল ঐশী ক্ষমতাবিশিষ্ট (আমাগো গিরামে এমন কামিলকার আছে আগে জানতামনা—জসীম)। [کامل আ. + کار ফা.]।

কাযি—দ্র. কাজি।

কাযিয়্যা—দ্র. **কাজিয়া**।

কাযী—দ্র. কাজি।

কায়কারবার—বি. কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য (সেরেশতার কায়কারবার তক অনেক সময় অচল থাকতো—জয়েন)। [কায় বাং. + কারোবার کاروبار ফা.]।

কায়দা, কাএদা—১বি. কৌশল, দক্ষতা, নৈপুণ্য (দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে—মনোজ)। ২বি.উপায় (পানি -ভরা গড়খাই, যাবার কায়দা নাই—হামজা)। [ক্বায়িদহ্ قاعدة আ.]।

কায়মী—দ্র. **কায়েম**।

কায়িম—দ্র. **কায়েম**।

কায়েম, কায়িম, কায়িমী, কায়েমি, কায়েমী, কায়মী, কাএম, কাএমী—১বিণ. মজবুত, দৃঢ়, স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত (মুসলমান- রাজ কায়েম করাই হয়ে দাঁড়ায়, তাঁদের ব্রত— মান্নান; তখতে কায়েম কর পাক কোরআন— তালিম; পিঁপড়ের সমাজে যে-ব্যবস্থা কায়েমী—প্রেমেন্দ্র)। [ক্বায়েমী قائمی আ.]।

কায়েম-মকাম, কায়িম-মকাম—বি. প্রতি-নিধি। [ক্বায়িম মুক্বাম্ قائم مقام আ.]।

কায়েমি, কায়েমী—দ্র. **কায়েম**।

কারখানা—১বি. যেস্থানে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, কর্মশালা, কর্মাগার। ২বি. বিপুল ব্যাপার, বিরাট কাণ্ড (দেখে জাতি ছত্রিশ কারখানা— ভারত)। [কারখানহ্ کارخانه ফা.]।

কারচুপি, কারচোপ, **কারচুবি**—বি. বস্ত্রাদির উপর নকশার কাজ (তাতে কতই না কারচুপি— মুজতবা; বুকে জরির কারচোপের কর্ম-করা কাবা— টেকচাঁদ; হাতেতে কারচুবি চুড়ি পায়েতে পাশলি —গরীব)। ২বি. কৌশল, চালাকি (সব টাকার কারচুপি— অচিন্ত্য)। [কারচোব کارچوب ফা.]।

কারদানি, **কারদানী**—দ্র. **কেরদানি**।

কারপরদাজ, **কারপরদায**—বি. কর্মচারী, তত্ত্বা-বধায়ক, বিশিষ্ট কর্মচারী (রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ— দীনবন্ধু)। [কারপরদায্ کارپرداز ফা.]।

কারফরমা—বি. আদেশকর্তা, সেনানায়ক। শাহী আমলের কর্মচারীদের পদবী বিশেষ। [কারফরমা کارفرما ফা.]।

কারবা—দ্র. **কাহার্‌বা**।

কারবার—১বি. ব্যবসায়, বিজনেস। ২বি. পেশা। ৩বি. ব্যবহার, লেনদেনঘটিত সম্বন্ধ। ৪বি. কাজকর্ম। [কারোবার کاروبار ফা.]। **কারবারী** —বিণ. ব্যবসায়ী। کاروباری ফা.]।

কারবালা—বি. ইরাকস্থ ঘাসপাতাহীন ধূসর প্রান্তরবিশেষ, যে স্থানে খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম হোসেন সপরিবারে ও সবান্ধবে নিহত হন। [কর্‌বলা کربلا আ.]।

কাররবাই—বি. কার্যক্রম, আবরণ, কর্ম কৌশল, ব্যবহার। [কার্‌রওয়াঈ کارروائ ফা.]।

কারসাজ, **কারসায**—বি. সৃষ্টিকর্তা, ভাঙাগড়ার নিয়ামক। ২বিণ. ধূর্ত, কূটকৌশলী। [কারসায্ کارساز ফা.]। **কারসাজি**, **কারসাজী**, **কারসাযী**—বিণ. কূটকৌশল, চালাকী (কারসাজী করোনা বেশি, ধরা পড়ে যাবে— হাশিম)। ছলনা, প্রবঞ্চনা (প্রকাশকের কারসাজীতে...... আনিস)।

কারাবত—বি. আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা। [ক্বরাবৎ قرابت আ.]।

কারাবা—দ্র. **কার্বা**।

কারাভান, **কারোয়াঁ**, **কারোয়ান**— ১বি. অভিযাত্রীদল। ২বি. মরুযাত্রীদল। [কার্‌ওয়াঁ کاروان ফা.]।

কারার—দ্র. **করার**।

কারি$_1$, **কারী**$_1$—বিণ. মারাত্মক, সাংঘাতিক, গভীর (কারি ঘাও ছিল তার পায়— হামজা)। [কারী کاری ফা.]।

কারি$_2$, কারী$_2$,—বি. বিশুদ্ধতার সঙ্গে কোরআন পাঠকারী, কোরআন পাঠক (কাজী ছাড়ে কলেমা, কোরান ছাড়ে কারী—ভারত)। [ক্বারী قاری আ.]। **কারিকর**, **কারিগর**—বি. মিস্ত্রী, (কে এমন কারিগর, বানাইলে ঘর— চণ্ডী)। [কারীগর کارگر ফা.]। **কারিকরি কারিকুরি**, **কারিকরী**, **কারিগরি**, **কারিগরী**— ১বি. শিল্প দক্ষতা, সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। ২বি. কারিগরের কার্য, কারিগরের পেশা। কৌশল, নৈপুণ্য। ৩বিণ. কারিগরী সংক্রান্ত, কারিগর সংক্রান্ত, technical। [কারীগরী کاریگری ফা.]।

কারিকুরি, কারিগরি, কারিগরী—দ্র. **কারিকর**।

কারিন্দা—বি. কর্মী, কর্মচারী, গোমস্তা, ম্যানেজার (কেরানী কারিন্দা ক্লার্ক—হেম)। [কারিন্দা کرنده ফা.]।

কারী১—দ্র. **কারি১**।

কারী২—দ্র. **কারী২**।

কারীব, ক্বারিব— বিণ. আসন্ন, নিকটস্থ, নিকটবর্তী (নির্দিষ্ট সময় ক্বারিব হয়ে গেছে—মাহবুব)। [ক্বরীব্ قريب আ.]।

কারুন, কারূন—বি. হযরত মূসা (আ:)-এর চাচাত ভাই। তার আমলে দুনিয়ার কুখ্যাততম কৃপণ ব্যক্তি। তার অশ্রুতপূর্ব কৃপণতার জন্য সে চিরকালের এক অবিস্মরণীয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। [ক্বারূন قارون আ.]।

কারূন—দ্র. **কারুন**।

কারোয়াঁ, কারোয়ান—দ্র. **কারাভান**।

কার্বা, কারাবা—বি. সুগন্ধি জলের পাত্র, গোলাপ পাত্র। (নয়নের কার্বা যে মোরছা দিয়ে ঢেউ খেলে যায়— সত্যেন্দ্র; শুকনো চামড়ার কার্বা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপজল— নজরুল)। [ক্বরাবহ্ قرابه আ.]।

কালবুদ১—১বি. পাদুকা নির্মাণের কাষ্ঠ-ফর্মা। ২বি. খিলান গ্রন্থন কার্যে ব্যবহৃত ফর্মা। ৩বি. খিলান-কৃত সেতু। [কালবুদ كالبد ফা.]।

কালবুদ২—বি. আধার, পাত্র, ছাঁচ বা খাঁচা। [কালবুদ كالبد ফা.]।

কালা আদমি, কালা আদমী—বি. প্রাচ্যদেশ সমূহের লোক, যে-সকল লোকের শরীরের বর্ণ কাল, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি। [কালা হি. + আদ্‌মী آدمی হি. উ.]।

কালা কানুন—বি. অন্যায় বিধি, প্রজাপুঞ্জের স্বার্থহানিকর আইন। [كالا কালা হি. + ক্বানূন قانون আ.]।

কলাইগর—বি. তাম্র পিতলের পাতিলাদি কালাই কারী (সেকি কথা ? ছুতোর কামার কালাইগর, মুচি..... —মুজতবা)। [ক্বালাইগর قلی گر ফা. + আ.]।

কালাম—১বি. বাক্য, বাণী, কথা (ঐ একই কালাম — জুলফিকার)। ২বি. আদেশ, নির্দেশ, হুকুম (খোদার কালাম কি কখনও রদ হয় — মশার্‌রফ)। [কলাম كلام আ.]। **কালামুল্লাহ্** —বি. কুরআন শরীফ, আল্লাহ্‌র বাণী বা নির্দেশ। (মা তাঁহার খুদে নাতিনীকে এক মনে কালামুল্লাহ পড়াইতেছেন—মাহবুব)। [কালামুল্লাহ্ كلام الله আ.]।

কালিয়া—বি. মাছ-মাংসাদিতে প্রস্তুত উপাদেয় তরকারি বিশেষ। [ক্বলিয়াহ্ قليه আ.]।

কালেব—বি. ছাঁচ, খাঁচা, কাঠামো। [ক্বালিব্ قالب আ.]।

কাশ্‌ত্‌কার—দ্র. **কাস্তকার**।

কাসা—বি. পাত্র, পিয়ালা। [কাসা كاسه ফা.]।

কাসিদ—দ্র. **কাসেদ**।

কাসিদ, কাসেদ—বি. বার্তাবাহক, পত্রবাহক (আবদুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন—মশাররফ)। [ক্বাসিদ قاصد আ.]।

কাসিদা, কাসিদা—বি. কবিতা (কোথায় শায়ের, শিল্পী, সুরকার কাসীদা—ফররুখ)। [ক্বসীদহ্ قصيده আ.]।

কাসেদ— দ্র. **কাসিদ**।

কাসেম—দ্র. কিস্‌ম্।

কাস্তকার, কাশ্‌ত্‌কার— বি. চাষী। [কাশ্‌ত্‌কার کاشتکار ফা.]।

কাহাঁ, কাঁহা, কাঁহাতক, কাহাঁতক—দ্র. **কাঁহা**।

কাহাত—বি. দুর্ভিক্ষ, আকাল (প্রাণপণ করেছে খিদমত কাহাতের দিনে— ফররুখ)। [ক্বাহত قحط আ.]।

কাহার্‌বা, কারবা— বি সংগীতের তাল বিশেষ। এক অনুন্নত শ্রেণীর (কাহার) সম্প্রদায়ের নাচ গান হতে জাত এক শ্রেণীর তাল (মনোহারী, বেলোয়ারী কাহার্‌বা— সত্যেন্দ্র)। [কহরওয়া کہروا হি.]।

কাহি—অব্য. কেন, কি কারণ? (কি করহ এ সখি আওল কাহি—বিদ্যাপতি)। [কাহে کاہے হি.]।

কাহিনী—বি. বৃত্তান্ত, গল্প, উপন্যাস, কিস্‌সা। [কহানী کہانی হি.]।

কাহিল—১বিণ. নিস্তেজ, দুর্বল, কমজোর, পরিশ্রান্ত (আমার মা না খেয়ে খেয়ে কাহিল হলেন— অবনীন্দ্র)। ২বিণ. ক্লান্ত, রুগ্ন (কাহিল মারবার এমন মেওয়া আর দ্বিতীয় নেই— কেদার)। [কাহিল্ کاهل আ.]। **কাহেলি, কাহিলী**—১বি. দুর্বলতা, শ্রান্তি। ২বি. রুগ্নতা, অবসন্নতা। (কাহেলি কারণে আমি রহিনু পড়িয়া— হামজা)। [কাহিলী کاهلی আ.]।

কিংখাপ, কিংখাব—বি. এম্‌ব্রয়ডারি-করা জরির সিল্‌ক-বস্ত্র বিশেষ (সোনা রূপার জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে— মুজতবা)। [কম্‌খাব্ کمخواب ফা.]।

কিচ্ছা—দ্র. **কেচ্ছা**।

কিছম—দ্র. **কছম**$_{২}$।

কিজিলবাশ—দ্র. **কজলবাস**।

কিতা$_{১}$—দ্র. **কেতা**$_{১}$।

কিতা$_{২}$—দ্র. কেতা$_{২}$।

কিতাব, কেতাব—১বি. গ্রন্থ, পুস্তক, বই (কেতাব পড়ে পায়নি খেতাব—জসীম)। ২বি. কুরআন শরীফ (আল্লায় কহিছে যবে কিতাবের বাণী— সুলতান)। ৩বি. পুঁথি (কেতাব পড়ার উঠিল তুফান— জসীম)। [কিতাব كتاب আ.]। **কিতাবি, কেতাবি**—১বিণ. পুস্তকী, পুস্তকগত (কিতাবি বিদ্যা)। ২বিণ. পুস্তক সংক্রান্ত। ৩বিণ. এমন ব্যক্তি যার পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতা নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাতে-কলমে কোনো কাজ করে নাই (মোকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাজ নয়— টেকচাঁদ)। **কেতাবী**— বি. আল্লাহ্‌ প্রেরিত কিতাবের অনুসরণকারী কিন্তু মুসলমান নয়, যথা- ইহুদী, খ্রিস্টান। [কিতাবী كتابی আ.]। বি. **কেতাব-কুরআন, কেতাব কোরান**। (এ কথা তো কোনো কেতাবে-কোরানে লেখেনা— প্রমথ)।

কিতাবত—১বি. পত্র, চিঠি লেখা। ২বি. ধর্মগ্রন্থ, হাদিস-কুরআন। [কিতাবত্ كتابت আ.] **কেতাবতি**— বিণ. পুস্তকগত (কেতাবতি ভাষা)।

কিত্তা— দ্র. **কেতা**$_{১}$।

কিনা, কীনা—বি. হিংসা, বিদ্বেষ (মনে কিনা রেখোনা—ইজদানী)। [কীনাহ্ كينه ফা.]।

কিনারা, কিনার্— বি. তীর, পার (সম্মুখে নীলজলের রাশি, নেই কিনারা কূল—

সত্যেন্দ্র)। ২বি. সীমা, প্রান্ত (কথা কয় মনের কিনারে— রশীদ)। ৩বি. প্রতিকার, সমাধান, উপায়, বিহিত-ব্যবস্থা (বিধবা বৌটার একটা কিনারা করা দরকার)। ৪বি. নিষ্পত্তি, ফয়সালা (মামলার কোনো কিনারাই হলো না)। ৫বি. সন্ধান, খোঁজ, clue (হারানো ছেলেটার কিনারা করা দরকার)। ৬বি. খোঁজ বা অনুসন্ধানের দ্বারা বাস্তব তথ্য উদঘাটিত করা (চুরির কিনারা)। [কিনার, কিনারাহ্ کناره ফা.]।

কিফাইত—দ্র. **কিফায়ত্**।

কিফায়ত, কিফাইত, কেফায়েত— ১বি. সস্তা দাম, অল্প খরচ, সুলভ মূল্য। ২বি. মুনাফা, লাভ। [কিফায়ত্ কفایت আ.]।

কিব্‌তী—বি. হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলের মিসরীয় জাতিবিশেষ (কিব্‌তী সম্প্রদায়ের একটি লোক বাজারে জনৈক গরীব বনী ইসরাইলকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছিল; ইহাতে মূসার (আ:) ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তিনিও কিব্‌তীর গালে এমন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল—আ. রব)। [কিব্‌তী قبطی আ.]।

কিবলা—দ্র. **কেবলা**।

কিমৎ, কিমত—দ্র. **কিম্মৎ**।

কিমা, কীমা—বি. অত্যন্ত ছোট ছোট করে কাটা মাংসের ফালি। [ক্বীমা قیمه ফা.]।

কিমিয়া, কীমিয়া—বি. প্রাচীনকালে প্রচলিত রসায়ন বিদ্যা [কীমিয়াহ کیمیه আ.]।

কিম্মৎ, কিম্মত, কিমৎ, কিমত, কীমত—বি. দাম, দর, মূল্য (কিম্মত লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব— মৈ. গী.)। [ক্বীমৎ قیمت আ.]।

কিয়াম—দ্র. **কেয়াম**।

কিয়ামত—দ্র. **কেয়ামত**।

কিয়াস—বি. আন্দাজ, অনুমান, কোনো ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা। [ক্বিয়াস قیاس আ.]।

কিরা, কিরে, কীরা—বি. শপথ, কসম, প্রতিজ্ঞা (কিরা করাইতে লড়াইয়ের নামে হবে না সে আর মাত্—জসীম; যেয়ো নাগো তার কাছে মোর কিরে প্রাণেশ্বর— মাইকেল)। [কিরিয়া کریا হি.]।

কিরাত—দ্র. **কেরাত**।

কিরিস্তানী—বি. খ্রিস্টানী, নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) ব্যবহার বা আচার-ব্যবহার। [কিরিস্তানী کرستانی হি.]।

কিরে—দ্র. **কিরা**।

কিশ্‌তি, কিশ্‌তী—দ্র. **কিস্তি**।

কিশমিশ, কিসমিস—বি. ক্ষুদ্রাকৃতির শুষ্ক আঙুর। [কিশ্‌মিশ্ کشمش ফা.]।

কিসম, কিসিম, কেসেম—বি. প্রকার, ধরন, রকম, মত। (ঐ কেসেমেরই যত সব উদ্ভট সুন্দরীদের— নজরুল)। [ক্বিস্‌ম্ قسم আ.]।

কিসমৎ, কিসমত, কেসমত—বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য, কপাল (আমার কেসমত আমি জানিতে চাহি না— বঙ্কিম)। [ক্বিস্‌মৎ قسمت আ.]।

কিসমিস—দ্র. **কিশমিশ**।

কিস্‌সা—দ্র. **কেচ্ছা**।

কিসিম—দ্র. **কিসম**।

কিস্তি১, কিস্‌তি, কিশ্‌তি, কিশ্‌তী—বি. নৌকা, তরী, জাহাজ (কর্পূর কাঠে একটা কিস্তি বানাবে— অবনীন্দ্র; নভোবন্দরে

হেলালী কিশ্‌তী— তালিম)। [কিশ্‌তী کشتی ফা.]। **কিস্তিটুপি**— বি. কিস্তি বা নৌকার আকারের টুপি। [—ফা. + টোপী ٹوپی হি.]।

কিস্তি২—বি. ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় বা অংশ, দেয় অর্থাদির অংশ (তোমার কিস্তি তো রদ হয়ে গেছে বাবা —ইমদাদ)। [ক্বিস্‌ত্ قسط আ.]। **কিস্তিখেলাপ**—বি. নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি পরিশোধের অক্ষমতা, কিস্তিবন্দি অবস্থায় কিস্তির শর্তানুসারে টাকা আদায়ে অপারগতা (কিস্তি খেলাপ করবে যে এর ডুববে তাহার কিস্তিখানা— জসীম)। **কিস্তিবন্দি**— ১বি. কয়েকবারে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত, ক্রমান্বয়ে অর্থ আদায়ের অঙ্গীকার। ২বি. কিস্তি পরিশোধের সময় বা কাল-নির্ধারক চুক্তিনামা। [—বন্দী بندی ফা.]। **কিস্তি-মাত, কিস্তিমাৎ**— বি. দাবা খেলার চূড়ান্ত চাল যাতে বিপক্ষের রাজা বন্দি হয়। ২বি. সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ। [قسط আ.+ মাৎمات আ.]।

কিস্তি খেলাপ—দ্র. **কিস্তি২**।

কিস্তিটুপি —দ্র. **কিস্তি১**।

কিস্তিবন্দি—দ্র. **কিস্তি২**।

কিস্তিমাত, কিস্তিমাৎ—দ্র. **কিস্তি২**।

কীমত—দ্র. **কিম্মৎ**।

কীমা—দ্র. **কিমা**।

কীমিয়া—দ্র. **কিমিয়া**।

কীরা—দ্র. **কিরা**।

কুওত, কূওত, কুওৎ, কুয়ত, কুয়ৎ—বি. শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা (ইসলামী হেম্মৎ ও কুওৎ একেবারে হারাইয়া বসিয়াছেন— শিরাজী) [কু'য়্যত্‌ قوت আ.]।

কুঁদা/কুঁদো—১বি. মোটা কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের গুঁড়ি (একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল— বঙ্কিম)। ২বি. বন্দুকাদির কাঠের হাতল। ৩বি. স্থূল ও বৃহৎ খণ্ড। [কুন্দাহ্‌ کنده ফা.]।

কুঁদো—দ্র. **কুঁদা**।

কুজা/কুজো, কুঁজা/কুঁজো—বি. মাটির তৈরী জলাধার বিশেষ, সোরাহী। [কুযহ্‌ کوزه ফা.]।

কুজো—দ্র. **কুজা**।

কুত্তা, কুত্তো—বি. কুকুর। [কুত্‌তা کتا হি., উ.]।

কুদরত, কুদরৎ—১বি. ক্ষমতা, বিপুল শক্তি, অসাধারণ বা অলৌকিক ক্ষমতা (কি বুঝিবে হীন বান্দা কুদরত তোমার— হেয়াত)। ২বি. দক্ষতা, নৈপুণ্য, কৌশল (নৌকাডুবির সময় তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে— টেকচাঁদ)। [কু'দরত قدرت আ.]। **কুদরতি**—বি. অসীম ক্ষমতা, বিরাট মহিমা (পীর বদরের কুদরতিতে নৌকা বাঁধা হিজলগাছে— সত্যেন্দ্র)। ২বিণ. মহিমাবিশিষ্ট, সবিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট, অতিশয় ক্ষমতাশালী। **কুদরতে ইজদানী,— ইযদানী** —বি. আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা বা ক্ষমতা (কুদরতে ইয্‌দানী) [ইয়ায্‌দানী یزدانی ফা.]।

কুনজর, কুনযর—বি. বদনজর, কুদৃষ্টি, অশুভদৃষ্টি। [কু বাং + نظر আ.]।

কুফর, কোফর—১বি. আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশকে যারা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে; আল্লাহ্‌য় অবিশ্বাসী। ২বি. বহু ঈশ্বরবাদ, আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা একত্ববাদে অবিশ্বাস, আল্লাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান, আল্লাহ্‌ ও

রসুলের প্রতি অবিশ্বাস (তাঁর দিন প্রচারে কুফর হৈল নাশ —আলাওল)। ৩বি. মিথ্যা বা অলীক শাস্ত্র (কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া—ভারত)। [কুফ্র্ كفر আ.]।

কুফরি, কুফরী—বি. ধর্ম তথা আল্লাহ্ রসূলে অবিশ্বাস (স্বজাতির কুফরী ঐতিহ্যের গর্ব ছাড়েনি— শরীফ)। **কুফ্রী ফতোয়া**—বি. কাফেররূপে ঘোষণা করে ফতোয়া বা রায় দেওয়া (সর্বশেষ অস্ত্র কুফ্রী ফতোয়া আরোপ করা হইল —মুস্তাফিজ)। [فتوىٰ আ.]।

কুবা— বি ছাদ ও মেজেতে আঘাত করার হাতিয়ার, মুদ্গর। [কূবহ্, কোবহ্ كوبه قبه ফা.]।

কুব্বা—দ্র. **কুব্যা**।

কুব্যা, কুব্বা, কুর্ব্বা—বি. খিলান-কৃত ছাদ, গোলাকৃতিবিশিষ্ট তাঁবু বা গৃহ (অগ্নির দীপ্তি যেন কুব্যা বলি তারে— হেয়াত; সুবর্ণের *কুর্ব্বা* এক দেখে তথা যায়—হেয়াত)। [কু'ব্বহ قُبّه আ.]।

কুমকুম, কুম্কুম্—বি. আবীর ও সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ কন্দুক বা গোলক বিশেষ। [কু'ম্কু'ম্ قمقم আ.]।

কুমতলব—বি. মন্দ বা অহিতকর উদ্দেশ্য, অসদুদ্দেশ্য (অসুখের চেয়ে কুমতলবই অধিক ছিল— মনোজ)। [কু. বাং + মৎলব مطلب আ.]।

কুয়ত, কুয়ৎ—দ্র. **কুওত**।

কুরআন—দ্র. **কোরান**।

কুরচিনামা—দ্র. **কুরছিনামা**।

কুরছি—দ্র. **কুরসি**।

কুরছিনামা, কুরচিনামা—১বি. বংশতালিকা, বংশ পরিচয়, কুলজি, কুলপঞ্জী। [কুরসী নামহ্ كرسى نامه আ.]।

কুরতা—দ্র. **কুর্তা**।

কুরনিশ—দ্র. **কুর্নিশ**।

কুরবান, কুরবানী—দ্র. **কোরবান**।

কুরসি, কুরসী, কুরছি, কুর্সি, কুর্শী—বি. উপবেশন করার উঁচু আসন—কাঠের, লোহার বা অন্য কোনো বস্তুর। কেদারা, চেয়ার। (বসাইল উপরে কুরছির — হামজা; রাজসদনে কুর্শী সোনার মিলতো কবির এইখানে— সত্যেন্দ্র)। [কুর্সী كرسى আ.]।

কুরা—দ্র. **কোরা**।

কুরান—দ্র. **কুরআন**।

কুর্ণিশ, কুর্ণিস—দ্র. **কুর্নিশ**।

কুর্তা, কুরতা, কোরতা, কোর্তা—বি. পুরুষের শার্ট বা জামা। জানুর নিচে পর্যন্ত বিলম্বিত জামা (এর সঙ্গে লম্বা কুর্তা পরা হতো সেযুগে —মুজতবা; গায়ে একটা ছেঁড়া কোরতা ছিল— মশার্‌রফ)। [কুরতহ্ كرته ফা.]।

কুর্তি, কুর্ত্তি—বি. ক্ষুদ্রাকৃতির জামা বা কুর্তা (দূর কর আফসোস জামিয়ার কুর্তির—মোহিত)। [كرتى ফা.]।

কুর্নিশ, কুর্ণিশ, কুর্ণিস কুরনিশ— বি. শাহানশাহ্দের দরবারে প্রজাদের কায়দায় বিনম্র অভিবাদন (বদরসিকরা বলে যে, শাহানশাহগণ, প্রজাসাধারণের কাছ থেকে যে আভূমিপ্রণত কুর্ণিশ গ্রহণ করে অমানবিক আমোদ লাভ করতেন, সেটাই

তাদের পতনের মূলীভূত কারণ—নির্বিচারে প্রজা হত্যা বা অত্যধিক কর গ্রহণও নয়—মুজতবা)। [কুর্‌নিশ کورنش তু.]।

কুর্বান, কুর্বানি—দ্র. **কোরবান**।

কুর্শী, কুর্সি—দ্র. **কুরসি**।

কুল— বিণ. সমস্ত, যাবতীয়, সমুদয় (কুলজাহানের বাদশাহ্ তুমি—কাজী গো. আহমদ)। [কুল্ کل আ.]। **বিলকুল**—বিণ. বেবাক, সমুদয়, যাবতীয় (ভুল হয়ে গেছে **বিলকুল**—বুদ্ধদেব)। [বিল্‌কুল্ بالکل আ.]।

কুলপি, কুল্‌ফি—বি. বরফ জমানোর জন্য ছাঁচ বিশেষ। [কু'ফলী قفلی আ.] **কুলফি বরফ**—বি. কুলফি বা টিনের ছাঁচে জমান বরফ। [—+বরফ برف ফা.]। **কুলফি মালাই**— বি. দুধ-চিনি মিশ্রিত কুল্‌ফিতে বসানো আইসক্রীম। [— আ. + বালাঈ بلای আ.]।

কুলুখ—বি. মাটির ঢেলা। পেশাব-পায়খানার পরে পানির অভাবে শুদ্ধির জন্য ব্যবহার্য মাটির ঢেলা (একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ লইয়াছেন—মশার্‌রফ)। [কুলূখ্ کلوخ ফা.]

কুলুপ, কুলুফ, কুলূপ—১বি. তালা (ঘরের বহির্দিকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কুলূপ দিলেন—বঙ্কিম)। ২বি. সীল, মোহর [কুফ্‌ল کفل আ.]।

কুশাদা—দ্র. **কোশাদা**।

কুশিশ, কুশেশ —দ্র. **কোশেশ**।

কুস্তি, কুস্তী, কুশ্‌তী—১বি. দ্বৈরথ যুদ্ধ, দুজনের শারীরিক শক্তি পরীক্ষাবিশেষ, মল্লযুদ্ধ। ২বি. ব্যায়ামবিশেষ। [কুশতী کشتی ফা.]। **কুস্তিগীর, কুস্তিবাজ**—বি. পালোয়ান, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ ব্যক্তি। [কুশতীগীর کشتی گیر ফা.; কুশ্‌তীবায্ کشتی باز ফা.]।

কুহ্-ই-কাফ—দ্র. **কোকাফ**।

কুহ্‌কাফ—দ্র. **কোকাফ**।

কুহ্‌তুর—দ্র. **কোহিতূর**।

কুহিনূর—দ্র. **কোহিনুর**।

কূওত—দ্র. **কুওত**।

কেওড়া—১বি. একজাতীয় সুরভিযুক্ত ফুল ও তার গাছ। ২বি. কেয়াফুল গাছ। ৩বি. কেয়ার নির্যাস। ৪বি. কেওড়া ফুলজাত সুরভিত জল (কেওড়ার পানি হাত ধুইবারে এনে দিল কিঙ্কর—সৈ. আ.আ.)। [করাবি্য়ঃ کرویه ফা.]।

কেওয়াড়, কেওয়ার— বি. কপাট, দ্বার। [কিওয়াড় کواڑ হি.]

কে'কাফ—বি. কো'কাফ (কোহ্‌কাফ)। (কে'কাফ মুলুক পেরিয়ে হবে যেতে—ফররুখ)। [কূহ্ کوه কাফ كاف ফা.]

কেচ্ছা, কিচ্ছা, কেস্‌সা, কিস্‌সা—১বিণ. গল্প, উপাখ্যান, কাহিনী (সে কেচ্ছা কোন কবি গাহিবেনা—জসীম; প্রাচীন দিনের কিস্‌সা গুলি আমরা আবার বলছি হেন—ফরিদী)। ২বি. কুৎসা, নিন্দাচর্চা। [ক্বিসসা قصه আ.]

কেজিয়া—দ্র. **কাজিয়া**।

কেতনা—বিণ. কতটুকু, কতখানি, কি পরিমাণ, কত (মোর কেত্‌না ফিকির, কেত্‌না ফন্দি—টেকচাঁদ)। [কিত্‌না کتنا হি.]

কেতা$_1$, **কিতা**$_1$, **কিত্তা**—বি. টুকরা, খণ্ড, ভাগ এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল—দীনবন্ধু; এক কেতা জমি)। [ক্বিত্'আঃ قطعه আ.]।

কেতা২, কিতা২—১বি. কায়দা, ধরন, পদ্ধতি (আঁখিঠার, অঙ্গভঙ্গী, হাসির কেতা'বিস্তর শিখিয়া হেন—মশাররফ)। ২বি. সমাজে প্রচলিত রীতি বা রেওয়াজ (আধুনিক রুচিসম্মত কেতায় সাজানো—মঈন)। ৩বি. সারি, শ্রেণী (কিতা করিয়া বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চাঙ্গা— কঙ্কণ)। [ক্বিত্'আঃ قطعه আ.]।

কেতাদুরস্ত, কেতাদুরোস্ত, কিতাদুরস্ত—বিণ. বাইরের চালচলনে অনিন্দ্য; রুচিসম্মত, পরিপাটি, সুবিন্যস্ত (ভাই দুটি বড়ই সুন্দর, কেতা দুরোস্ত সুচেহারা—মশার্‌রফ)। [ক্বিত্'আঃদুরস্ত—قطعه আ.+درست ফা.]

কেতাব কুরআন, কতাব কোরান, কেতাব, কেতাবি—দ্র. **কিতাব**।

কেতাবতি— দ্র. **কিতাবত**।

কেফায়েত—দ্র. **কিফায়ত**।

কেবলা, কিবলা—১বি. মক্কা-মোয়াজ্জমার কাবাগৃহ, যার দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয়। ২বি. এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি মাতাপিতা বা অন্যান্য গুরুজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। ৩বি. পিতা (আপনার কেবলা সাহেব এই গোলামের উপর খুবই মেহেরবান ছিলেন—ইমদাদ)। [ক্বিবলহ্ قبله আ.]।

কেবার—বি. প্রবেশপথ, দরজা, দ্বার, দুয়ার (কোটার কেবার খুলি গেলরে চলিয়া—পূ. গী.)। [কেয়াড় کواڑ উ., হি.]

কেয়া—অব্য. কী, কী ব্যাপার। **কেয়া মজা**—কী সুন্দর। **কেয়াবাত**—শাবাশ, বাহবা। [কিয়াবাত্ کیابات হি. উ.]।

কেয়াম, কিয়াম —১বি. দণ্ডায়মান অবস্থা, নামাজে দাঁড়ানো অবস্থা (কেয়ামের আহ্বানে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়—নজীবর)। [ক্বিয়াম্ قیام আ.]।

কেয়ামত, কিয়ামত, রোজকেয়ামত—বি. পুনরুত্থানের দিন, চূড়ান্ত বিচারের দিন। যেই মহা ভয়ংকর দিনে আল্লাহ্ পাক মানবজাতির পৃথিবীতে কৃত যাবতীয় কার্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করবেন (কিয়ামতে ভাসে চোখে আল্লার দরবার—নজরুল) [ক্বিয়ামৎ قیامت আ. রোয্ روز ফা. + قیامت আ]। **রোজ কিয়ামত**— বিণ. শেষ অবস্থা, মৃত্যু (মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর— জসীম)।

কেয়ারি, কেয়ারী—১বি. আইল বেষ্টিত কৃষিক্ষেত্র বা ফুল বাগান, পুষ্পবীথি (কেয়ারি দেখিয়া বলে, নাহি দেখি কোনো কালে এমন ফুলের কারবার—হামজা; উঠল রেঙে কানন ভূমি লালাফুলের কেয়ারি তুল—নজরুল)। [কিয়ারি کیاری হি.]।

কেরদানি, কেরদানী, কারদানি, কারদানী—১বি. কৌশল, নৈপুণ্য (যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হ'ল—টেকচাঁদ)। ২বি. বাহাদুরি (ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমন অপকারী—প্রমথ)। ৩বি. কৃতিত্ব (সে রমেশের কেরদানীতে বিমোহিত—বিভূতি)। [কার্‌দানী کاردانی ফা.]।

কেরাঞ্চি—১বি. দুই বা চারি চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়িবিশেষ (কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন— টেকচাঁদ)। ২বি. নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি। [করান্‌চী کرانچی উ.]।

কেরাত, কিরাত—১বি. কুরআন পাকের সুললিত কণ্ঠে পাঠ (একটি সুরা এমন মধুর কেরাতের সহিত আবৃত্তি করিয়া গেলেন—ইমদাদ)। ২বি. কুরআন পাঠের সবিশেষ নিয়ম কানুন। [ক্বিরাআত্ قرأت আ.]।

কেরামত, করামত, করামৎ, কেরামতি—১বি. প্রতাপ, ক্ষমতা, শক্তি, বল। ২বি. অমানবিক ক্ষমতা, মানবসীমা বহির্ভূত ক্ষমতা (নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড—আলাওল; কিন্তু কেরামতি চাই, শুধু ভক্তিতত্ত্বে চলবে না—পরশু)। ৩বি. নিপুণতা, দক্ষতা, বাহাদুরি। ৪বি. ফের, দৈব দুর্বিপাক, বিপর্যয় (নসিবের কেরামত! এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ—মোহিত)। [করামৎ کرامت ফা.] **কেরামতকারী**—বিণ. প্রতাপশালী, ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী, বিপুল ক্ষমতাধর (মহন্ত পণ্ডিত গুরু কেরামতকারী—আলাওল)। **করামতী**—বিণ. অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী (কেরামতী মাথার টুপি দরিয়ায় ভাসাইয়া— পূ. গী.)।

কেরায়া, কেরেয়া—১বি. কোনো জিনিসের দাম, কোনো কিছুর বিনিময়ে পারিশ্রমিক। ২বিণ. ভাড়ার উপযোগী (তাদের দু'ধারে অন্য কেরায়া নৌকা এসেছে—ওয়ালি)। [কিরায়াঃ کرایه আ.] **কেরায়াদার**—বি. যে ব্যক্তি ভাড়া করেছে বা ভাড়ায় কোনো কিছু রেখেছে, প্রজা। [دار + کرایه আ + ফা.]।

কেরাহাত, কেরাহিয়াত—বি. ঘৃণা [করাহৎ کراهت আ.; করাহিয়াত کراهیت আ.]।

কেরামন কাতেবিন—১বি. যেই ফেরেশতাদ্বয় মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাবলির হিসাব লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত আছেন (পাপপুণ্য কর্ম্মতরে দিবারাতি। কেরামন কাতেবিন লেখে দিন প্রতি— হেয়াত)। ২বি. শ্রদ্ধেয় লিপিবদ্ধকারীগণ। [কিরামান কাতিবীন کراماً کاتبین আ.]।

কেরেয়া—দ্র. **কেরায়া**।

কেল্লা, কিল্লা—বি. সৈন্যদের আস্তানা, দুর্গ (বড় উচাকেল্লা এক দেখিবারে পায়—হামজা)। [ক্বিল্আহ্ قلعه আ.]। **কেল্লাদার**— ১বি. দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি, দুর্গাধিপতি। ২বি. দুর্গশাসক। [ক্বিল্আহ্ قلعه আ.+দার دار ফা.]। **কেল্লাফতে**—বি. (আক্ষরিক অর্থে) দুর্গবিজয়; সাফল্য অর্জন, জয়লাভ। [—ফত্হ্ فتح আ.]।

কেসম—বি. রকম, শ্রেণী, বিভাগ, শাখা। [ক্বিস্ম قسم আ.]।

কেসমত$_১$—দ্র. **কিসমৎ**।

কেসমত$_২$—বি. অংশ, হিস্সা, ভাগ; মৌজার অংশ। [ক্বিস্মৎ قسمت আ.]।

কেস্সা—দ্র. **কেচ্ছা**।

কেসেম—দ্র. **কিসম**।

কৈছে, কৈসে—ক্রি. বিণ. কি রূপে, কেমনে, কি উপায়ে, কি করে (সখিরে পুছহ কৈছে সুরত বিহার— বিদ্যাপতি; কৈসে মে যাওব যমুনাতীর—বিদ্যাপতি)। [ক্যায়সে کیسے হি.]।

কৈফৎ— দ্র. **কৈফিয়ত**।

কৈফি—বিণ. মত্ত, দশাপ্রাপ্ত। (সুরাপানে কৈফি হইয়া হারিল চেতন—হেয়াত)। [কয়ফী کیفی আ.]।

কৈফিয়ত, কৈফিয়ৎ, কৈফৎ—১বি. নিজের দোষ ত্রুটি ইত্যাদির হেতু প্রদর্শন,

আত্মপক্ষ সমর্থন (একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত—রবীন্দ্র; শিক্ষক জলদগম্ভীর স্বরে কৈফিয়ত তলব করিলেন—শরৎ)। ২বি. আয়-ব্যয় বা জমাখরচের অবশিষ্ট হিসাবাদি। [কয়ফিয়্যাত্ كيفيت আ.] **কৈফিয়তি, কৈফিয়তী**— ১বিণ. জবাবী, কৈফিয়ত বিষয়ক। ২বি. যে পত্রে কৈফিয়ত লিখিত রয়েছে (কৈফিয়তি পাজিখানা নিল সাবধানে— কঙ্কণ)।

কৈসে—দ্র. কৈছে।

কোই—১ সর্ব. কেহ (হরি হরি পীরিতি করয়ে, জানি গায়ত কোই—জ্ঞান.)। ২সর্ব. কাহাকেও (আনযুবতী কোই না করবি কোর—বিদ্যাপতি)। ৩ সর্ব. কোন (সব কোই— বিদ্যাপতি)। [কোই کوئ উ. হি.]।

কোকাফ, কোহ্-ই কাফ, কোহ্কাফ, কুহ্-ই-কাফ, কুহকাফ—বি. কবি-প্রবাদমতে এক পাহাড় (যার নাম কোহকাফ) পৃথিবী বেষ্টন করে রয়েছে—যাতে অসংখ্য জিন পরী বাস করে, ককেশাস পর্বত (কোকাফ মুল্লুক হতে আসে পরীজাদী—হামলা)। [কূহ্-ই ক্বাফ্ کوه کاف ফা.]।

কোতওয়াল—দ্র. **কোতোয়াল**।

কোতল—দ্র. **কতল**।

কোতোয়াল, কোতওয়াল—বি. কোটাল. নগর বা শহর রক্ষী, প্রহরী, শহরের রক্ষণ দায়িত্ব যার উপরে অর্পিত (কোতোয়ালে যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে— ভারত)। [কুৎওয়াল کوتوال ফা.]। **কোতোয়ালী**—১বি. কোতোয়ালের দায়িত্ব অথবা পদ। ২বি. কোতোয়ালের স্থান বা থানা।

কোপ, কোব—১বি. ভারি ও শাণিত অস্ত্র দিয়ে আঘাত (এক কোপে সাবাড় কর—বঙ্কিম)। ২বি. রূঢ় ভাষা বা কটু কথার আঘাতজনিত বেদনা (তুমি কোপ দিলে গরীবের সম্মানে— সত্যেন্দ্র)। [কুবাঃ کوبه ফা.]।

কোপ্তা, কোফ্তা—বি. বিবিধ মসলা সহযোগে উপাদেয়রূপে প্রস্তুত মাংস অথবা মাছের পিষ্টকবিশেষ (নানা প্রকারের মিঠাই-মণ্ডা, কাবাব-কোফতা-লাড্ডু দোকানে বসিয়া খাইতে পারিবে—শিরাজী)। [কুফ্তহ্ کوفته ফা.]

কোফর—দ্র. **কুফর**।

কোফ্রান—বি. অবিশ্বাস, বিশ্বাসের অভাব, কৃতজ্ঞতার অভাব। [কুফ্রান্ كفران ফা.]।

কোয় (ব্রজ)— সর্ব. কাহাকেও (হাম যদি পরশ করি কোয়—বিদ্যাপতি)। [কোই کوئ উ. হি.]।

কোরতা—দ্র. **কুর্তা**।

কোরফা, কোর্ফা, কোর্ফা, কোর্ফাপত্তন, কোর্ফা প্রজা—১বিণ. যেই প্রজা বা রাইয়ত অপর প্রজা বা রাইয়তের কাছ হতে জমি গ্রহণ করে চাষবাস করে, প্রজার অধীন। ২বি. স্বত্বের অধিকারশূন্য প্রজা যে অন্যের নিকট হতে শুধুমাত্র টাকা পয়সার বিনিময়ে, সাময়িক ভোগ-দখলাধিকার লাভ করেছে। [কোরফা کورفا ফা.]।

কোরবান, কুরবান, কোর্বান, কুর্বান—বি. আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোনো প্রাণী বলিদান; বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আত্মাহুতি বা

জীবনদান (কোরবান কর আল্লার নামে মোমিন মুসলমান—মুফাখখার) [কু'র্বান قربان আ.]। **কোরবানি, কুরবানি, কোর্বানি, কুর্বানি**—বি. খোদার রাহে ১০ই জিলহজ্ তারিখে ইসলাম ধর্মের বিধি মোতাবেক সক্ষম মুসলমানদের পশুবলি। [কু'রবানী قربانی আ.]।

কোর্‌মা—দ্র. **কোর্মা**।

কোরা, কুরা—১বিণ. অধৌত, মাড়বিশিষ্ট, যা ধোলাই করা হয় নাই (কোরা গেঞ্জি)। ২বিণ. যা ব্যবহার করা হয় নাই, সম্পূর্ণরূপে নতুন, brand new। [কুর্ঃ کوره ফা.]।

কোরাণ—দ্র. **কোরান**।

কোরান, কোরাণ, কুরান, কুরআন, আল-কুরআন, আল কোরান—বি. আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে মহাবাণী, যা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)এর মারফতে প্রেরিত হত। সর্বপ্রথম কোরানের যে মহিমান্বিত বাণী হেরা পাহাড়ের গুহায় বিশ্ব নবীর নিকট জিব্রাঈল নিয়ে আসেন তা হল 'ইক্‌রা বিস্‌মি অর্থাৎ 'সূরা আলাক'। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মপুস্তক (তার বিচারক এক সে আল্লাহ্ লিখিল আল্ কোরানে— নজরুল)। [কু'রআন قران আ.]।

কোরেশ—বি. মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কুরায়শ বংশ। বিশ্বনবী এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। [কু'রাইশ قريش আ.]।

কোর্তা—দ্র. **কুর্তা**।

কোর্ফা, কোর্ফাপত্তন, কোর্ফাপ্রজা—দ্র. **কোরফা**।

কোর্বান, কোর্বানি—দ্র. কোরবান।

কোর্মা, কোরমা,—বি. তুর্কিদের নিয়মে পক্ক সুস্বাদু মাংস, যা ঝালশূন্যভাবে ভুনা হয়ে রন্ধিত হয়। ঝালশূন্য ভুনা তরকারে। [কূ'রমঃ قورمه তু.]।

কোশাদা, কুশাদা—১বিণ. বিস্তৃত, চত্তড়া, প্রশস্ত (সামনে দেখে মর্দ এক কোশাদা ময়দান—হামজা)। ২বিণ. বড়, বৃহৎ (খোদা আপনার নসীব কোশাদা করুন—ইমদাদ)। [কুশাদঃ كشاده ফা.]।

কোশেশ, কুশিশ, কুশেশ—বি. যত্ন, প্রয়াস, সবিশেষ প্রচেষ্টা (কম কোশেষ করেননি —মুজিবর)। [কুশিশ كوشش ফা.]।

কোস্তাকুস্তি—বি. ধ্বস্তাধ্বস্তি (তোর মত ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এ সব কোস্তাকুস্তি সাজে— নজরুল)। [কুশ্‌তঃ কুশতী كشته كشتى ফা.]।

কোসা—বিণ. বিরাট, মস্ত বড়, বিপুল। [কুসঃ كوسه ফা.]।

কোহ্‌তূর—দ্র. **কোহিতূর**।

কোহিতূর, কোহ্‌তুর, কুহ্‌তুর—বি. তূর পাহাড়, যেখানে দাঁড়িয়ে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথোপকথন করতেন। (আবার শুনিতে চায় কোহিতূর, সাফার আহ্বান—ফররুখ; বিরচিল জবল আরফা গিরিনুর। সর্ব পুণ্যস্থল লিখিবেক কোহ্‌তুর— আলাওল)। [কোহ্-ই-তূর, كوه طور ফা.]।

কোহিনুর, কোহিনূর, কুহিনূর—১বি. জগদ্বিখ্যাত হীরক খণ্ডবিশেষ, মহার্ঘ ও দুর্লভ মণিবিশেষ। ২বি. সর্বোচ্চ মূল্যবিশিষ্ট ধন (তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল্?—সত্যেন্দ্র)। ৩বি. আলোক-পর্বত। ৪বি. বিশেষ গৌরবান্বিত মানুষ। [কোহ্-ই-নূর كوه ফা.+ نور আ.]।

কোহে নেদা—বি. যে পাহাড় থেকে দৈববাণী উত্থিত হয়। [কোহ کوه ফা. + নিদা ندا আ.]।

কৌয়া— বি. বায়স, কাক। [কউয়্যা। کوّا হি.]।

[খ]

খইনি—বি. চুনমিশ্রিত তামাক, যা সেবনে সেবনকারী নেশাগ্রস্ত হয়। [খইনি کھینی হি.]

খওফ—বি. শঙ্কা, ভীতি, বিভীষিকা, ভয়, ডর (মোস্কেলে পড়িলে এবে দেলে হৈল খওফ—গরীব)। [খউফ্ خوف আ.]।

খঞ্চা, খাঞ্চা, খুঞ্চা—বি. বারকোশ, বড় আকারের থালার ন্যায় চ্যাপ্টা পাত্র বিশেষ। [খান্‌চহ্ خوانچه ফা.] **খাঞ্চাপোশ**—বি. খাঞ্চার আবরণ। [— + পোশ پوش ফা.]।

খঞ্জর—বি. উভয়দিকে ধারযুক্ত অস্ত্রবিশেষ। [খন্‌জর خنجر ফা.]।

খড়কি, খড়কী, খিড়কী—বি. জানালা, প্রাচীর বা দেয়ালমধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বার (ধায় বেনে খড়কীর পথে — কঙ্কণ)। [খিড়কী کھڑکی হি.]।

খড়ম, খারাও—বি. কাঠের জুতা বা পাদুকা (খারাও পিন্দিয়া মর্দ্দ উঠিল আস্‌মানে—হামজা)। [খাড়াওঁ کھڑاوں হি.]।

খত, খৎ—১বি. লিপি, পত্র, চিঠিপত্র। ২বি. ঋণশোধের অঙ্গীকারপত্র বা দলিল। ঋণ স্বীকারপত্র। [খৎ خط আ.]। **খত-কিতাবত**—বি. পত্রাদির আদানপ্রদান, চিঠি লেখা- লেখির মাধ্যমে যোগাযোগ। [—কিতাবৎ کتابت আ.]।

খত-খতেন খত-খতিয়ান—বি. দলিল ও হিসাবের খাতা (লাভ-লোকসান খত-খতেনের ভক্ত কি জানে—অচিন্ত্য। [খয়্‌ত্-খীতান خیط خیطان আ.]

খত্‌না, খৎনা—বি. সুন্নৎ, লিঙ্গমুখের ত্বকচ্ছেদ (আমাকে মুসলমান সন্দেহে গ্রেফতার করতঃ বিবস্ত্র করিয়া খৎনা দেখিতে পায়—শিরাজী)। [খত্‌নহ্ ختنه আ.]।

খত্‌বা, খৎবা—দ্র. **খোতবা**।

খতম—১বি. সমাপ্তি, সমাপন, অন্ত, শেষ। ২বি. অবসান, মরণ। ৩বিণ. সমাপ্ত, শেষ, নিঃশেষিত। [খতম ختم আ.]।

খতর—১বি. ঝঞ্ঝাট, দুর্ঘটনা, বিপদ। ২বি. ভীতি, শঙ্কা। [খত্‌র خطر আ.]।

খত্‌রা—১বি. বিপদ, দুর্ঘটনা, ঝঞ্ঝাট। ২বি. বিপদাশঙ্কা। ৩বি. প্রতিকূল বা বিপজ্জনক অবস্থা, বেগতিক বা অসুবিধাজনক অবস্থা। [খত্‌রহ্ خطره আ.]।

খতি—১বি. উৎকোচ, কোনো স্বার্থ বা লাভের বিনিময়ে অন্যের উপকার সাধন, ঘুষ। (বিনা উপকারে খায় খতি—কঙ্কণ)। ২বি. কাপড়াদির জমি। [খত خط আ.+ই বাং.]।

খতিব, খতীব—বি. যিনি খুৎবা পাঠ করেন বা সম্বোধন করেন (কাহাকে খতিব, কাকে করেন্ত ইমাম— আলাওল)। [খতীব خطیب আ.]।

খতিয়ান/খতেন, খোতেন— বি. বিষয়ানু-ক্রমানুসারে হিসাব-পুস্তক; জমিজমার রাজস্বাদি উসুল-আদায়ের হিসাব রক্ষক খাতা। (জমি থাকিলে খতেন নং—অচিন্ত্য; সংসারের হিসেব নিকেশ... খোতেন আর পাকা খাতা নিয়ে—অবনীন্দ্র)। আমদানি রফতানি,

ক্রয়বিক্রয়াদির পৃথক হিসাবপত্র সংবলিত খাতা। [খইতান্ خيطان আ.]।

খতীব—দ্র. **খতিব**।

খতেন—দ্র. **খতিয়ান**।

খদ্দর, খদ্দড়, খদ্দি, খাদি—বি. চরকার তৈরী কার্পাস সুতার প্রস্তুত অমসৃণ ও মোটা বস্ত্র। [খদ্দড় کھدڑ হি.]।

খদ্দের—দ্র. **খরিদ**।

খনেজাদ—দ্র. **খানেজাদ**।

খন্দ১—১বি. গর্ত, নালা। ২বি. নিচু ভূমি। [কন্দহ্ کندہ ফা.]।

খন্দ২—বি. ফসল, শস্য (এবার ফসল হইল না বলিয়া কি সামনের অন্যান্য খন্দও কিছু পাওয়া যাইবে না—ওদুদ)। [খন্দ— کھند হি.]। **খন্দ-খেরাজ**—বি, শস্যাদি ও খাজনা (জমির চাষ-আবাদ খন্দ-খেরাজের ভার তাহার চাকরের হাতে থাকে—ওদুদ)। **খন্দ-মাল**—বি. রবিশস্য, বসন্তকালীন শস্য: মুগ, মটর, কলাই প্রভৃতি (হাটখোলার গদি, দশবারোটা খন্দ মালের আড়ত—টেকচাঁদ)। [—মাল مال আ.]।

খন্দক—বি. গর্ত, নালা, খানা (খন্দক খুঁড়িয়া তায় গাড়িল জমিনে—হামজা)। [খন্দক্ خندق আ.]।

খন্দকার, খোন্দকার—দ্র. **খোন্দকার১** ও **খোন্দকার২**।

খন্নাস—দ্র. **খান্নাস**।

খপছুরত—দ্র. **খুবসুরৎ**।

খপ্পা, খাপ্পা, খফা—দ্র. **খাপা**।

খফী, খফি—১বিণ. নিঃশব্দ, নীরব। ২বি. গোপন, গুপ্ত। [খফী خفى আ.]।

খবর—১বি. সংবাদ, বার্তা। ২বি. তথ্য, বৃত্তান্ত। ৩বি. তত্ত্ব। ৪বি যত্ন, তত্ত্বাবধান। ৫বি. সন্ধান, উদ্দেশ্য। [খবর خبر আ.]। **খবরগীর**—১বি. সংবাদ-বাহক, সংবাদদাতা। ২বি. গোয়েন্দা, চর। ৩বিণ. তত্ত্বাবধানকারী। **খবরগিরি**—১বি. খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজ, সংবাদবাহকের কাজ। ২বি. তত্ত্বাবধান, খবরদারি (করিবে খবরগিরি রাখিবে হুরমতে—হামজা)। [—আ.+গীর گیر ফা] **খবরদার১**, **খবর্দার**—অব্য. সাবধান, হুঁশিয়ার (কিন্তু খবরদার গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে—পরশু)। **খবরদার২**—বিণ. তত্ত্ববিদ বা তত্ত্বজ্ঞ (আদলতে গমন করিয়া আদলতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন— ভবানী)। **খবরদারী**—১বি. তত্ত্বাবধান (বৃদ্ধ স্বামীর উপর খবরদারী করা আজ আর সাজে না—গৌরী)। ২বি. সাবধানতা, সর্তকতা, হুঁশিয়ারী। [আ. + দার, ... দারী داری دار ফা.]।

খবীস, খবিস, খবীছ, খবীশ, খবিশ—১বিণ. নোংরা, অপরিষ্কার। ২বিণ. কদাচারী, নষ্ট (এ ছোরা দেখছো খবীছের দল—মুফাখ্খার)। ৩বিণ. অপবিত্র ভূত, অপদেবতা (খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা—ভারত)। ৪বি. শয়তান। [খবীস্ خبيث আ.]।

খমক—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (বন্দে দিগম্বরে খমক ডমরু করে—কঙ্কণ)। [খুমক্ خمك ফা.]।

খমির, খমীর—দ্র. **খামির**।

খম্বা—দ্র. **খাম্বা**।

খয়র—১বি. মঙ্গল, কুশল, শুভ। ২অব্য. আচ্ছা, বেশ, তাই হোক্। [খয়্র্

خیر আ.]। **খয়রখাহ্, খয়ের খাঁ**—১বিণ. স্তাবক, খোশামুদে, মোসাহেব (তথাকথিত খয়েরখাহদের হাতে... নির্মমভাবে নিহত হইলেন—মুস্তাফিজ)। ২বি. হিতাকাঙ্ক্ষী। [খয়র خیر আ.+ খ্বাহ্ خواه ফা.]। **খয়েরখাহি খয়েরখাহী**—১বি. মঙ্গলকামনা, হিতকামনা, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ২বি. খোশামুদি, মোসাহেবি।

খয়রাত, খয়রাৎ, খায়রাত—১বি. ভিক্ষা, দান (কাঙ্গালী লোককে মাস মাস খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন—রামরাম)। ২বি. পুণ্যার্থে দান (করেনা শ্রাদ্ধদিনে কেহ খয়রাৎ—সত্যেন্দ্র)। [খয়রাত خیرات আ.]।

খর—বি. গর্দভ, অশ্বতর, খচ্চর। [খর্ خر ফা.]।

খরগোশ, খরগোস—বি. শশক, hare। [খর্গোশ্ خرگوش ফা.]।

খরচ, খরচা, খর্চ্চা—১বি, ব্যয় (বিদ্যা খরচ না করেন—বিদ্যা)। ২বি. ব্যয় করার অর্থ। [খরচ خرچ ফা.]। **খরচি**—বিণ. যে অতিরিক্ত খরচ করে। **খরচে/খরচিয়া**—১বিণ. যে মুক্তহস্তে ব্যয় করে. উদারহস্ত। ২বিণ. অমিতব্যয়ী। [খর্চিলা خرچیلا হি.]

খরজম—বি. প্রাচীন আরবের স্থানবিশেষের নাম। (যাবে ওরা এক সাথে খরজমের পথে— ফররুখ)। [خرجم আ.]

খর-দর্জাল, খরে দজ্জাল, খারে দজ্জাল, খারেন্দয্যাল, খাড়াদজ্জাল, খারা দজ্জাল, খরদজ্জাল, খরদর্জাল—বি. কথিত আছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় হওয়ার পূর্বে এক অতিকায় ভয়ংকর দর্শন দানবের আবির্ভাব ঘটবে, যার দুঃসহ অত্যাচারে মানব-জাতি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সে দজ্জাল নাম ধারণ করবে। সে যে-গর্দভের পৃষ্ঠে সমাসীন হবে তাও হবে অতিকায়। ফার্সি ভাষায় গর্দভকে বলা হয় খর্' (খর-দর্জাল আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক—জসীম)। [খর্ خر ফা.+ দজ্জাল دجّال আ.]।

খরমুজ, খরমুজা, খরবুজ, খরবুজা—বি. তরমুজের মত ফুটি জাতীয় ফল বি. (চাহিনা বরফ, শরবত মিঠা. খরমুজা কাশ্মীরী মোহিত)। [খর্বূযহ্ خربوزه ফা.]

খরযান—বি. গাধা-টানা গাড়ি। [খর্ خر ফা. + সং যান]।

খরাজ—দ্র. **খেরাজ**।

খরিতা—বি. চামড়ার তৈরী থলি, টাকা রাখবার থলি। [খরীতহ্ خریطه আ.]।

খরিদ—বি. ক্রয় (বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে—রামরাম)। [খরীদ خرید ফা.]। **খরিদদর**—বি. ক্রয়-মূল্যের হার। **খরিদদার/খরিদ্দার, খদ্দের**—বি. যে খরিদ করে, ক্রেতা (যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনতেন—বিদ্যা)। **খরিদা**—বিণ. ক্রীত, কেনা (সঙ্গে এলো খরিদা গোলাম— ফররুখ)। [খরীদহ্ خریده ফা.]। **খরিদানি**—বি. খরিদদার ক্রয়কালীন মূল্য।

খরিফ, খরীফ—বি. হৈমন্তিক ফসল। [খরীফ خریف আ.]।

খরেদজ্জাল, খারে দজ্জাল, খারে দয্যাল—দ্র. **খর-দরজাল**।

খলক—বি. সৃষ্টি. সৃষ্টজগত, জনসাধারণ, জনতা। [খল্ক্ব خلق আ.]।

খলাস—দ্র. **খালাস**।

খলিফা. খলীফা—১বি. প্রতিনিধি (উপযুক্ত হবে পৃথিবীতে খলীফা পদ লাভ করবার

জন্য—ফরিদী)। ২বি. হযরত মুহম্মদ (সাঃ)এর পর ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান শাসনকর্তা, যিনি একাধারে শাসনকর্তা ও ধর্মনেতা। ৩বি. দর্জি। ৪বি. ওস্তাদ কারিগর। ৫বি. সর্দার, প্রধান, দলপতি। ৬বিণ. ওস্তাদ, পাকা, ডেঁপো (এখানকার খলিফা মেয়েদের কথায় কথায় ফোপড় দালালী— নজরুল)। [খলীফহ্ خليفة আ.]।

খলীফা—দ্র. **খলিফা**।

খলীল—বি. বন্ধু, মিত্র। [খলীল خليل আ.]। **খলীলুল্লাহ্**—বি. আল্লাহ্র বন্ধু, হযরত ইব্রাহীমের উপাধি।

খস্খস্, খশখশ—বি. গন্ধতৃণ বিশেষ, বেনার মূল, উশীর। [খস্ خس ফা.]।

খসম—বি. স্বামী, পতি (মা-বাপের পুছ না কইরে নিজে খসম লয়—পূ.গী.]। [খস্‌ম্ خصم আ.]।

খস্রু—বি. বাদশাহ্, রাজা। ইরানের এক বিখ্যাত বাদশাহ্র নাম। বিখ্যাত ফারসী কবির নাম। [খুস্রও خسرو ফা.]।

খসলত—বি. অভ্যাস, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য (অন্য দেশকে তোমরা বুজতে চাওনা, এই তোমাদের এক খসলত)। [খস্লত خصلت ফা.]।

খাই-খালাসী—১বি. জমির ফসল বা উপস্বত্ব হতে ঋণ পরিশোধের শর্ত বিশিষ্ট। খাই-খালাসী দলিল। ২বি. জমির উপস্বত্ব খেয়ে ঋণমুক্তি। [সং খাদ>খাই + খলাসী خلاصی আ.]।

খাইশ—দ্র. **খায়েশ**।

খাওন্দ—দ্র. **খাবিন্দ**।

খাঁই—১বি. লোভ, আকাঙ্ক্ষা। ২বি. দাবি চাহিদা, demand (আপোষে নারাজ নহে, তবে খাঁই অনেক—মশার্‌রফ)। [খ্বাহিশ خواهش ফা.]।

খাক—১বি. মৃত্তিকা (ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা—ফররুখ)। ২বি. ছাই, ভস্ম (সে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে—মশাররফ)। ৩বি. ধুলাবালি, ধুলামাটি (তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম—নজরুল)। [খাক خاك ফা.]।

খাকছার, খাকসার—১বি. ধুলামাটিতুল্য, দীন সেবক (এরাই মানব জাতির সেবক, ইহারাই খাকসার—নজরুল)। ২বি. আল্লামা মাশরেকী কর্তৃক প্রবর্তিত মুসলিম রাজনৈতিক দলবিশেষ। ৩বি., বিণ. অকিঞ্চন, অধম, বিনয়াবনত। [খাকসার خاكسار ফা.]

খাকসার—দ্র. **খাকছার**।

খাকান—১বি. সম্রাট্। ২বি. প্রাচীন চীন সম্রাটদের উপাধি। [খা-ক্বান خاقان তু.]।

খাকি, খাকী—১বিণ. মেটে বা ঘোর বাদামী রঙের, পাংশুবর্ণ। ২বি. খাকি রঙের জামা, সামরিক পোশাকবিশেষ। ৩বি. মাটি হতে প্রস্তুত অর্থাৎ মানুষ (নূরীই হউক, খাকীই হউক সবারি ভাই এক স্বভাব—মোস্তফা)। [খাকী خاکی ফা.]।

খাজনা, খাজানা, খায্না, খাযানা—১বি. রাজস্ব, রাজা, সরকার বা ভূম্যাধিকারীকে দেয় কর বা শুল্ক, ভূমি কর (তাই সে যখন তলব করে খাজনা—রবীন্দ্র)। [খযানহ্ خزانه আ.]। **খাজানাখানা**— বি. কোষাগার, খাজানা জমা রাখার স্থান (দক্ষিণমুখে বাহির হইবা মাত্রেই যে দ্বার

পাইবা তাহার মধ্যে খাজানাখানা—রামরাম) [খযানহ্+ খানহ্ خانه ফা.]।

খাজা, খাজা—১বি. প্রভু (খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই—নজরুল)। ২বি. একশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের উপাধিবিশেষ (খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী ছিলেন চিশ্তিয়াপন্থী এক সাধক)। [খাজহ্ خواجه ফা.]।

খাজা খিজির—দ্র. **খিজির**।

খাজাঞ্চি, খাজাঞ্চী—১বি. কোষাধ্যক্ষ, খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ, treasurer (খাজাঞ্চী নিযুক্ত হৈলা বিবেচনা করি—ভারত)। ২বি. সদর কাছারির তহবিল রক্ষক, তহবিলদার। ৩বি. যে কর্মচারী মফস্বলের খাজনার চালান প্রভৃতি বুঝিয়া লয় এবং জমাখরচের হিসাব রাখে। [খযান্চী خزانچی ফা.]। **খাজাঞ্চীখানা**—১বি. খাজাঞ্চির অফিস। ২বি. ধনাগার, কোষাগার। [খযান্চী খানহ্ خزانچی خانه ফা.]।

খাঞ্চা, খান্চা—বি. কাঠের বড় থালা, খঞ্চা, বারকোষ, tray (একটা বাঁদী নাশতার খাঞ্চা লইয়া আসিল—ইমদাদ)। [খানচ্হ خوانچه ফা.]। **খাঞ্চাপোষ**—বি. খাঞ্চা ঢাকিবার গিলাফ (খাঞ্চাপোষের প্রান্তে লাল গোলাব—ফররুখ)। [—পূশ پوش ফা.]।

খাঞ্জা খাঁ. খান্জা খাঁ—১বি. খান জাহান খাঁ নামক দক্ষিণ বঙ্গের নবাব (খান্জা খাঁ শেষ ঘরে ফিরে গেলেন সোজাসুজি—সত্যেন্দ্র)। ২বি. খানজাহান খানের ন্যায় অত্যন্ত উদার প্রকৃতি, মুক্তহস্ত ও নবাবী চালচলন বিশিষ্ট লোক (যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ)। [খান্ জাহান খান خان جهان خان ফা.]।

খাড়া—১বিণ. সোজা, সিধা (খাড়া দাড়িয়ে রইল রেখা—অবনীন্দ্র)। ২বিণ. সতর্ক (তখন আপনি কান খাড়া করেন—ওবায়েদ)। ৩বিণ. দণ্ডায়মান। ৪বিণ. লম্বরূপে অবস্থিত, সটান উঠে যাওয়া। [খড়া کھڑا হি.]।

খাড়াদজ্জাল, খারাদজ্জাল, খরদজ্জাল, খরদর্জাল—দ্র. **খর-দরজাল**।

খাতা১—১বি. একত্র বাঁধা পত্রাদি। ২বি. হিসাবের বহি। [খত্ خط আ.+হা ها ফা.]। ৩বি. দল, ঝাঁক (খাতায় খাতায় পাখী পড়ছে)।

খাতা২—বি. দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, ভুল (গুনাখাতা; কোনোবাতে খাতা নাহি পায়—হামজা)। [খতা' خطاء আ.]।

খাতাঞ্জি, খাতাঞ্জী— বি. খাজাঞ্চী শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ। [خزانچی ফা.]।

খাতাল—বিণ. ঝগড়াটে, দুষ্ট, বহুভাষী (এটি বড়ো খাতাল মেয়ে)। [খত্তাল্ خطال আ.]।

(চলবে)